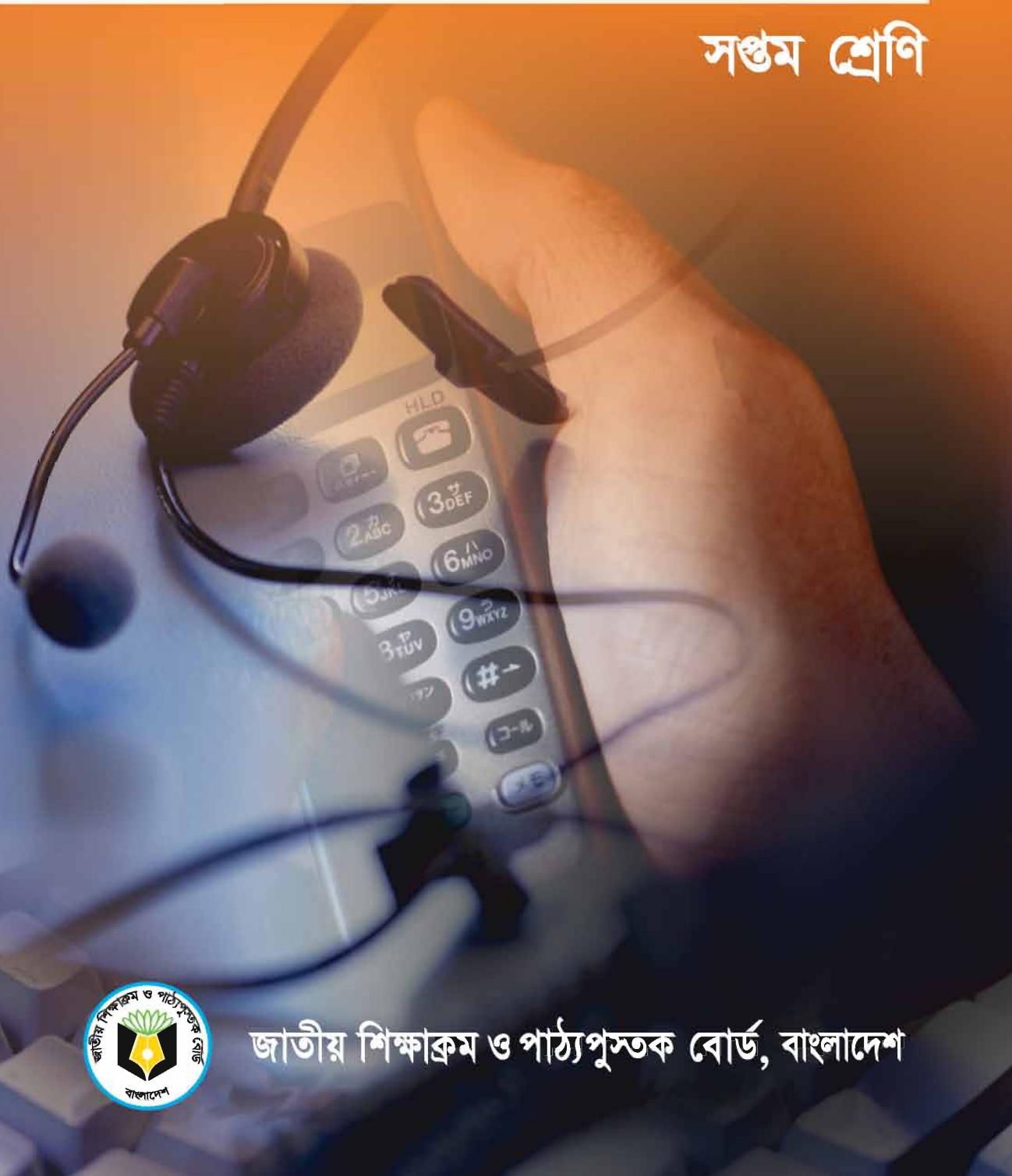


তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সপ্তম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সপ্তম শ্রেণি

রচনা ও সম্পাদনা

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ড. সুরাইয়া পারভীন

মোস্তাফা জব্বার

মুনির হাসান

লুৎফুর রহমান

মোঃ মুনাব্বির হোসেন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ	:	সেপ্টেম্বর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	, ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ	:	, ২০১৭

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রগতি হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তারই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ অর্থাৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশের সকল মানুষের জীবন সহজ, সুন্দর ও আনন্দময় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়ার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা। শিক্ষানীতিতে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি শিক্ষাব্যবস্থার সকল ধারায় বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রগতি হয়েছে এ বিষয়ের শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক। আশা করি, এ পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে স্বাক্ষরতা অর্জনের পাশাপাশি পরবর্তীকালে এ বিষয় আরও আগ্রহী করে তুলবে, যা ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সাহায্য করবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রগতি বানানীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নয়না প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আত্মরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	প্রাত্যহিক জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১-১৬
দ্বিতীয়	কম্পিউটার-সফটওয়্যার যন্ত্রপাতি	১৭-৩৬
তৃতীয়	নিরাপদ ও নেতৃত্বিক ব্যবহার	৩৭-৫২
চতুর্থ	ওয়ার্ড প্রসেসিং	৫৩-৬০
পঞ্চম	শিক্ষায় ইন্টারনেটের ব্যবহার	৬১-৭২

প্রথম অধ্যায়

প্রাত্যক্ষিক জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি



এই অধ্যায় শেষে আমরা :

১. ব্যক্তিজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব;
২. কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারব;
৩. কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
৪. সমাজ-জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারব।

পাঠ ১ : ব্যক্তি জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

পৃষ্ঠিবীতে কত নতুন নতুন প্রযুক্তির জন্ম হচ্ছে, আমরা হয়তো তার সবক্ষেত্রের কথা জানতেও পারি না। তাই সেগুলো হয়তো আমাদের জীবনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এমন একটি প্রযুক্তি যে এটি আমাদের সবার জীবনেই কোনো না কোনোভাবে প্রভাব ফেলেছে। পৃষ্ঠিবীতে মনে হয় একজন মানুষকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে কোনো না কোনোভাবে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করেনি কিংবা তার জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কোনো না কোনো পরিবর্তন আনে নি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শুধু যে রাষ্ট্রীয় বড় বড় বিষয়ে কিংবা আন্তর্জাতিক জগতে ব্যবহার হয় তা নয়— একেবারে সাধারণ মানুষের জীবনেও সেটি ব্যবহার হয়। তুমি যদি চোখ মেলে চারপাশে তাকাও তুমি দেখবে তোমার চারপাশে তোমার পরিচিত মানুষেরা, তোমার আত্মীয়স্বজন, তোমার স্কুলের শিক্ষকরা, তোমার ক্লাসের বন্ধুবাঞ্ছিয়া এবং তুমি কোনো না কোনোভাবে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করেছো। এই যে তুমি এই মুহূর্তে এই লেখাটি পড়ছ সেটি কেউ একজন শিখেছে— তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেগুলো ছাপা হয়েছে, তোমার সামনে আনা হয়েছে এবং তুমি এখন পড়তে পারছ। এরকম কত উদাহরণ দেয়া যাবে— তুমি কলনাও করতে পারবে না।



আমাদের চারপাশের যে কেউ এখন ইচ্ছে করলে অন্য একজনের সাথে মোবাইল টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারে।



টেলিভিশন এখন বিনোদনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

চারপাশের প্রায় সবার কাছেই এখন মোবাইল টেলিফোন রয়েছে, যে কেউ এখন ইচ্ছে করলে অন্য একজনের সাথে মোবাইল টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারে। তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ যে

একজন মানুষের জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কী কী ব্যবহার হতে পারে তার একটা ভাসিকা তৈরি করার চেষ্টা করলে সেটা মনে হয় কোনোদিন শেষ করা যাবে না। কিন্তু একটু চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়? অন্ততপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা চেষ্টা করে দেখা যাক।

ব্যক্তিগত যোগাযোগ : তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রথম উদাহরণ হতে পারে ব্যক্তিগত যোগাযোগ। আমাদের

কোনো মানুষের সাথে টেলিফোন যোগাযোগ করতে পারার কারণে আমাদের জীবনের মান এখন অনেক বেড়ে গিয়েছে, অনেক কম পরিশ্রমে আমরা এখন অনেক কিছু করতে পারি যেটা আগে কল্পনাও করতে পারতাম না।

বিনোদন : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিয়ে আমরা যে শুধু কাজ করতে পারি তা নয়— এটা এখন



জিপিএস পৃথিবীর যে কোনো জায়গার
অবস্থান বের করে ফেলতে পারে।

বিনোদনেরও চমৎকার মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে গান শোনার জন্যে মানুষকে আলাদাভাবে কোনো একটা যন্ত্র কিনতে হতো— এখন মোবাইল টেলিফোনেই সে গান শুনতে পারে। একটা সময় ক্যামেরা ছিল শুধু ধনীদের ব্যবহারের বিষয়— এখন সাধারণ মোবাইল টেলিফোন দিয়েই যে কোনো মানুষ ছবি তুলতে পারে, ভিডিও করতে পারে। মোবাইল টেলিফোন ধীরে ধীরে বুদ্ধিমান একটা যন্ত্র হয়ে দাঁড়িচ্ছে। এটা দিয়ে অনেক ধরনের কাজ করা যায়— ঠিক সেরকম কম্পিউটারও ছোট হতে শুরু করেছে। ডেস্কটপ থেকে ল্যাপটপ, ল্যাপটপ থেকে নোটবুক, নোটবুক থেকে স্মার্ট ফোন অর্ধাং আমাদের হাতে এমন একটা যন্ত্র চলে আসছে যেটা দিয়ে আমরা অসংখ্য কাজ করতে পারব।

জিপিএস : গাড়ি চালিয়ে কোথাও যাওয়ার প্রথম শর্টই হচ্ছে আমাদের পথঘাট চিনতে হবে। কেউ যদি পথঘাট চিনতে না পারে তাহলে সে কেমন করে গন্তব্যে পৌছবে। অথচ মজার ব্যাপার হল কোথাও যেতে হলে এখন কাউকে পথঘাট চিনতে হয় না। পৃথিবীটাকে খিরে অনেক উপগ্রহ ঘূরছে তারা পৃথিবীতে সংকেত পাঠায়, সেই সংকেতকে বিশ্লেষণ করে যে কোনো মানুষ বুঝে ফেলতে পারে সে কোথায় আছে! তার সাথে একটা জায়গার ম্যাপকে জুড়ে দিতে পারলেই একজন মানুষ যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারবে। আজকাল নতুন সব গাড়িতেই জিপিএস লাগিয়ে দেয়া হয়। কোথায় যেতে হবে সেটি জিপিএস— এ তুকিয়ে দিলে জিপিএস গাড়ির ড্রাইভারকে সঠিক পথ বাতলে দিয়ে গন্তব্যে পৌছে দিতে পারবে।

দলগত কাজ

মনে কর তুমি ঠিক করেছ কোনো ধরনের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার না করে তোমার দিন কাটাবে। সারা দিনে কোন কাজগুলো তুমি করতে পারবে না তার একটা তালিকা কর।

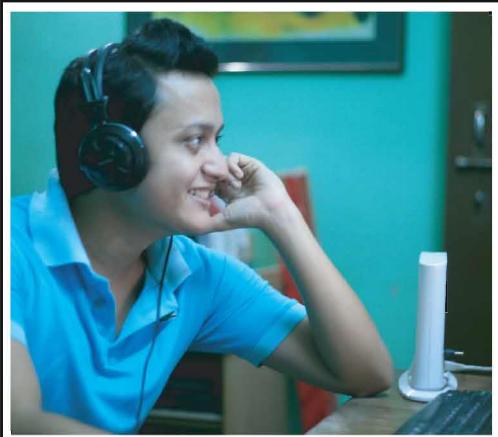


নতুন শিখলাম : ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, নোটবুক, স্মার্ট ফোন, জিপিএস।

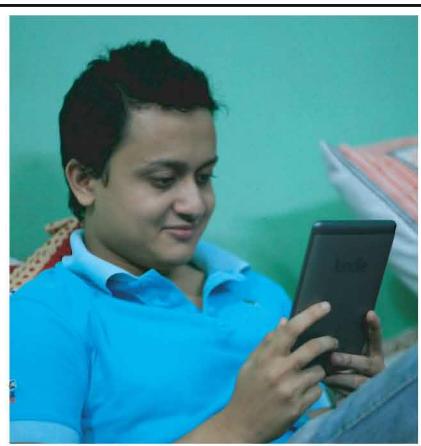
পাঠ ২ : ব্যক্তিজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রতি মুহূর্তে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করি। এ প্রযুক্তি ব্যবহারে আমরা এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে অনেক সময় বিষয়টা আমরা লক্ষ পর্যন্ত করি না! এটির ব্যবহার কর ব্যাপক সেটা বোঝার জন্যে আমরা কান্ট্রনিক একজন মানুষের একটা দিনের কথা চিন্তা করি— ধরা যাক তার নাম সাগর।

সাগরের ঘূম ভাঙলো এলার্মের শব্দে, সে তার মোবাইল টেলিফোনে ভোর ছয়টার এলার্ম দিয়ে রেখেছিল। ঘূম থেকে উঠার পর প্রথমেই তার মনে পড়ল আজ ছুটির দিন, তাকে কাজে যেতে হবে না! সাথে সাথে তার মনটা ভালো হয়ে গেল। এলার্মটা বন্ধ করার সময় লক্ষ করল সেখানে ডেস্ক ক্যালেন্ডারে তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে আজ তার বন্ধুর জন্মদিন, বিকেলে তার বাসায় জন্মদিনের উৎসব।



কম্পিউটার ব্যবহার করে গান শোনা যায়।



ই-বুক রিডার ব্যবহার করে বই পড়া যায়।

হাত-মুখ ধূয়ে নাস্তা করতে করতে সে টেলিভিশনে ভোরের খবরটা শুনে নেয়। ধানের বাস্পার ফলন হয়েছে শুনে তার মনটা ভালো হয়ে যায়। আবার বঙ্গোপসাগরে একটা নিম্নচাপ হয়ে ঘূর্ণিবাড়ের আশংকা দেখা দিয়েছে বলে সাগরের খানিকটা দুশ্চিন্তাও হল।

নাস্তা করে সাগর তার ল্যাপটপটি নিয়ে বসে, প্রথমেই সে তার ই-মেইলগুলো দেখে, তার প্রবাসী ভাই তার পরিবারের একটা ছবি পাঠিয়েছে। ছবিটা ভারি সুন্দর— সাগরের মনে হল সেটা ঘরে টানিয়ে রাখলে মন্দ হয় না। তাই সে প্রিন্টারে সেটা প্রিন্ট করে নিল।

ই-মেইলে চিঠিপত্রের উভর দিয়ে সে তার প্রিয় কয়েকটা গান বাজাতে শুরু করে দেয়। গান শুনতে শুনতে সে তার ই-বুক রিডারে একটা বই পড়তে শুরু করে। প্রিয় বই পড়তে পড়তে কীভাবে যে সময় কেটে গেল সাগর বুঝতেই পারল না!

যখন বইটা শেষ হয়েছে তখন একটু বেলা হয়ে গেছে। হঠাতে করে তার মনে হল বাসায় খাবার নেই। বাজার করা হয়নি। সাগরের হঠাতে মনে হল ইন্টারনেটে খাবারের অর্ডার দেয়া যায়— তারা বাসায় এসে খাবার পৌছে দেয়। সাগর তখনই ইন্টারনেটে তার প্রিয় খাবার পিঞ্জার অর্ডার দিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণের মাঝেই হাসি-খুশি এক তরুণ তার বাসায় পিঙ্গা নিয়ে আসে। সাগর বলল, “আমার বাসাটা খুজে পেতে তোমার কি কোনো সমস্যা হয়েছে?” তরুণটি বলল, “একটুও অসুবিধে হয়নি— আমি জিপিএসে আপনার ঠিকানাটা দিয়ে দিয়েছি, সেটা আমাকে কোন পথে আসতে হবে বলে দিয়েছে!”



কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ঘরে বসে সারা পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করা যাব।

তাকে কিছু একটা উপহার দেয়া দরকার। বস্থুটি বই পড়তে খুব ভালোবাসে তাই সাগর ইষ্টারনেটে একটা বই অর্ডার দিয়ে দেয়, বস্থুর বাসায় বইটা পৌছে যাবে। সে নিজের জন্যেও একটা বই অর্ডার দিল। ব্যাথকে যথেষ্ট টাকা আছে কি না জানা দরকার। সাগর তখন তার ব্যাথকে খোজ নিল, সেভিংস থেকে কিছু টাকা তার চেকিং একাউন্টে নিয়ে আসে।

সাগর থেতে থেতে আবার তার কম্পিউটারে পৃথিবীর খবরাখবর নেয়। নিউট্রিনো (Neutrino) নিয়ে বিজ্ঞানের একটা চমকপ্রদ খবর বের হয়েছে। নিউট্রিনো কী— সাগর সেটা জানে না তাই সে উইকিপিডিয়াতে নিউট্রিনো সম্পর্কে চমৎকার একটা লেখা পড়ে নিল। শুধু তাই নয়, নতুন একটা সিনেমা খুব নাম করেছে— সিনেমাটা দেখলে মন্দ হয় না। সাগর তখনই সিনেমাটা ডাউনলোড করতে শুরু করে দেয়, রাতে সে সেটা দেখবে।

বিকেলে বস্থুর বাসায় জন্মদিনের উৎসবে যাবে-

দলগত কাজ

এখনে উচ্চে করা হয় নি কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আর কী কী কাজ করা সম্ভব তার একটি তালিকা কর।

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তার মোবাইল বেজে উঠে— বাড়ি থেকে তার মা ফোন করেছেন। সাগর জিজেস করল, “মা ভালো আছ তোমরা?” মা বললেন, “হ্যা ভালোই আছি, তবে তোর বাবার চশমাটা মনে হয় বদলাতে হবে, স্পষ্ট নাকী দেখতে পায় না।” সাগর বলল, “ভূমি চিন্তা করো না মা, আমি সামনের সপ্তাহে চলে আসব, বাবাকে চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।”

মায়ের সাথে কথা শেয় করে সাগর মোবাইল টেলিফোনে তখনই ট্রেনের টিকেট বুক করে দেয়। ভালো চোখের ডাক্তারের খোজ নেবার জন্যে সে রাতে ই-চিকিৎসা কেন্দ্রে খোজ নেবে।

বস্থুর বাসায় জন্মদিনের উৎসবে সবাই মিলে খুব আনন্দ করল, ছেট বাচ্চারা ঘরের এক কোনায় হইচই করে কম্পিউটার গেম খেলছে। রাতে খাবার খেয়ে সাগর বাসায় ফিরে আসে। পরদিন কাজে যেতে হবে তাই সে সকাল সকাল শুয়ে পড়ে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে শেষ খবরটা শুনে নেয়। উপরহ থেকে ছবি তুলে দেখা গেছে ঘূর্ণিবড়টা ঘূরে অন্যদিকে চলে গেছে। দেশের কোনো বিপদ নেই। খবরটা শুনে সাগরের মনটা ভালো হয়ে যায়— নিশ্চিন্ত মন নিয়ে সে শুমাতে গেল।

কাজনিক মানবের কাজনিক দিনশিল্পি এখানেই শেয়— তোমরা কী জক্ষ করেছ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিয়ে সে সারাটা দিন কত কাজ করেছে? অফ কিছুদিন আগেও কেউ কি এটা কজনা করতে পারতো?

নতুন শিখলাম : ই-বুক রিডার, উইকিপিডিয়া, ডাউনলোড, ই-চিকিৎসা কেন্দ্র, নিউট্রিনো।

পাঠ ৩ : কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

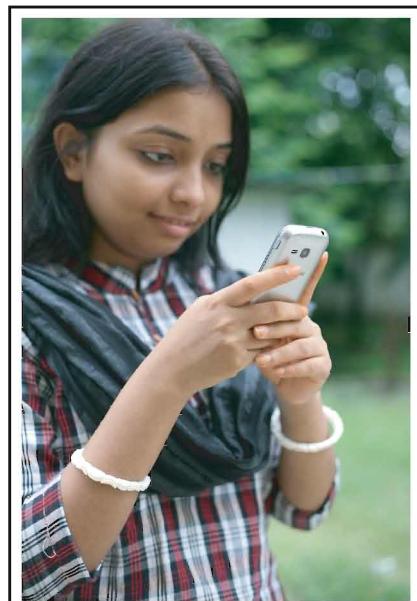
তোমরা সবাই জান শিক্ষার্থীরা স্কুল শেষ করে কলেজে যায়, কলেজ শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যায়। আমাদের দেশে অনেকগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। উচ্চমাধ্যমিক পড়া শেষ করে শিক্ষার্থীদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্যে আলাদা করে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়। এক সময় এই ভর্তি পরীক্ষার কাজটি ছিল খুব কঠিন, শিক্ষার্থীদের অনেক দূর থেকে দেশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাসে, ট্রেনে, জাহাজে যেতে হতো, লাইনে দাঁড়িয়ে ভর্তির ফর্ম আনতে হতো। সেই ফর্ম পূরণ করে আবার তাদের সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হতো, ক্যাশ টাকা জমা দিতে হতো, ফর্ম জমা দিয়ে পরীক্ষার প্রবেশপত্র নিতে হতো, সেই প্রবেশপত্র নিয়ে পরীক্ষা দিতে হতো। পরীক্ষার খাতা দেখা শেষ হলে ফলাফল প্রকাশিত হতো— খবরের কাগজে সেই ফলাফল দেখে যারা সুযোগ পেতো তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতো।

২০০৯ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক করল তারা পুরো প্রক্রিয়াটি তথ্য প্রযুক্তি দিয়ে শেষ করবে— এবং এই ভর্তি প্রক্রিয়ায় কোথাও কোনো কাগজ ব্যবহার হবে না! ভর্তির রেজিস্ট্রেশনের জন্যে কোনো প্রার্থীকে তার ঘর থেকেই বের হতে হবে না। কাগজবিহীন এই ভর্তি প্রক্রিয়াটি ২০০৯ সালের ২১ আগস্ট দেশের প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন— এবং তারপর থেকে এই দেশের প্রায় সকল স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির সময় এভাবে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। সবাই নিজের ঘরে বসে শুধুমাত্র মোবাইল টেলিফোন ব্যবহার করে এই প্রক্রিয়া শেষ করে ফেলতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করার কারণে বিশাল একটি কর্মজ্ঞতা হয়ে গেলো পানির মতো সহজ!

দলগত কাজ

তোমাদের স্কুলের অফিসকে কাগজবিহীন অফিসে রূপান্তর করতে হলে কী কী কাজ করতে হবে গুচ্ছিয়ে লিখ।

প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল কিন্তু তখন সোটি ছিল অনেকটা কম্পিউটারের মতো, কারণ এটি বাস্তবে রূপ দিতে হলে অফিসের সবার কাছে একটা কম্পিউটার থাকতে হবে— যেটি তখন কেউ চিন্তাও করতে পারত না।



মোবাইল ফোনে এস এম এস পাঠিয়ে এখন
স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া
শুরু করা যায়।

কাগজ ব্যবহার না করে অফিসের কাজকর্ম করার এই বিষয়টি আমাদের দেশে মাত্র শুরু হলেও ধারণাটি কিন্তু নতুন নয়। ১৯৭৫ সালে বিজনেস উইক নামের একটা ম্যাগাজিনে প্রথমবার এটি সম্পর্কে একটি



বাংলাদেশের প্রযুক্তিবিদদের তৈরি ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহার করে দেশে আজকাল ভোট দেয়া আর ভোট গণনার কাজ শুরু হয়েছে।

এখন সেটি বাস্তবসম্মত হয়েছে। এখন অনেক অফিস পুরোপুরি কাগজবিহীন অফিসে পাঠে গেছে। অফিসে কাগজে কিছু লিখতে হয় না— কম্পিউটারে লিখে একজন আরেকজনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কম্পিউটারগুলো নেটওয়ার্ক দিয়ে একটির সাথে আরেকটি যুক্ত হয়ে আছে কাজেই চোখের পলকে সব কাজকর্ম হয়ে যায়। কাগজে কিছু লেখা হয় না বলে কাগজের খরচ বৈচে যায়। কাগজ তৈরি হয় গাছ থেকে তাই যখন কাগজ বৈচে যায় তখন গাছও বৈচে যায়, পরিবেশটা থাকে অনেক সুন্দর। কাগজে লেখায় কালি টোনার ব্যবহার হয় না বলে রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে পরিবেশও দৃঢ়ণ হয় না।

যত দিন যাচ্ছে কম্পিউটারের মনিটরগুলো হচ্ছে বড়, তাই সেখানে কিছু একটা পড়ার কাজটিও হয়েছে অনেক সহজ। দেখা গেছে নতুন প্রজন্মের মানুষেরা আজকাল কিছু একটা কাগজে না লিখে কম্পিউটারে লিখতে পছন্দ করে, কাগজে না পড়ে মনিটরে পড়াই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। একসময় ক্যামেরায় ছবি তুলে সেগুলো প্রিন্ট করতে হতো। আজকাল ক্যামেরায় তোলা ছবি প্রিন্ট না করেই মানুষ সরাসরি কম্পিউটারে বা মোবাইলের ক্লিনে দেখে নেয়।

আমাদের দেশে কাগজ ছাড়া সবচেয়ে চমকপ্রদ কাজটি হচ্ছে ভোটের মেশিন। দেশটি গণতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক দেশে সবকিছুই ঠিক করা হয় নির্বাচন করে। নির্বাচনে ভোট দিতে হয়। ভোট দেয়ার জন্যে দরকার ব্যালট পেপার— অর্ধাং কাগজ, যেখানে প্রার্থীদের নাম এবং মার্ক ছাপা থাকে। ভোটরদের সেখানে সিল মেরে ব্যালট বাস্তে ফেলতে হয়। নির্বাচনের শেষে সেগুলো গুনতে হয়।

ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে এরকম কোনো সমস্যা নেই— যারা ভোট দেবে তারা সরাসরি মেশিনের বোতাম চেপে ভোট দেয় এবং নির্বাচনের সময় শেষ হলে মুহূর্তের মধ্যে ফ্লায়ফ বের হয়ে যায়। তোমরা শুনে খুব খুশি হবে আমাদের দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন এই ইলেক্ট্রনিক মেশিন দিয়ে করা শুরু হয়ে গেছে।

দলাগত কাজ

তোমাদের ক্লাসে দুটি দল তৈরি করে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহার করলে কী সুবিধা এবং কী অসুবিধা সেটি নিয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন কর।



নতুন শিখলাম : টোনার, ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন।

পাঠ ৪ : কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

কাগজ ব্যবহার না করে অফিসের কাজকর্ম চালানো যদি তথ্য প্রযুক্তির একটা ধাপ হয় তাহলে তার পরের ধাপটি কী হতে পারে?

তোমরা কেউ কেউ নিচয়ই অনুমান করে ফেলেছ— সেটি হবে অফিসে না গিয়েই অফিস করা! আমরা সবকিছুই যদি কম্পিউটার দিয়ে করি, আর সব কম্পিউটারই যদি নেটওয়ার্ক দিয়ে একটার সাথে আরেকটা জুড়ে দেয়া থাকে তাহলে আমি সেই কম্পিউটারটা অফিসে বসে ব্যবহার করছি নাকি বাসায় বসে ব্যবহার করছি তাতে কী আসে যায়? আসলেই কিছু আসে যায় না— আর সেটাই হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের অফিসের ধারণা। ১৯৮৩ সালে প্রথম এটা নিয়ে আলোচনা হয় আর ১৯৯৪ সালে প্রথম এ ধরনের একটা অফিস তার কাজ শুরু করে। যারা কাজ করছে তারা সশরীরে কেউ অফিসে নেই কিন্তু অফিসের কাজ চলছে— এরকম অফিসের নাম হচ্ছে ভার্চুয়াল অফিস।



একটি বিশাল কল সেন্টার।

সব অফিসকেই যে ভার্চুয়াল অফিস বানানো যাবে তা নয়— কিন্তু যেগুলো বানানো যাবে— সেখানে অনেক লাভ। প্রথমত তোমাকে অফিসের জন্যে বড় বিশ্বিড় করতে হবে না। রাস্তাঘাটের ট্রাফিক জ্যামের সাথে যুক্ত করে কাউকে অফিসে আসতে হবে না। বাসায় বসে কাজ করতে পারবে বলে অফিসের কাজের পাশাপাশি বাসার কাজকর্মও করতে পারবে। অফিসে গেলে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করতে পারে— কিন্তু বাসায় বসে কাজ করলে অফিসের সময়ের বাইরেও অনেক কাজ করা সম্ভব। কাজেই ভার্চুয়াল অফিসের কাজকর্ম সাধারণ অফিস থেকেও বেশি হতে পারে।

ভার্চুয়াল অফিসের সবচেয়ে চমকপ্রদ সুবিধের কথাটা এখনো বলা হয়নি। সাধারণ অফিসে যারা কাজ করে তাদেরকে অফিসের কাছাকাছি থাকতে হয়। ভার্চুয়াল অফিসে যেহেতু কাউকে সশরীরে থাকতে হয় না তাই তারা যেখানে ইচ্ছে স্থানে থাকতে পারে। কাজেই এক অফিসের একেকজন হয়তো একেক শহরে থাকে। সত্যি কথা বলতে কী অনেক অফিসেই কিন্তু এভাবে কাজ করে। পৃথিবীটা যেহেতু তার অক্ষের উপর ঘূরে তাই এক পৃষ্ঠে যখন দিন তখন পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠে রাত। দিনের বেলা হয়তো একদল অফিস করে ঘূরাতে গেল, তখন পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠের অন্য দল ঘূর থেকে উঠে কাজ শুরু করে দিল! যার অর্থ অফিসটা চরিষ্প ঘণ্টা চলছে।



আজকাল কল সেন্টার বলে প্রায়ই একটা কথা শোনা যায়— আমাদের দেশেও কল সেন্টার বসানোর কাজ চলছে। নানা ধরনের কল সেন্টার থাকতে পারে— তারা নানা ধরনের কাজ করে— একটা সহজ উদাহরণ হতে পারে, সেটি কোনো একটা কোম্পানির কাছে যারা নানা কিছু জানতে ফোন করে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়। ধরা যাক কেউ একটা কম্পিউটার কিনেছে— সেই কম্পিউটারটা নিয়ে তার একটা সমস্যা হয়েছে তাই সে কম্পিউটারের কোম্পানীতে ফোন করল। সে হয়তো ভাবছে তার ফোনের উত্তর দিচ্ছে আশপাশের কোনো একজন মানুষ— আসলে সেই ফোনটি হয়তো চলে এসেছে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে কোনো একটি কল সেন্টারে। সেখানে যারা আছে তারা এই প্রশ্নের উত্তরটা খুব ভালো করে জানে কারণ তাদের কাছে আগে হয়তো আরো অনেক মানুষ এই প্রশ্নটি করেছে। তাই খুব সহজেই কল সেন্টার থেকে উত্তর দিয়ে সেই মানুষটিকে খুশি করে দিল।

দলগত কাজ

তোমাদের স্কুলে একটি ভার্চুয়াল ক্লাসরুম তৈরি করতে হলে কী কী করতে হবে সেটি লিখ।

করে। তাদের কাজের ক্ষেত্রটি তখন আর নিজের শহর কিংবা নিজের দেশের মাঝে আটকে থাকে না, তখন সেটা হয়ে যায় সারা পৃথিবী। তারা শুধু যে কাজ করে আনন্দ পায় তা নয়— অনেক টাকাও উপর্যুক্ত করতে পরে। এত কিছুর জন্যে তার দরকার শুধু একটা কম্পিউটার আর ইন্টারনেটের সংযোগ। অবশ্যই তার সাথে আরো একটা জিনিস দরকার— সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামিংয়ে দক্ষতা!

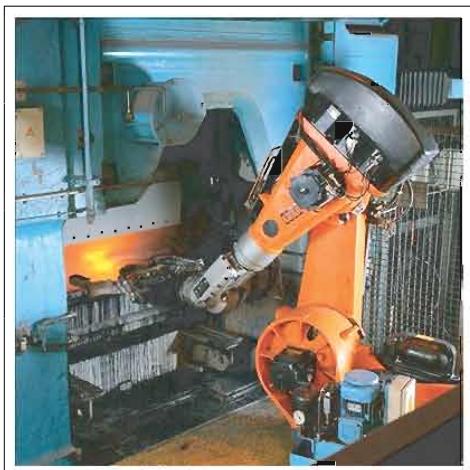
কাজেই তোমরা বুবাতেই পারছ নতুন পৃথিবীতে একসাথে মিলে অনেকে কাজ করতে হলে তাদেরকে আর এক জায়গায় বসে কাজ করতে হয় না। এই যে বইটা তুমি পড়ছ— তুমি কি জান যারা এই বইটা লিখেছে, সাজিয়েছে তারা কেউ কখনো একসাথে বসে নি— সবাই নিজের ঘরে বসে কাজ করেছে।



নতুন শিখলাম : ভার্চুয়াল অফিস, কল সেন্টার, কাগজবিহীন অফিস।

পাঠ ৫ : কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

তোমরা নিচয়ই জান বাংলাদেশ এখন বিশাল বিশাল জাহাজ তৈরি করে পৃথিবীর বড় বড় দেশে রপ্তানি করে। আমাদের এত সুন্দর দেশটির ভেতর দিয়ে বিশাল বিশাল নদী গিয়েছে— এই দেশের মানুষ নদী বিল সমুদ্রে বড় হয়েছে— কাজেই তারা যে চমৎকার নৌকা আর জাহাজ বানাতে পারবে তাতে অবাক হবার কী আছে?



ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট দিয়ে আজকাল বিপজ্জনক
যান্ত্রিক কাজ করা হয়।

তোমরা শুনে খুশি হবে— এখনের বিপজ্জনক কাজগুলো আসলেই আস্তে আস্তে মানুষ নিজে না করে রোবটদের দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছে। মানুষেরা কাজ করতে করতে ঝান্ত হয়ে যায়— একদেয়ে কাজ হলে কাজ করতে ইচ্ছও করে না। রোবটেরা ঝান্ত হয় না। একদেয়ে কাজটি নিয়ে তারা কখনো অভিযোগও করে না। তাই পৃথিবীর বড় বড় কলকারখানায় প্রামিক হিসেবে আর মানুষ নেই। কাজ করে রোবটের। মানুষেরা বড় জোর দেখে কাজটা ঠিক মতো হচ্ছে কি না।

একদেয়ে বিপজ্জনক কাজগুলো মানুষ থেকে রোবটের অনেক ভালোভাবে করতে পারে। কাজেই যত দিন যাচ্ছে ততই এই কাজগুলো মানুষের বদলে মেশিনেরা করছে— তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

বড় বড় জাহাজ বানাতে হলে বিশাল বিশাল ধাতব টুকরোকে নির্দিষ্ট আকারে কেটে তারপর ওয়েলিং করতে হয়। তোমরা নিচয়ই পথেঘাটে দোকানে ওয়েলিং করতে দেখেছে। সেখান থেকে যে তীব্র আলো বের হয় কেউ যদি সোজাসুজি সেদিকে তাকায় তাহলে তার চোখ পাকাগাকিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। যারা ওয়েলিং করে তাদের বিশেষ চশমা পরে কাজ করতে হয়। সেখানে প্রচল তাপের সূক্ষ্ম হয়, ধাতব টুকরো ছিটকে ছিটকে পড়ে। কাজটি দেখেই মনে হয় এটি বেশ বিপজ্জনক কাজ। এই বিপজ্জনক কাজটি যদি মানুষকে করতে না হতো, কোনো একটা রোবট করতো— তাহলে কেমন হতো?



ড্রাইভার ছাড়াই এই গাড়ী চালানো যায়।

আমাদের পথে ঘাটে প্রতিদিন কত একসিডেন্ট হয়— মোটামুটি অনুমান করা যায় আর কয়েক দশক পর একসিডেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে— কারণ তখন গাড়ি আর মানুষেরা চালাবে না। গাড়ি চালাবে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাব। গাড়ির বেলায় সেটা শুরু হতে একটু দেরি হচ্ছে— আকাশ পথে সেটা কিন্তু এর মাঝে শুরু হয়ে গেছে। বিশাল বিশাল প্লেন যখন আকাশে উড়ে তখন পাইলটদের কিছু করতে হয় না— কম্পিউটারই সবকিছু করে। যুদ্ধবিমান যেগুলো আছে সেখানে আজকাল পাইলট থাকেই না, পাইলটবিহীন ড্রোনরা যে প্রতিদিন যুদ্ধ করছে বোমা ফেলছে সেটা তো খবরের কাগজ খুললেই দেখা যায়।

আমাদের কাজের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি কেমন করে ব্যবহার হয় তার তালিকা করতে গেলে সেটি শেষ হবে বলে মনে হয় না। দাঙ্গরিক চিঠিপত্র যোগাযোগের কথা তো আগেই বলা হয়েছে— অফিসের মিটিংগুলোও আজকাল অন্যভাবে হয়। বিভিন্ন অফিসের বিভিন্ন মানুষ আলাদাভাবে বসে একসাথে কনফারেন্স করে ফেলে! আমাদের দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ই-ক্লাসরুম তৈরি হচ্ছে, একজন শিক্ষক তার ক্লাসরুমে পড়াবেন, সারা দেশের অসংখ্য মানুষ তার কাছে পড়বে। অফিসের ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রযুক্তি ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। আগে অফিসে বড় বড় ফাইল এক ঘর থেকে অন্য অফিসে যেতে দিন পার হয়ে যেতো— নতুন ইলেক্ট্রনিক ফাইল চোখের পলকে এক অফিস থেকে অন্য ঘরে চলে যেতে পারে।

দলগত কাজ

রোবট দিয়ে করাতে চাও এমন কতগুলো কাজের তালিকা তৈরি কর।



কোনো পাইলট ছাড়াই এই প্রেনটি আকাশে উড়ে।

অফিসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হয় টাকা পয়সা বা একাউন্টিং সংক্রান্ত, তথ্য প্রযুক্তির কারণে সেই কাজগুলো এখন আর মানুষকে করতে হয় না—

বড় বড় লেজার খাতায় মাথা গুঁজে কিছু লিখতে হয় না, কম্পিউটার মুহূর্তে সবকিছু করে ফেলে।

মানুষের কাজের জ্ঞানগায় সবসময়েই কাউকে না কাউকে কিছু একটা বলতে হয়, বোঝাতে হয়, সেমিনার দিতে হয়। এসব কাজের জন্যে এত চমৎকার ব্যবস্থা বের হয়েছে, এত সুন্দর করে সবকিছু করে ফেলা যায় যে মাঝে মাঝে মনে হয় আগে এই কাজগুলো কেমন করে করা হতো?

নতুন শিখলাম : রোবট, পাইলটবিহীন ড্রোন, ই-ক্লাসরুম

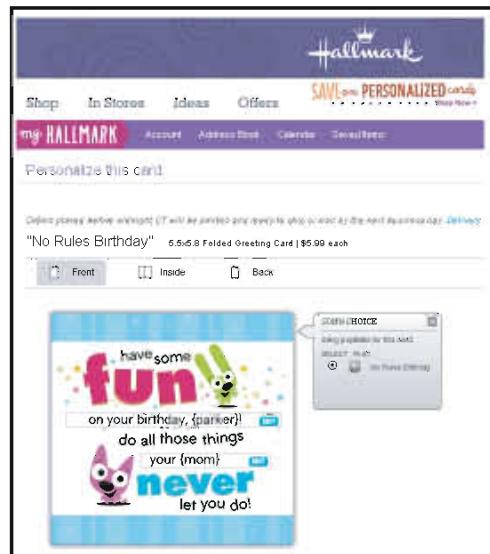
পাঠ ৬ : সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে আইসিটি : আমরা সবাই সমাজে থাকি। তুমি, তোমার বন্ধুরা হয়তো কেনো গ্রাম বা শহরে থাকো। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো স্কুলের হোস্টেলে থাকো। বাবা, মা, দাদা, দাদী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবন্ধব এবং বাকি সবাইকে নিয়ে আমাদের সমাজ। এখানে কেউ চাকরি করে, কেউ ব্যবসা করে, কেউ শিক্ষার্থী, কেউবা বাসায় থাকে। সবার মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক আর দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে একটি সমাজ এগিয়ে চলে। সমাজের নানা প্রয়োজনে আমরা নানান ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করি। একসময় যোগাযোগ বলতে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রাম যেতে হতো খবর দিতে। পরে দেখা গেলো ঢেল বাজিয়েও খবর দেয়া যায়। মানুষ যখন লিখতে শিখল তখন সে চিঠি লিখে মনের ভাব আর খবর পাঠাতে শুরু করল। গড়ে উঠল ডাক বিভাগ, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চিঠি পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা। টেলিগ্রাফ আর টেলিফোনের

আবিষ্কার এই ব্যাপারগুলোকে আরও সহজ করে ফেললো।

আর এখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) সামাজিক চাহিদা পূরণের ব্যাপারগুলোকে নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোয়। আইসিটির প্রচলিত হাতিয়ারগুলোর পাশাপাশি এখন ইন্টারনেটে সামাজিক যোগাযোগের অনেক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট তৈরি হয়েছে যা এই সামাজিক কর্মকাণ্ড সহজভাবে করার সুযোগ করে দিচ্ছে।

আইসিটি ব্যবহার করে কীভাবে সামাজিক সম্পর্কগুলো বিকশিত হচ্ছে তার কয়েকটি উদাহরণ আমরা প্রথমে দেখে নেই :



ক. অনুষ্ঠানদিতে আমন্ত্রণ : একসময় কেবল কাগজের আমন্ত্রণপত্র এবং টেলিফোনেই কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য দাওয়াত দেওয়া যেত। এখন এগুলোর পাশাপাশি ই-মেইল বা মুঠোফোনের খুদেবার্তায় (এসএমএস) দাওয়াত দেওয়া যায়। ই-মেইল বা খুদেবার্তার সুবিধা হল তা যার কাছে পাঠানো হচ্ছে ঠিক সে সময়েই তাকে ফোন ব্যবহার করতে হয় না, তার সুবিধামত সময়ে সে দেখে নিতে পারে।

খ. বিশেষ দিবসসমূহে শুভেচ্ছা বার্তা : তুমি তোমার বন্ধুদের জন্মদিন, ঈদ বা পূজার সময় শুভেচ্ছা-বার্তা পাঠাতে চাও। যেসব বন্ধু তোমার আশেপাশে থাকে তাদের কাছে তুমি তোমার হাতে বানানো কার্ড দিতে পারো। কিন্তু যারা ভিন্ন দেশে বা ভিন্ন দূরত্বে থাকে? তাদের কাছেও কার্ড পাঠানো যায় ডাকযোগে তবে এখন সবাই পাঠায় ই-কার্ড। ই-কার্ড দুইভাবে পাঠানো যায়। একটি হলো তুমি নিজে কম্পিউটারে

ই-কার্ড তৈরি করে সেটি ই-মেইলে পাঠাতে পারো। আবার ইন্টারনেটে অনেক ই-কার্ডের সাইট আছে যেখান থেকে তুমি তোমার পছন্দের ই-কার্ডটি তোমার প্রিয়জনের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারো। এজন্য সাধারণত কোনো টাকা-পয়সা খরচ হয় না। তোমার ক্ষম্ভু বা প্রিয়জন তাদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে তোমার কার্ড পেয়ে যায়। আবার শুভেচ্ছা জানানোতেও মুঠোফোনের খুদেবার্তা এখন অনেক জনপ্রিয়। এর মাধ্যমে খুব সহজে প্রিয়জনের কাছে শুভেচ্ছা, উৎসব বা উৎকৃষ্ট পোছে দেওয়া যায়। এখন আবার বিভিন্ন এফএম রেডিওতে পছন্দের গান বাজিয়েও প্রিয় ক্ষম্ভুকে শুভেচ্ছা জানানোর রেওয়াজ চালু হয়েছে। এসএমএস এর মাধ্যমে শ্রবণ প্রতিক্রিয়াও ভাববিনিময় করতে পারে। একইভাবে কথাবলা সফটওয়্যার (Talking) এর মাধ্যমে দৃষ্টিপ্রতিক্রিয়াও কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন



ছবি সংরক্ষন আর বিতরণের জন্যে চমৎকার ওয়েবসাইট রয়েছে।

ব্যবহার করতে পারে। এসবের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধনগুলো দৃঢ় হয়।



ইউ টিউবে একটি ভিডিও।

এধরনের ডিজিটাল ছবি ইচ্ছে করলেই প্রিয়জনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। ইন্টারনেটে এখন বিভিন্ন সাইট রয়েছে যেখানে তুমি ছবি আপলোড করে তা অন্যদের জানাতে পারবে। এরকম সাইটগুলোর মধ্যে গুগলের পিকাসা (picasa.google.com) এবং ইয়াহুর ফ্লিকার এখন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। কেবল ছবি নয়, ইচ্ছে করলে তুমি তোমার তোলা ভিডিও সারাবিশ্বের সামনে তুলে ধরতে পারো ভিডিও শেয়ারিং সাইটের মাধ্যমে। এরকম সাইটগুলোর মধ্যে ইউটিউব (www.youtube.com) সবচেয়ে জনপ্রিয়।

দলগত কাজ

তোমাদের ক্লাসের কোনো একটি অনুষ্ঠানের জন্যে এসএমএস ব্যবহার করে অতিথিদের আমন্ত্রণ জানাও।



নতুন শিখলাম : খুদে বার্তা, ই-কার্ড, ভিডিও শেয়ারিং সাইট।

পাঠ ৭ : সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সামাজিক যোগাযোগের সাইট : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের সামাজিক যোগাযোগকে দ্রুত, আকর্ষণীয়, এবং কার্যকরী করে তুলেছে। শুধু এ নয়, এর বাইরেও নানানভাবে আমাদের সামাজিক ব্যাপারগুলো ইন্টারনেটে উঠে এসেছে। আগের পাঠে বলা হয়েছে তোমার বন্ধুকে কোনো কিছু জানাতে হলে খুবেচার্তা বা ই-মেইল পাঠানোর কাজটি কিন্তু তোমাকে করতে হবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, তুমি যা কিছু করছ তাই তোমার বন্ধুরা জেনে যাচ্ছে, আশাদা করে তোমার কিছুই করতে হচ্ছে না তাহলে কেমন হয়! নিচয়ই খুবই ভালো হয়। এই টিপ্প থেকে এখন ইন্টারনেটে গড়ে উঠেছে বেশকিছু সামাজিক যোগাযোগের সম্পূর্ণ সাইট। নিজের ভালো-লাগা মন্দলাগা, অনুষ্ঠানাদি, চাকরিতে প্রমোশন, সন্তানাদির বিয়ে ইত্যাদি নানা বিষয়ের তথ্য, ছবি কিংবা ভিডিও বিনিয় করা যায় এগুলোর যে কোনো একটি থেকে। বর্তমানে প্রায় শতাধিক এরকম ওয়েবসাইট রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ফেসবুক (www.facebook.com), লিংকড-ইন (Linked-in.com) গুগল প্লাস (plus.google.com), টুইটার (www.twitter.com), জোপ্পা (www.zooppa.com), মাইস্পেস (www.myspace.com) এগুলো খুবই জনপ্রিয়। পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাভাষী লোক এই সাইটগুলো ব্যবহার করে।



পৃথিবীর কোটিকোটি লোক ফেসবুক ব্যবহার করে।

এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ফেসবুক। পৃথিবীর কোটি লোক এখন ফেসবুকের ব্যবহারকারী। বালাদেশেও ফেসবুকের ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রতিদিনই বাঢ়ছে। ফেসবুক বা অনুরূপ সাইটগুলোতে প্রত্যেক ব্যবহারকারী তার পরিচিতিমূলক একটি বিশেষায়িত ওয়েবপেইজ চালু করতে পারেন। এটিকে বলা হয় ব্যবহারকারীর প্রোফাইল। ব্যবহারকারী তার নিজের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য, তার ভালোগা মন্দলাগা ইত্যাদি বিষয়গুলো তার প্রোফাইলে প্রকাশ করে। এরপর একজন তার প্রোফাইল থেকে ফেসবুকে তার ‘বন্ধু’দের খুঁজে বের করে। এখানে বন্ধু বলতে আমরা প্রচলিতভাবে যেটা বোৰাই সেটা বোৰানো হচ্ছে না, ফেসবুক অনুযায়ী একজন মানুষের সঙ্গে অন্য যত মানুষের যোগাযোগ থাকবে তারা সবাই হচ্ছে তার ‘বন্ধু’। যদি তোমার বন্ধুটিরও ফেসবুকে প্রোফাইল থাকে তাহলে তুমি তাকে খুঁজে নিয়ে বন্ধু হওয়ার জন্য অনুরোধ পাঠাতে পারো। যদি সে সম্ভতি দেয় তাহলে তোমরা বন্ধু হয়ে যাবে। একইভাবে অন্য কেউ যদি তোমাকে বন্ধু হওয়ার অনুরোধ করে আর তা তুমি গ্রহণ করো তাহলে তুমিও তার বন্ধু হবে। তুমি আর তোমার বন্ধুরা মিলে হবে তোমার ‘নেটওয়ার্ক’ বা তোমার ‘সামাজিক নেটওয়ার্ক’।

এখন তোমার নেটওয়ার্ক আস্তে আস্তে বড় হতে থাকবে। তোমার প্রাইমারি স্কুলের যে বক্সুটির সাথে তোমার দীর্ঘদিন দেখা হয় না, যে কিনা এখন হয়তো অস্ট্রেলিয়াতে থাকে, তাকেও তুমি এখনে খুঁজে পেতে পারো। তুমি যখনই তোমার প্রোফাইলে কোনো তথ্য প্রকাশ করবে সঙ্গে সঙ্গে তা তোমার বক্সুদের পেজের একটি বিশেষ জায়গায় ভেসে উঠবে। তুমি তোমার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে যা ফেসবুকে ‘স্ট্যাটাস’ নামে পরিচিত। টুইটারে এটাকে বলা হয় ‘টুইট’।

তুমি যদি কোনো ছবি প্রকাশ করো, যদি কোনো ভিডিও সবাইকে দেখাতে চাও তাহলে তা তোমার প্রোফাইলে প্রকাশ করলেই তা তোমার নেটওয়ার্কের সবাই দেখতে পাবে। শুধু তাই নয়, তোমার বক্সুদের সবাইকে ফেসবুক মনে করিয়ে দেবে তোমার জন্মদিন কবে। সবাই তখন তোমাকে শুভেচ্ছা জানাতে পারবে। কেবল তোমার ব্যক্তিগত সুখ-দৃঢ় নয়। এখন এই সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলোর মাধ্যমে

টুইটার দিয়ে স্বাদ বিনিয়য় এখন খুবই প্রচলিত একটি পদ্ধতি।



সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বিশ্বের অনেক দেশে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা হচ্ছে।

পণ্যের বিজ্ঞাপন, কাজের খবর এমন কি সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজও হচ্ছে।

২০১০-২০১১ সালে আরব বিশ্বে, বিশেষ করে তিউনিসিয়া, মিসর, লিবিয়ায় যে সামাজিক বিপ্লব হয়েছে তার পেছনে এই সকল সামাজিক যোগাযোগের সাইটের বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়।

দলগত কাজ

ফেসবুকের মতো একটি সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে নতুন কী করা যায় সেটি লিখ।



নতুন শিখলাম : প্রোফাইল, সামাজিক নেটওয়ার্ক, স্ট্যাটাস।

নমুনা প্রশ্ন

১. কোন আবিষ্কারের ফলে নতুন কোথাও ভ্রমণের ক্ষেত্রে পথঘাট চিনতে সুবিধা হয়?

- ক. কম্পিউটার
- খ. ইন্টারনেট
- গ. মোবাইল ফোন
- ঘ. জিপিএস

২. নিউট্রিনো সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে আমরা কোনটি ব্যবহার করব?

- ক. কম্পিউটার
- খ. ইন্টারনেট
- গ. ল্যান্ডফোন
- ঘ. মোবাইল ফোন

৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে -

- i. বই পড়া যায়
- ii. ব্যাংকের লেনদেন করা যায়
- iii. গেম খেলা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. i ও ii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি গড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রেবা এবার উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। সৎবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেখে এক রাতে বসেই সে ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করে।

৪. রেবা ভর্তির আবেদন করতে পারে -

- i. মোবাইল ফোন ব্যবহার করে
- ii. ইন্টারনেট ব্যবহার করে
- iii. কম্পিউটার ব্যবহার করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

৫. এ ধরনের আবেদন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত সুবিধাদি হল-

- i. সময় ও অর্থ সংশয়
- ii. শারীরিক শ্রম লাঘব
- iii. পরিবেশ সংরক্ষণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

৬. রেবা যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভর্তির আবেদন করেছিল তার নাম কী?

- ক. মোবাইল প্রযুক্তি
- খ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
- গ. ইন্টারনেট
- ঘ. কম্পিউটার

৭. ৬ নম্বর প্রশ্নের যে উত্তরটি তুমি পছন্দ করেছ সে উত্তরটি পছন্দ করার কারণ যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি



এই অধ্যায় শেষে আমরা :

১. কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব;
২. কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
৩. কম্পিউটারের চিত্র একে এর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ ৮ : ইনপুট ডিভাইস

ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা আইসিটি'র বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে জেনেছে। এ পাঠে আইসিটি যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তোমরা আরও বিস্তারিত জানতে পারবে।

সময়ের সাথে এ যন্ত্রপাতিগুলো ক্রমেই আরও আধুনিক হয়ে উঠছে। বিষয়টা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, আজকের সবচেয়ে আধুনিক যন্ত্রটিই আগামীকাল পূরানো হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া নতুন নতুন আবিষ্কার তো আছেই। টেলিভিশনের রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটির কথাই ধরো – আগামীতে এমন টেলিভিশন পাওয়া যাবে যেটা মুখের কথাতেই চলবে। শুনে অবাক হলে! কথা বলেই এখন ইনপুট দেওয়া সম্ভব। রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটি হয়তো এতে অচল হয়ে পড়বে। প্রযুক্তি খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। তোমরা যারা এখন সম্মত শ্রেণিতে পড়ছো তারা একটু উপরের শ্রেণিতে যেতে যেতেই এই যন্ত্রপাতির অনেকগুলোই যাদুঘরের সামগ্রীতে পরিণত হবে। তবুও বর্তমানে প্রচলিত যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। কারণ যন্ত্রপাতি পাল্টে গেলেও ইনপুট, স্টোরেজ, প্রসেসিং এবং আউটপুটের ধারণাটা কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে না।

কী বোর্ড (Keyboard): কম্পিউটারে ইনপুট দেওয়ার প্রধান (বহুল ব্যবহৃত) যন্ত্র হলো কী বোর্ড। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অধিকাংশ যন্ত্রে সাধারণত কী বোর্ডের মাধ্যমে ইনপুট দেওয়া হয়। এ সকল যন্ত্রকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে চাইলে যন্ত্রগুলোকে কিছু নির্দেশনা দিতে হয়। আমরা যখন কী বোর্ডের বোতাম চেপে যন্ত্রগুলোকে এ নির্দেশনাগুলো দেই। তখন যন্ত্রগুলো আমাদের চাওয়া অনুযায়ী কাজটি করে দেয়।

আজকের দিনের আধুনিক কম্পিউটার কী বোর্ডের ধারণা এসেছে টাইপরাইটার নামের এক ধরনের যন্ত্র থেকে। সাধারণত কী বোর্ডে বর্ণ, সংখ্যা বা বিশেষ কিছু চিহ্ন সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত থাকে। কম্পিউটারের কী বোর্ড টাইপ রাইটারের কী বোর্ডের মতো হলেও বিশেষ কাজের জন্য কিছু অতিরিক্ত কী থাকে। কী বোর্ড সাধারণত ইংরেজি ভাষায় হলেও অন্যান্য ভাষার কী বোর্ডও পাওয়া যায়। সম্মতি বাহ্যিক সরকার সকল মোবাইল ফোনের কী বোর্ডে বাহ্যিক লেআউট যুক্ত করার এক নির্দেশনা জারি করেছে।



কম্পিউটারের কী বোর্ড

মাউস (Mouse): তোমরা এর মধ্যে নিচয়ই মাউস নামের একটি যন্ত্র ব্যবহার করে ফেলেছো। এটি একটি জনপ্রিয় ইনপুট ডিভাইস। একে অনেকে পেরেন্টিং ডিভাইসও বলে থাকে। যারা প্রথম এটি তৈরি করেছে তাদের ধরণা ছিল এটি দেখতে ইদুরের মতো, তাই এর নাম দেয়া হয়েছে মাউস।

মাউসে সাধারণত দুটি বাটন ও একটি স্ক্রল চক্র (হুইল) থাকে। কম্পিউটারে ইনপুট দিতে এ বাটনগুলো বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান পৃষ্ঠবীতে অনেক ধরনের মাউস প্রচলিত আছে। সাধারণ ব্যবহারকারীগণ স্ট্যান্ডার্ড মাউস ব্যবহার করে।



মাউস

কম্পিউটারের মনিটরের পর্দায় মাউসের অবস্থান দেখানো হয় তীক্ষ্ণের ফলার মতো একটি পয়েন্টারের মাধ্যমে। মাউসটি নড়াচড়া করা হলে পয়েন্টারটি অবস্থান পরিবর্তন করে। মাউসের বাটন ক্লিক করে কম্পিউটারকে বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করা হয়। চিত্রাভিস্থিক অপারেটিং সিস্টেমে মাউসের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সাধারণত নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের চিহ্নের (আইকনের) উপর মাউসের বামদিকের বাটন একবার ক্লিক করলে প্রোগ্রামটি নির্বাচিত (সিলেক্ট) হয় এবং পরপর দ্রুত দুবার ক্লিক করলে প্রোগ্রামটি চালু হয়। স্ল্যার্গেটপ কম্পিউটারের টাচপ্যাড দিয়ে মাউসের কাজ সম্পাদন করা যায়।



মাইক্রোফোন

মাইক্রোফোন (Microphone) :

এটিও একটি ইনপুট যন্ত্র। আমাদের কথা, গান বা যে কোনো ধরনের শব্দ এর মাধ্যমে কম্পিউটারে প্রবেশ করানো যায়। বিশেষ করে ইন্টারনেটভিস্টিক যোগাযোগে কথা বলার ক্ষেত্রে এর অন্তর্ভুক্ত লক্ষ করা যায়। টেলিফোনে ব্যবহার করা হয় বলে এ যন্ত্রটির আবিষ্কার বেশ আগেই হয়েছে। তবে এখন এটাকে নিয়মিতভাবে

কম্পিউটারে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কথা বলা ছাড়াও ভয়েস রিকগনিশনের ক্ষেত্রে মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

দলগত কাজ

- এখানে উল্লেখ করা হয়নি এমন কতগুলো ডিভাইস যেগুলোর কী-বোর্ড আছে সেগুলোর নাম লিখে উপস্থাপন কর।
- প্রত্যেক দলের উপস্থাপনা থেকে একটি অভিন্ন তালিকা তৈরি কর।



নতুন শিখান্ম : স্ক্রল চক্র (হুইল), আইকন, ভয়েস রিকগনিশন, মাইক্রোফোন।

পাঠ ১ : ইনপুট ডিভাইস

ডিজিটাল ক্যামেরা (Digital Camera): আমাদের খুবই পরিচিত একটি যন্ত্র হচ্ছে ক্যামেরা। এসময়ে খুব জনপ্রিয় হলো ডিজিটাল ক্যামেরার প্রচলন অনেক আগে থেকে শুরু হলেও কম্পিউটারের ইনপুট যন্ত্র হিসেবে এর ব্যবহার শুরু হয়েছে অনেক পরে। প্রথম দিকে গবেষণার কাজে বিশেষ করে মহাকাশ গবেষণায় ডিজিটাল ক্যামেরা কম্পিউটারের ইনপুট যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে প্রায় সকল প্রকার ডিজিটাল ক্যামেরাই কম্পিউটারের ইনপুট যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ডিজিটাল ক্যামেরাটিকে ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করে ডিজিটাল ছবি কম্পিউটারে প্রবেশ করানো হয়।



ডিজিটাল ক্যামেরা



ওয়েব ক্যাম (Web Cam): ওয়েব ক্যাম বা ওয়েব ক্যামেরা ডিজিটাল ক্যামেরারই একটি বিশেষ রূপ। এটি হার্ডওয়্যার হিসেবে কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে। সাধারণত ল্যাপটপ কম্পিউটারে ওয়েব ক্যামেরা সংযুক্ত থাকে। ওয়েব ক্যামেরার মাধ্যমে খিল চিত্র বা ভিডিও চিত্র কম্পিউটারে ইনপুট হিসেবে প্রবেশ করানো যায়। ওয়েব ক্যামেরা ব্যবহার করে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কম্পিউটার ব্যবহারকারীরা নিজেদের মধ্যে সরাসরি ছবি বা ভিডিও আদান প্রদান করতে পারে। সামাজিক ওয়েব সাইটগুলোতে পারস্পরিক আলাপচারিতায় ওয়েব ক্যাম ব্যবহৃত হয়। ভিডিও কলকারেল বা ভিডিও ফোনে ওয়েব ক্যামের ব্যবহার সর্বাধিক। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে এ ক্যামেরার ব্যাপক ব্যবহারের কারণেই এর নাম হয়েছে ওয়েব ক্যাম।

ওয়েব ক্যাম বর্তমানে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্মার্টনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বাসা-বাড়িতে নিরাপত্তার প্রয়োজনে এ ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। এ ক্যামেরার সাথে সরাসরি কম্পিউটারের সাম্বোগ থাকে। ফলে এ ক্যামেরা সার্বক্ষণিক ভিডিও চিত্র কম্পিউটারে প্রেরণ করে এবং তা কম্পিউটারে সংস্করণ করে রাখা হয়। প্রযোজনে সে ভিডিওচিত্র দেখে অপরাধী শনাক্ত করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশেও অপরাধ দমনে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

স্ক্যানার (Scanner) : একসময় ফটোকপি মেশিনের সাহায্যে আমরা বিভিন্ন ডকুমেন্টের প্রতিলিপি (কপি) করতাম। কিন্তু এ প্রতিলিপি যতবার দরকার ততবারই মেশিন ব্যবহার করতে হতো। তথ্যটি সংরক্ষিত থাকত না। এ সমস্যাটির সমাধান যে যন্ত্রটি করে দিয়েছে তার নাম স্ক্যানার। যে কোনো প্রকার ছবি, মুদ্রিত বা হাতে লেখা কোনো ডকুমেন্ট অথবা কোনো বস্তুর ডিজিটাল প্রতিলিপি তৈরি করার যন্ত্রের নাম স্ক্যানার। এ ডিজিটাল প্রতিলিপি বিভিন্ন প্রকারের তথ্য ফাইল আকারে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা যায়।



স্ক্যানার

ওএমআর (OMR): ওএমআর এর পূর্ণরূপ হচ্ছে অপটিক্যাল মার্ক



ওএমআর বা অপটিক্যাল মার্ক রিডার

রিডার (Optical Mark Reader) এটিও একটি ইনপুট ডিভাইস। আলোর প্রতিফলন বিচার করে এটি বিভিন্ন ধরনের তথ্য বৃক্ষতে পারে। ওএমআরের কাজের ধরন অনেকটা স্ক্যানারের মতো। বিশেষভাবে তৈরি করা কিছু দাগ বা চিহ্ন ওএমআর পড়তে পারে।

বর্তমানে এটি অনেকের কাছেই খুব পরিচিত। বিশেষ করে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তরপত্র যাচাইয়ে এটির ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। সঠিক উত্তরের বৃত্তির অবস্থান কম্পিউটারকে আগে থেকেই জানিয়ে রাখা হয়। শিক্ষার্থীরা সঠিক বৃত্ত ভরাট করলে নম্বর পেয়ে যায়। অন্যথায় নম্বর পাওয়া যায় না। সঠিকটিসহ একের অধিক বৃত্ত ভরাট করলেও নম্বর পাওয়া যায় না। এর মাধ্যমে কম সময়ে অনেক উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা যায়। এছাড়া মূল্যায়নে ভুল বা পক্ষপাতিত্ব হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাই এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

দলগত কাজ

১. এখানে উল্লেখ করা হয়নি এমন কতগুলো ডিভাইস যেগুলোর ক্যামেরা আছে সেগুলোর নাম লিখে উপস্থাপন কর।



নতুন শিখলাম : ডিজিটাল ক্যামেরা, ওয়েব ক্যাম, ভিডিও কলফারেন্স, স্ক্যানার, ডিজিটাল প্রতিলিপি, OMR।

পাঠ ১০ : মেমোরি ও স্টোরেজ ডিভাইস

ষষ্ঠ প্রশিক্ষণে মেমোরি ও স্টোরেজ ডিভাইস সমূকে আমরা অনেক কিছু জেনেছি। এখন এগুলো সমূকে একটু বিস্তারিত জানব। আজকাল কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন ছাড়াও প্রায় সকল প্রকার প্রযুক্তি পথেই মেমোরি ও স্টোরেজ ডিভাইস ব্যবহার হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সকল পথেই মাইক্রোপ্রসেসর দ্বারা পরিচালিত হয়। এ মাইক্রোপ্রসেসরকে চালনা করার জন্য কিছু নির্দেশনা দিতে হয়। এ নির্দেশনাগুলো জয়া রাখার জন্য মেমোরি বা স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয়।

কম্পিউটার, আর্টফোন, গেম কনসোল বা এ ধরনের যাবতীর যন্ত্রপাতির কাজ করার ক্ষেত্রে মেমোরি (Memory) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেমোরি দুই প্রকার। প্রধান বা প্রাথমিক মেমোরি এবং সহায়ক মেমোরি। ক্ষেত্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট বা সিপিইউ ব্যবন তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে তখন প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো বা সফটওয়্যার প্রধান মেমোরিতে অবস্থান করে। প্রধান মেমোরির গতি অত্যন্ত বেশি হওয়ায় এটি সিপিইউর সাথে তাল মিলিয়ে দ্রুত কাজ করতে সক্ষম হয়।

সাধারণত প্রধান বা প্রাথমিক মেমোরি দুই ধরনের—একটি হচ্ছে র্যাম RAM বা Random Access Memory এবং অন্যটি রম ROM বা Read only Memory।

$$8 \text{ বিট} = 1 \text{ বাইট}$$

$$1024 \text{ বাইট} = 1 \text{ কিলোবাইট}$$

$$(1024 \times 1024) \text{ বাইট} = 1 \text{ মেগাবাইট}$$

$$(1024 \times 1024 \times 1024) \text{ বাইট} = 1 \text{ গিগাবাইট}$$

$$(1024 \times 1024 \times 1024 \times 1024) \text{ বাইট} = 1 \text{ টেরাবাইট}$$

প্রধান বা সহায়ক মেমোরির ক্ষমতা দুইভাবে প্রকাশ করা হয়। একটি হচ্ছে গতি যা হার্টজ (Hz) এবং অন্যটি হলো ধারণ ক্ষমতা যা বাইট (Byte) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এক বাইট সমান ৮ বিট, ১০২৪ বাইট যেহেতু

১০০০ এর খুব কাছাকাছি সেজন্যে একে এক কিলোবাইট বলা হয়।

র্যাম (RAM) : আইসিটি পথে তথা কম্পিউটার বা আর্টফোনের মাদারবোর্ডের সাথে র্যাম সংযুক্ত থাকে।

প্রসেসর প্রাথমিকভাবে র্যামে প্রয়োজনীয় তথ্য জয়া করে। প্রসেসর র্যাম থেকে তথ্য নিয়ে তথ্য প্রক্রিয়াজ্ঞাত করে। প্রসেসর র্যামের যে কোনো জায়গা থেকে সরাসরি তথ্য সংযোগ করে বলে একে Random Access Memory বা সংকেতে RAM বলা হয়। এখনকার দিনে প্রসেসরের ক্ষমতা যেমন বেড়েছে তেমনি সফটওয়্যারগুলো অনেক কার্যকর এবং ছাঁচিল হয়েছে তাই এগুলোকে মেমোরির অনেক বড় অংশ ব্যবহার করতে হয়। সেজন্যে এখনকার

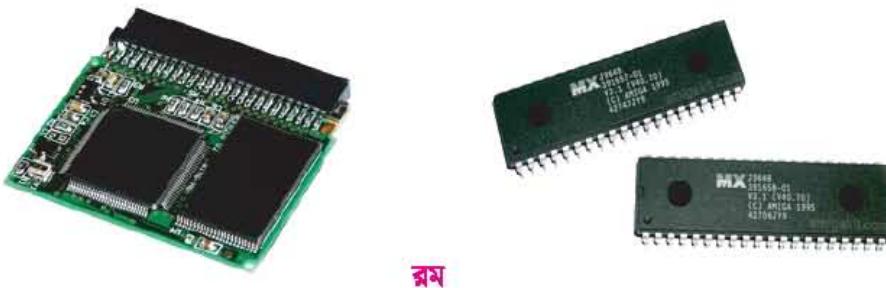


নামা ধরনের র্যাম

কম্পিউটারগুলোর জন্য কমপক্ষে ২ গিগা বাইট বা তার চেয়ে বেশি মেমোরি দরকার হয়। প্রসেসরের গতির সাথে পাছা দিয়ে রায়মের গতিও এখন অনেক।

এখানে একটি বিষয় তোমাদের জানা থাকা একাত্ত প্রয়োজন— রায়মে—তথ্য থাকা না থাকা বিদ্যুৎ প্রবাহের উপর নির্ভরশীল। বিদ্যুৎ প্রবাহ বল্ব করে দিলে এর সমস্ত তথ্য মুছে যায়। অর্থাৎ কম্পিউটার চালু করলেই রায়ম প্রয়োজনীয় তথ্য সহরক্ষণ করতে থাকে। আবার কম্পিউটার বল্ব করলে রায়ম তথ্য—শুধু হয়ে যায়।

রম (ROM) : ROM বা Read Only Memory মাদারবোর্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে। আইসিটি যন্ত্রপাতি বা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সচল রাখার জন্য কিছু নির্দেশনা প্রয়োজন হয়। এ নির্দেশনাগুলো ছাড়া কম্পিউটার চালু করা যায় না। তাই রম এ নির্দেশনাগুলো স্থায়ীভাবে সংস্কৃত থাকে। বিদ্যুৎ থাকা না



রম

থাকার উপর এই মেমোরি নির্ভর করে না। ব্যবহারকারীও বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া এটি মুছে ফেলতে পারে না। এ মেমোরি শুধু পাঠ করা যায় বলে একে ROM বা Read only Memory বলে। যেহেতু বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া এর তথ্য সংযোজন বা বিয়োজন করা যাব না তাই একে স্থায়ী মেমোরি বলে।

দলগত কাজ

রায়ম ও রম নামে দুটো দল গঠন করে কম্পিউটারের কেত্রে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে বিতর্ক কর।

নতুন শিখান : মাইক্রোপ্রসেসর, বাইট, বিট।

পাঠ ১১ : মেমোরি ও স্টোরেজ ডিভাইস

হার্ডডিস্ক (Hard Disk) : তোমরা যারা কম্পিউটার ব্যবহার করেছ তারা নিচয়ই হার্ডডিস্কের কথাও জেনে গেছে। কম্পিউটারে খোলা ফাইল হার্ডডিস্কে জমা করে রাখা হয়। এটি আসলে তথ্য সংরক্ষণের প্রধান যন্ত্র। IBM কোম্পানী ১৯৫৬ সালে মেইনফ্রেম ও মিনি কম্পিউটারে ডাটা সংরক্ষণের জন্য প্রথম হার্ডডিস্কের ব্যবহার করে। আইসিটি যন্ত্রগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এদের তথ্য সংরক্ষণের ক্ষমতা। আজকের কম্পিউটারগুলোতে সাধারণত ৫০০ গিগাবাইট থেকে ৪ টেরাবাইট তথ্য



হার্ডডিস্ক

ধারণক্ষমতার হার্ডডিস্ক লাগানো থাকে। এমনকি সাধারণ মোবাইল ফোনের তথ্য ধারণ ক্ষমতাও গিগাবাইটে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু তোমরা শুনলে অবাক হবে ১৯৮০ সালে ১ গিগাবাইট তথ্য ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন হার্ডডিস্কের আকার হিল একটি বড়সর রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজের সমান। আর এর দামও হিল অনেক! প্রতি মেগাবাইটের জন্য পনের হাজার ডলার বা বার লাখ টাকা খরচ করতে হতো। মনে হচ্ছে গালগাল। কিন্তু এটাই বাস্তব! এখনকার হার্ডডিস্কগুলো প্রায় হাতের মুঠোয় এটে থার।

সাধারণত হার্ডডিস্কে কতগুলো চাকতি থাকে যাদের প্লটার বলা হয়। প্লটারগুলো অ্যালুমিনিয়াম এলয় বা কাচ বা সিরামিকের চাকতির উপর পাতলা চুম্বকীয় পদার্থের আস্তরণ দিয়ে তৈরি হয়। এই চুম্বকীয় পদার্থের উপরই তথ্য সংরক্ষিত থাকে। হার্ডডিস্ক চালু হলে এই প্লটারগুলো সুরক্ষিত থাকে। সৃণায়মান চাকতিগুলোর সহিতে হার্ডডিস্কের সেখা/পড়া (Write/Read) হেডটি এগে সে প্লটারে তথ্য সংরক্ষণ অথবা তথ্য পড়ে আমাদের প্রদর্শন করে।

তথ্য ধারণক্ষমতার কারণে হার্ডডিস্ক অত্যন্ত জনপ্রিয়। এটি দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি কম্পিউটারের সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। অন্যটি আলাদাভাবে থাকে। একে এক্সটারন্যাল হার্ডডিস্ক বলে। এটি USB পোর্টের মাধ্যমে যেকোনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপের সাথে সংযোগ দিয়ে কাজ করা যায়। ফলে বিপুল পরিমাণ তথ্য এক স্থান থেকে অন্যত্র নিতে এখন আর সম্ভুর্ণ কম্পিউটারটি না নিয়ে শুধু এক্সটারনেল হার্ডডিস্কটি নিয়ে গেলেই হয়।

সিডি/ডিভিডি (CD/DVD) : সিডি বা ডিভিডি তোমাদের অত্যন্ত পরিচিত। সবাই এগুলো দেখেছে। এর সাহায্যে কীভাবে রংধনু দেখা যায় তা তোমরা বষ্টি শ্রেণিতে পড়েছ। সিডি বা ডিভিডির নিচের দিকে একটি পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের পাত থাকে যা দু'পাশে পলিকার্বনেট প্রাস্টিক দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। সিডি বা ডিভিডিতে তথ্য রাখা বা পাঠ করতে লেজার রশ্মি ব্যবহার করা হয়। সিডি বা ডিভিডি ড্রাইভের হেড আসলে লেজার বিম তৈরি করার যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এ লেজার বিম অ্যালুমিনিয়ামের পাতে তথ্য সংরক্ষণ করে। পরে আবার যখন তথ্য ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় তখন সে তথ্য লেজার বিম পড়তে

পাই। সিডি বা ডিভিডি বর্তমানে ব্যাপক জনপ্রিয়। এগুলোর জনপ্রিয়তার কারণ : (১) তথ্য ধারণ ক্ষমতা অনেক (২) সহজে বহন করা যায় (৩) স্থানিক বেশি (৪) তুলনামূলক মূল্য অনেক কম (৫) ব্যবহার অভ্যন্ত সহজ। তথ্য ধারণক্ষমতার দিক দিয়ে সিডির তুলনায় ডিভিডি অনেক ক্ষমতাশালী। বর্তমানে ব্রু-রে নামে এক ধরনের ডিভিডি ডিস্ক পাওয়া যায় তথ্য ধারণক্ষমতা সাধারণ ডিভিডির চেয়ে অনেক বেশি।



ডিভিডি ও সিডি, মেধাতে একই মাঝের

ফ্ল্যাশ ছাইত ও মেমোরি কার্ড (Flash Drive & Memory Card)

বাইর কম্পিউটার ব্যবহার করে তাদের কম্পিউটারের অনেক তথ্য এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে নিতে হয়। সেটা সবচেয়ে সহজে করা যায় লেটওয়ার্ক ব্যবহার করে। মেধানে লেটওয়ার্ক নেই সেখানে তথ্য নিতে হলে কোনো এক ধরনের স্টোরেজ ডিভাইস ব্যবহার করতে হয়। যে স্টোরেজ ডিভাইসটি সবচেয়ে সহজে বহন করা যায় স্টোরের নাম পেনড্রাইভ কিংবা ফ্ল্যাশ ছাইত। নাম শুনেই বুঝতে পারছ এটা পেন বা কলমের মতো ছোট এবং পকেটে করে নেয়া যায়।



পেন ছাইত

২০০০ সালের দিকে যখন এগুলো বাজারে আসে তখন ৩২ মেগাবাইট তথ্য ধারণ করতে পারতো। এখন ৩২ মিগাবাইটের পেনড্রাইভ সহজেই পাওয়া যায়। মূল্যও আগের তুলনায় এখন হাতের নাগালে। এটি সিডি-ডিভিডির তুলনায় টেক্নেজ বেশি দিন। তাই ব্যবহারকারীদের কাছে এর জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন ধরনের সুস্পর্শ ডিজাইনের পেনড্রাইভ বাজারে পাওয়া যায়।

ফ্ল্যাশ ছাইত বা পেনড্রাইভ ছাড়াও বর্তমানে তথ্য সঞ্চয়ক্ষণের জন্য এক ধরনের মাইক্রোচিপ সংযুক্ত কার্ড ব্যবহার করা হয়। এগুলোর নাম মেমোরি কার্ড। মেমোরি কার্ডেও অনেক তথ্য সঞ্চয় করা যায়। তবে এটি সরাসরি সংযোগ দেওয়া যায় না। এর জন্য নির্ধারিত স্টুট থ্রোজন হয় অথবা কার্ড রিডার ব্যবহার করতে হয়। মেমোরি কার্ড নাম আকৃতি ও বিভিন্ন ক্ষমতার হতে পাই। তোমাদের অভ্যন্ত প্রিয় এমপিএসি (mp3) বা এমপিএক্সি (mp4) প্রেরার এবং পেমসু খেলার যন্ত্রগুলো ছাড়াও সকল ধরনের ডিজিটাল ক্যামেরা, মোবাইল ফোন বা আর্টফোনে এগুলোর ব্যাপক ব্যবহার করা যায়।

সংযোগ কার্ড

তথ্য সঞ্চয়ক্ষণের জন্য সিডি, ডিভিডি, পেনড্রাইভ অথবা মেমোরি কার্ডের মধ্যে কোনটিকে বেশি উপযোগী মনে কর ? মুক্তিসহ বর্ণনা কর।

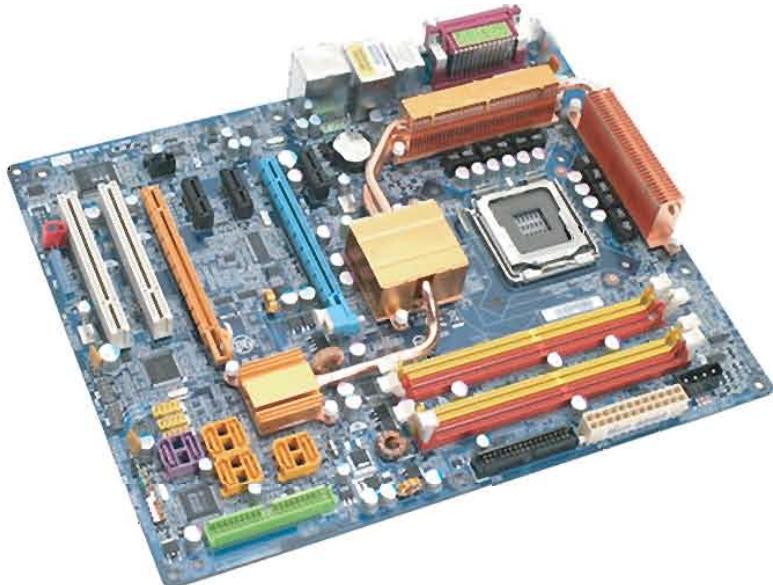


বক্তুন পিছনার : সিলিবাইট, টেরাবাইট, অ্যালগুরিমিয়াম এলসি, সিরামিক, পলিকার্বনেট, সেজার রশি।

পাঠ ১২ ও ১৩ : মাদারবোর্ড

মাদারবোর্ড তোমদের অভ্যন্তর পরিচিত শব্দ। ইতোমধ্যে মাদারবোর্ডের ছবিও দেখে ফেলেছ। তবু মাদারবোর্ড সম্পর্কে আরো জানা প্রয়োজন। যে কোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্র তোমরা যদি খুলে দেখ তাহলে একটা বোর্ড সবার নজরে পড়বে। এ বোর্ডটি আসলে একটি প্রিলেট সার্কিট বোর্ড। এ বোর্ডে প্রায় সকল প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সহযোগ দেওয়া থাকে। এ বোর্ড যন্ত্রাংশগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ছাড়াও বিদ্যুৎ প্রবাহ বজায় রাখে। এ ধরনের বোর্ড আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে তার দিয়ে যন্ত্রাংশগুলোকে সহযোগ দেওয়া প্রয়োজন হতো। সে এক দেখবার মতো বিষয় ছিল।

কম্পিউটারের এই মাদার বোর্ড- মেইনবোর্ড, সিস্টেম বোর্ড আবার স্টিল জবসের অ্যাপেল কম্পিউটারের



মাদারবোর্ড

ক্ষেত্রে লজিক বোর্ড নামেও পরিচিত। যে নামেই ডাকা হোক না কেন, এটা হচ্ছে কম্পিউটারের প্রসেসরের সাথে অন্যান্য ইনপুট, মেমোরি, আউটপুট বা স্টোরেজ ডিভাইসসহ সকল যন্ত্রপাতির সহযোগ রক্ষার বোর্ড।

একসময় মাদারবোর্ডে প্রসেসর বা সিপিইউ সকেট ছাড়াও ভিডিও কার্ড, সাউন্ড কার্ড, র্যাম ইত্যাদি জাগানোর স্লট বা সকেট অবশ্যই দেখা যেতো। তবে ইন্দোনীশ কালের মাদারবোর্ডে র্যাম ছাড়া অন্যান্য কার্ড (Built in) স্থায়ীভাবে সংযোজিত অবস্থায় থাকে। এতে করে কম্পিউটারের নির্মাণ ব্যয় অনেক কমে গেছে। তাছাড়া প্রসেসরের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে অনেক যন্ত্রাংশের কাজ প্রসেসর নিজেই করে থাকে।

মাদারবোর্ডের অত্যাবশ্যকীয় অংশ হচ্ছে সহায়ক চিপসেট (Chipset) যা সিপিইউ-এর সাথে অন্যান্য যন্ত্রপাতির কার্যক্রম সমন্বয় করে থাকে। মাদারবোর্ডের কাজ করার ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য এ চিপসেটের উপরই নির্ভর করে। অর্থাৎ মাদারবোর্ডটি কোন ধরনের প্রসেসর ব্যবহার উপযোগী তা এ চিপসেটের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়।

একটি আধুনিক মাদারবোর্ডে অন্যান্য যন্ত্রাংশের সাথে সাধারণত যা যা থাকে সেগুলো হলো :

১. মাইক্রোপ্রসেসর বা সিপিইউ সকেট
২. র্যাম স্লট
৩. চিপসেট
৪. রম
৫. ক্লক জেনারেটর
৬. এক্সপানশন স্লট এবং
৭. পাওয়ার সংযোগ স্লট।

এছাড়াও বর্তমানে মাদারবোর্ডের সাথে ইউএসবি (USB) পোর্ট, নেটওয়ার্কিং কার্ড ও পোর্ট ইত্যাদিও সংযোজিত অবস্থায় থাকে।

দলগত কাজ

একটি পুরনো নষ্ট কম্পিউটার খুলে মাদার বোর্ডটি সক্ষ কর এবং এঁকে এর বিভিন্ন অংশগুলো চিহ্নিত কর।

*কমপক্ষে একটি শ্রেণি কার্যক্রম এ কাজের জন্য বরাদ্দ করতে হবে।

 **নতুন শিখলাম :** প্রিলেটড সার্কিট বোর্ড, Built in, Chipset, র্যাম স্লট, ক্লক জেনারেটর, এক্সপানশন স্লট, নেটওয়ার্কিং কার্ড।

পাঠ ১৪ : প্রসেসর

তোমাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কোনটি- প্রায় সবাই বলবে মস্তিষ্ক। কারণ আমাদের মস্তিষ্কের নির্দেশেই অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করে থাকে। তেমনি কম্পিউটার, মোবাইল ফোন বা এ ধরনের আইসিটি ডিভাইসগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্রসেসর। একে সিপিইউ (CPU-Central Processing Unit) বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশও বলা হয়। এখনকার দিনে গাড়ি, ক্যামেরা, মোবাইল ফোন, গেম কনসোল, টেলিভিশনসহ সব ধরনের হাইটেক যন্ত্রপাতিই প্রসেসর নিয়ন্ত্রিত।

আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি হলো এ প্রসেসর। আবিকার হওয়ার পর থেকে এর উন্নয়ন হয়েছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। বলা যায় অকল্পনীয় গতিতে। মজার ব্যাপার হলো প্রসেসরের উন্নয়নে প্রসেসরেরই সাহায্য নেওয়া হয়। তাই বলা যায় প্রসেসর নিজেই নিজেকে প্রতিনিয়ত উন্নত করে গড়ে তুলছে।

অসংখ্য ইলিটগ্রেটেড সার্কিট (IC) দিয়ে প্রসেসর তৈরি হয়। আইসিগুলো তৈরি হয় ট্রানজিস্টর দিয়ে। এগুলো সব একটি ক্ষুদ্র চিপ (Chip) এর মধ্যে থাকে। প্রসেসরে আইসির সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বাঢ়লেও চিপ-এর আকার ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে আসছে। আকার ছোট হলেও এর কাজ করার ক্ষমতা বেড়েই চলেছে। কম্পিউটারের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকরণের কাজ সিপিইউ-এর মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সফটওয়্যারের নির্দেশ বোঝা এবং সে অনুযায়ী তথ্য প্রক্রিয়া করা এর কাজ। অর্থাৎ ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের কাজটি সিপিইউ বা প্রসেসর নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এক কথায় কম্পিউটার-সংশ্লিষ্ট সকল যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যারের নির্দেশনার মধ্যে সমন্বয় করে কাজ সমাধা করে প্রসেসর। তিনটি অংশের সমষ্টিয়ে প্রসেসর গঠিত হয়।

১. গাণিতিক যুক্তি ইউনিট (Arithmetic and Logic Unit) : এ অংশে গাণিতিক ও যৌক্তিক সিদ্ধান্তমূলক কাজ সংগঠিত হয়।

২. নিয়ন্ত্রক অংশ (Control Unit) : এ অংশের মাধ্যমে সকল কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ কোন নির্দেশের পর কোন নির্দেশ পালিত হবে তা নির্ধারিত হয় এ অংশ। এবং

৩. রেজিস্টার স্মৃতি (Register Memory) : এটি ছোট আকারের অত্যন্ত দ্রুতগতির অস্থায়ী মেমোরি বা স্মৃতি। এ স্মৃতি থেকে তথ্য নিয়ে দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়।

আমরা জানি বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭১ সালেই ইঞ্টেল প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর উদ্ভাবন করে। যার নাম দেওয়া হয়েছিল ৪০০৪। এটির উদ্ভাবক ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেড হফ, স্ট্যান মেজের, ফেডরিকো ফ্যাগিন এবং জাপানের মাসাতোশি শিমা।

তোমরা আগেই জেনেছ জ্ঞেনের পর থেকেই প্রসেসরের ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টি তোমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। ৪০০৪ মাইক্রোপ্রসেসরের সংখ্যা ছিল ২৩০০টি আর বর্তমানের কোর আই সেভেন প্রসেসরের ট্রানজিস্টরের সংখ্যা ২২৭,০০,০০,০০০টি। ভবিষ্যতের কথা কল্পনা কর !

পৃথিবীর নানা জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ যে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে-আদেশ-নির্দেশ দেয় তার সবই কম্পিউটার ঠিক ঠিক পাশে করে। কিন্তু কীভাবে সবার ভাষা কিংবা নির্দেশ কম্পিউটার বুঝে ফেলে?— এই প্রশ্নটির উত্তর জ্ঞানার জন্য নিচেরই তোমাদের মন আঁকুণ্ডাকু করছে। এর সহজ উত্তর হচ্ছে কম্পিউটার তথা প্রসেসর আসলে কানও ভাষাই বোঝে না। সে তার নিজের ভাষাই শুধু বোঝে। কম্পিউটারের ভাষায় কেবলমাত্র দুটো অক্ষর ‘০’ এবং ‘১’। ‘০’ মানে হচ্ছে ০ থেকে ২ তোল্ট বিদ্যুৎ আর ‘১’ মানে হচ্ছে ৩ থেকে ৫ তোল্ট বিদ্যুৎ। এ ভাষার নাম মেশিন ভাষা (Machine Language)। ধর তুমি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পার কিন্তু বাংলা ও ইংরেজি না জানা ফ্রাসী ভদ্রলোকের সাথে কথা বলতে চাও— একেত্রে একজন দোতাবীর সাহায্য নিয়ে কথা বলতে হবে। তেমনি প্রসেসরকে আমাদের ভাষা বোঝাতে অনুবাদক প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয়।



প্রসেসর

আমাদের তথা পৃথিবীর তাবৎ ভাষার প্রতিটি অক্ষর ও প্রতীকের জন্য মেশিন ভাষার নির্দিষ্ট কোড রয়েছে। অনুবাদক প্রোগ্রাম আমাদের ভাষাকে প্রসেসর বা মেশিনের বৈধগত্য কোডে রূপান্তর করে। নানা ধরনের কোড রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ASCII (American Standard Code for Information Interchange) কোডের কথা উল্লেখ করা যায়। ASCII কোড ৮ বিটের কোড। এ কোড অন্যান্য

A = ০১০০০০০১

B = ০১০০০০১০

? = ০০১১১১১১

, = ০০১০১১০০

ইত্যাদি। বর্তমানে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কোড হলো Unicode। তোমরা যখন প্রোগ্রামার হবে তখন অনেক ভাষার সাথে মেশিনের ভাষাও তোমাদের জ্ঞান হয়ে যাবে।

দলগত কাজ

প্রসেসরের ভাষা ও মানুষের ভাষার মধ্যে পর্যক্ষ নির্দেশ কর।



নতুন শিখলাম : IC, Chip, Arithmetic and Logic Unit, Control Unit, Register Memory, ASCII কোড, Unicode.

পাঠ ১৫ : ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস

সাউন্ড কার্ড (Sound Card) : আজকের দিনের আইসিটি যন্ত্রগুলোতে যে বজ্জটি অবশ্যই থাকে তা হলো সাউন্ড কার্ড। এটি একই সাথে ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস হিসাবে কাজ করে। এটি সাধারণত সফটওয়্যার দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়।

বেশিরভাগ সাউন্ড কার্ড ডিজিটাল উপাদানকে এনালগ শব্দে রূপান্তর করে। আউটপুট সিগন্যালগুলোকে একটি অ্যাম্পিফিকারের সাথে যুক্ত করে হেডফোন বা স্পিকারের সাহায্যে শব্দ শোনা যায়। প্রায় সব সাউন্ড কার্ডই ইনপুট দেওয়ার কানেক্টর এবং আউটপুট দেওয়ার কানেক্টর থাকে। বাইরে থেকে



সাউন্ড কার্ড (মোজার্ট ১৬)

মাইক্রোফোন বা অন্যকোনো ইনপুট দেওয়ার যত্নে ইনপুট দিলে সাউন্ড কার্ড তা প্রসেসরে পাঠায় এবং প্রসেসর সেই ইনপুটকে প্রক্রিয়া করে আবার সাউন্ড কার্ডে পাঠায়, সেখান থেকে আউটপুট অঙ্গের মাধ্যমে হেডফোন বা স্পিকারে আমরা শব্দ শুনতে পাই।

ইদানীঁ কালে বেশিরভাগ সাউন্ড কার্ডই মাদারবোর্ডে সংযুক্ত (Built in) অবস্থায় থাকে। আলাদা করে সাউন্ড কার্ড লাগাতে হয় না। সাউন্ড কার্ডের মাধ্যমেই মাল্টিমিডিয়া পূর্ণতা পায়। গান শোনা, চলচ্চিত্র উপভোগ করা ছাড়াও সব পেমস্ আমরা শব্দসহ উপভোগ করি সাউন্ড কার্ডের কারণেই। তবে প্রফেশনাল কাজে ব্যবহৃত সাউন্ড কার্ড সাধারণত আলাদা করে মাদারবোর্ডে লাগাতে হয়।

গ্রাফিক্স কার্ড (Graphics Card) : তোমরা যখন কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন ব্যবহার কর তখন পর্দায় ছবি দেখেই নানা নির্দেশনা দিয়ে থাক। এখন পশ্চ হলো এ ছবি পর্দায় দেখা যায় কীভাবে? আসলে কাজটি করে থাকে গ্রাফিক্স কার্ড। এটিকে অনেক সময় ভিডিও কার্ড, ডিসপ্লে কার্ড বা গ্রাফিক্স এডাপ্টার নামে ডাকা হয়।

মাদারবোর্ডে এই কার্ড লাগানোর জন্য আলাদা স্লট বা সকেট থাকে। বর্তমানে বেশিরভাগ মাদারবোর্ডেই এ কার্ড সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। আর অত্যধূমিক প্রসেসরগুলোতে এ ভিডিও বা ডিসপ্লে চিপ সংযুক্ত থাকে বা অন্য কথায় প্রসেসরগুলো কোনো কার্ড ছাড়াই আমাদের ছবি প্রদর্শন করতে পারে।

সব গ্রাফিক্স কার্ডই আমাদের ডিম্যাট্রিক (ডডি) ছবি দেখাতে পারে। তবে বর্তমানে ত্রিম্যাট্রিক (তডি) ছবি দেখাতে সক্ষম গ্রাফিক্স কার্ডও পাওয়া যায়। অবশ্য ত্রিম্যাট্রিক ছবি দেখাতে হলে আমাদের ত্রিম্যাট্রিক ছবি দেখাতে সক্ষম মনিটর প্রয়োজ্জন হবে। গ্রাফিক্স কার্ডের এ উন্নতির ফলে আজকের দিনে আমরা একেবারে জীবন্ত ও বাস্তব ছবি দেখাতে পারছি।



গ্রাফিক্স কার্ড

সাউন্ড কার্ডের মতো গ্রাফিক্স কার্ডও ইনপুট ও আউটপুট কানেক্টর থাকে। এছাড়াও গ্রাফিক্স কার্ড পেমস্ খেলার জন্য আলাদা পোর্ট থাকে। ফলে সহজেই গেমস্ খেলার জন্য জয়লিটিকস্ বা অন্যান্য বন্ধ সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়।

দলগত কার্ড

সাউন্ড কার্ড ও গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া আর কী ধরনের আউটপুট কার্ড হলে তোমাদের জন্য সুবিধা হয়? দলে আলোচনা করে উপস্থাপন কর।



নথ্য শিখলাম : এনালগ, অ্যাম্প্লিফায়ার, এডিপ্টার, ডিম্যাট্রিক, ত্রিম্যাট্রিক।

পাঠ ১৬ ও ১৭ : ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস

মনিটর (Monitor) : মনিটর মূলত একটি আউটপুট ডিভাইস। এখন এমন মনিটরও পাওয়া যায় যা একইসাথে ইনপুট ডিভাইস হিসাবেও কাজ করতে পারে। তোমরা নিচয়ই বুঝে গেছ এখানে টাচস্ক্রিন মনিটরের কথা বলা হচ্ছে। আজকাল টাচস্ক্রিনসহ মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট কম্পিউটার, ল্যাপটপ কিংবা সাধারণ মনিটর সবধানেই পাওয়া যায়। তোমাদের অনেকেই হয়তো এরমধ্যে এসব ব্যবহারও করে ফেলেছে।



সিআরটি মনিটর, এলসিডি মনিটর ও এলইডি মনিটর

আমাদের বাসার টেলিভিশনের সাথে মনিটরের তেমন পার্থক্য নেই। নানা আকৃতির মনিটর পাওয়া যায়। মনিটরের কর্ণের দৈর্ঘ্যকে মনিটরের সাইজ হিসেবে ধরা হয়। আগে সিআরটি বা ক্যাথোড রে টিউব মনিটরই সবাই ব্যবহার করত। এখন পাতলা এলসিডি (লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে) বা এলইডি (লাইট ইমিটিং ডায়োড) পর্দার মনিটর ব্যবহৃত হয়। এগুলো হালকা পাতলা। দেখতে আকর্ষণীয় এবং বিন্দুৎ খরচ সিআরটি মনিটরের তুলনায় অনেক কম।

প্রিন্টার (Printer) : মনিটরের পর যে আউটপুট যন্ত্রটি আমাদের বেশি প্রয়োজন হয় তা হচ্ছে প্রিন্টার। কম্পিউটারে প্রসেসিং করার পর এর আউটপুট কাগজে ছাপানোর জন্য আমাদের প্রিন্টার ব্যবহার করতে হয়। ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবিও আমরা প্রিন্টারে প্রিন্ট করে থাকি। সাধারণত তিনি ধরনের প্রিন্টার পাওয়া যায়।

ক. ডট যাট্রিক্স প্রিন্টার : এটি প্রথম দিকের প্রিন্টার। ছাপার ব্যয় অনেক কম সেজন্য এ প্রিন্টারটি এখনও অত্যন্ত জনপ্রিয়। তবে এটি দিয়ে নির্ধুত ছাপার কাজ করা যায় না। তাছাড়া এটির ছাপার গতি অনেক ধীর।



ডট যাট্রিক্স প্রিন্টার

৪. ইজেজেট প্রিন্টার : স্বল্পদায়ি প্রিন্টার হিসেবে এটি বহুল ব্যবহৃত। সাধারণত ব্যক্তিগত কাজে ইজেজেট প্রিন্টার বেশি ব্যবহার করা হয়। এটিতে তরল কালি ব্যবহৃত হয়। এটি দিয়ে নির্খুঁত ছাপার কাজ করা যায়। বিশেষ করে ছবি প্রিন্ট করার কাজে ইজেজেট প্রিন্টারের ব্যবহার অধিক। তবে এর ছাপার ব্যয় তুলনামূলক বেশি।

৫. লেজার প্রিন্টার : নাম দেখে নিচয়ই বুঝে



ইজেজেট প্রিন্টার

ফেলেছ এর সাথে লেজারের সম্পর্ক রয়েছে। এ ধরনের প্রিন্টারে লেজার রশ্মির সাহায্যে কাগজে লেখা ছাপা হয়। লেজার প্রিন্টারের ছাপার গতি ও মান অত্যন্ত উন্নত ও নির্খুঁত। সাধারণ ছাপা এবং ছবি প্রিন্ট উভয় ধরনের কাজেই এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। একসময় ব্যয়বহুল ধাকলেও প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে এটি এখন অনেক ব্যয়-সাধয়ী।

এছাড়াও প্রিন্টারও একটি ছাপার যন্ত্র। আর্কিটেকচারাল নকশা, মানচিত্র বা গ্রাফের নির্খুঁত ও অনেক বড় কাগজে প্রিন্ট করার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়।



লেজার প্রিন্টার

দলগত কাজ

তোমাদের বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য কোন ধরনের প্রিন্টার উপযুক্ত, দলে আলোচনা করে যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।



নতুন শিখলাম : সিজারটি বা কেথেড ব্রে টিউব, লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্রে, সাইট ইমিটিং ভায়োড, আর্কিটেকচারাল নকশা।

পাঠ ১৮ : আউটপুট ডিভাইস

সিলেক্টর : কোর্সা সবাই নিচয়েই গাল শুনতে অনেক পছন্দ করে। গাল শোনার বহুগুলোর সাথে যা অবশ্যই সহজে থাকে তাই হলো সিলেক্টর। সিলেক্টর আমাদের সব খরচের শব্দ শোনতে পারে। এটি একটি আউটপুট ডিভাইস। মাল্টিমিডিয়া কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ বজ্র হলো সিলেক্টর। সিলেক্টর কম্পিউটারের ডিফল্টে স্থাপিত অবস্থার থাকতে পারে আবার বাইরে আপানো থার্ম। তালো মানের শব্দ শোনে হলো আমাদের তালো সিলেক্টর ব্যবহার করতে হব। সাউন্ড কার্ড বা রিসিভার থেকে সৃষ্টি বৈদ্যুতিক ডরঙাকে প্রক্ষেপণ পদ্ধতিগতে বৃপ্তভাবিত করা সিলেক্টর কাজ।



সিলেক্টর



হেডফোন

হেডফোন : হেডফোন হলো কানের কাছাকাছি নিয়ে শব্দ শোনার বজ্র। একে অনেকে এয়ারফোন বা হেডেসেট নামেও ডেকে থাকে। এটিও আউটপুট ডিভাইস। সাধারণত মোবাইল ফোন, সিডি/ডিভিডি প্রেয়ার, এমপি-এমপিফোন প্রেয়ার, ল্যাপটপ বা পার্সোনাল কম্পিউটারের সাথে ব্যবহার করা হয়। একাবী ব্যবহার করা হয় বলে এতে অনেকে বিজ্ঞ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে হেডফোনের বজ্র ব্যবহার বিশেষ করে উচ্চশব্দে বাজানো থেকে বিরত থাকা উচিত। অন্যথার আমাদের শব্দ ইন্সেবের মাঝাম্বক কঢ়ি হতে পারে।

বর্তমানে তারবিহীন হেডফোন অনেকেই ব্যবহার করে। এগুলো ব্লুটুথ বা ওয়াইফাই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের শব্দ শোনায়।

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর : মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর হলো একটি ইলেক্ট্রো অপটিক্যাল বজ্র। এর সাহায্যে কম্পিউটার বা অন্য কোনো ডিভিউ ডিস্প্লে থেকে নেওয়া চেটা ইমেজে বৃপ্তভর করা যায়। এ ইমেজে দেশ পদ্ধতির সাধ্যমে বহুগুলো বিবর্ধিত করে দ্রুবভূতি দেরালে বা জিনে কেবল উচ্চল ইমেজ তৈরি করে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর। আধুনিক প্রজেক্টরগুলো মিমাত্সিক ইমেজও তৈরি করতে সক্ষম।

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সাধারণত প্রজেক্টরের কাজে ব্যবহার করা হয়। এগুলো স্লাইচ প্রজেক্টর এবং ততোদ্দুষ্ট প্রজেক্টরের আধুনিক রূপ। এটি ডিজিটাল ইমেজকে যে কোনো সমতলে বেয়ন- দেয়াল বা

ডেমেকর উপর বড় করে ফেলতে সক্ষম। বিশাল সভাকক্ষে ব্যবহারের জন্য এর উজ্জ্বল্য এক হাজার থেকে চার হাজার লুমেনের হতে হয়। এটি ল্যাম্পের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

এলসিডি প্রজেক্টরগুলোর ল্যাম্প সাধারণত চার হাজার ঘণ্টা ব্যবহারের পর পরিবর্তন করতে হয়। আরেক ধরনের প্রজেক্টর রয়েছে যা এলইডি প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এগুলোর

ল্যাম্প বিশ হাজার ঘণ্টা কাজ করতে পারে। তবে এগুলোর মূল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। কম্পিউটার বা অন্য কোনো উৎস যেমন : টেলিভিশন, সিডি/ডিভিডি প্লেয়ার ইত্যাদি থেকে ইমেজ নিয়ে তা এলসিডিতে সরবরাহ করে। এরপর ইমেজটি একটি লেন্সের মাধ্যমে সমতল পৃষ্ঠের ওপর ফেলা হয়। এজন্য বড় কোনো আসবাবের প্রয়োজন পড়ে না। এলসিডি বা এলইডি প্রজেক্টর আকারে ছোট বলে খুব সহজেই বহনযোগ্য। বর্তমানে পকেট প্রজেক্টর পাওয়া যায় যা কম্পিউটার, ট্যাবলেট পিসি বা মোবাইল ফোন থেকে ব্যবহারের সুবিধা দেয়।



মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর

দলগত কাজ

যে ডিভাইসগুলো আলোচনা করা হলো এর বাইরে তোমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসের একটি তালিকা তৈরি করে উপস্থাপন কর।



নতুন শিখলাম : শব্দতরঙ্গ, ব্লাউথ, ওয়াইফাই, সুমেশ, এলসিডি, এলইডি।

নমুনা প্রশ্ন

১. ভূমি একটি ছবির ডিজিটাল প্রতিলিপি করতে চাও। এ ক্ষেত্রে কম্পিউটারের কোন ডিভাইসটি ব্যবহার করবে ?

- | | |
|--------------|--------------|
| ক. প্লটার | খ. কী বোর্ড |
| গ. প্রিস্টার | ঘ. স্ক্যানার |

২. প্রসেসরকে কম্পিউটারের মন্তিক বলা যায় কারণ-

- i. এটি মাদারবোর্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে
- ii. প্রসেসর কম্পিউটারের সকল কাজের নির্দেশনা দেয়
- iii. এর মাধ্যমে তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ সম্ভ্বন্ন হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

৩. তোমার ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবি সেভ বা সংরক্ষণ করতে কোন ডিভাইসটি ব্যবহার করবে ?

- | | |
|------------|---------------|
| ক. রঞ্জ | খ. র্যাম |
| গ. প্রসেসর | ঘ. হার্ডডিস্ক |

৪. একসাথে সরাসরি ছবি দেখা ও কথা বলার জন্য কোন কোন ডিভাইস ব্যবহার করা হয় ?

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ক. মোবাইল ফোন ও ওয়েব ক্যামেরা | খ. ওয়েব ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন |
| গ. কম্পিউটার ও মাইক্রোফোন | ঘ. কম্পিউটার ও ওয়েব ক্যাম |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মতিন সাহেবের বড় নাতনী কণা ল্যাপটপে বসে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফিকার ক্রিকেট খেলা দেখছে। এ দেখে মতিন সাহেব তার নাতনীকে বললেন, ‘তুই ল্যাপটপে স্যাটেলাইট সংযোগ নিয়েছিস?’ কণা খেলাটি রেকর্ড করে রাখল।

৫. কণা খেলা দেখতে পারে-

- i. ইন্টারনেট ব্যবহার করে
- ii. ল্যাপটপে টিভি কার্ড সংযোগ করে
- iii. টেলিভিশন-ল্যাপটপ সংযোগ করে

কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৬. খেলাটি রেকর্ড করার সবচেয়ে সুবিধাজনক ডিভাইস কোনটি ?

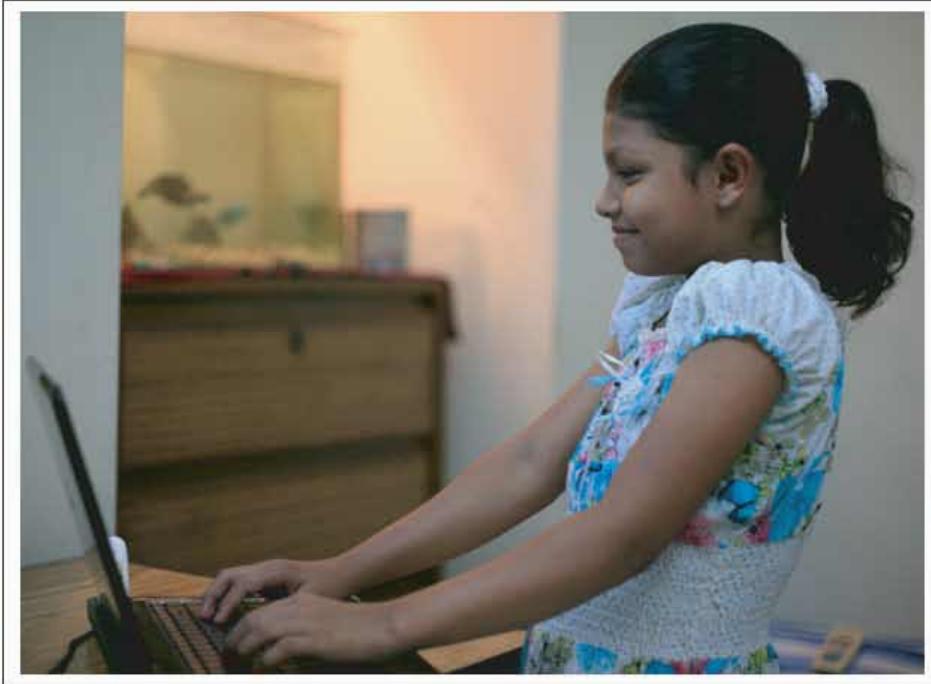
- | | |
|----------------|--------------|
| ক. হার্ডড্রাইভ | খ. পেনড্রাইভ |
| গ. সিডি | ঘ. ডিভিডি |

৭. ৬ নং প্রশ্নের উত্তরটি পছন্দ করার কারণ ব্যাখ্যা কর।

.....

তৃতীয় অধ্যায়

নিরাপদ ও নেতৃত্বিক ব্যবহার



এই অধ্যায় থেকে আমরা :

১. মাত্রাতিক্রিক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব;
২. সামাজিকক্ষেত্রে এর প্রভাব বর্ণনা করতে পারব;
৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত আইন ব্যাখ্যা করতে পারব;
৪. নিরাপদ ও নেতৃত্বিক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
৫. মাত্রাতিক্রিক ব্যবহারের পরিণতি সম্পর্কে কার্টুন আঁকতে পারব।

পাঠ ১৯ : সচেতন ব্যবহার

তোমাকে বলি একটা ছেট কাঠি দিয়ে একটা পাহের ডাল কাটতে কলা হয়— ভূমি সামাদিন চেষ্টা করে শুটিয়ে শুটিয়ে বড়জোর গাছের বাকল একটুখানি ভুলতে পারবে— তার বেশি কিছু করতে পারবে না। কিন্তু তোমাকে বলি একটা ধারালো দা দেরা হয়— কয়েক কোণ দিয়েই ভূমি গাছের ডালটা কেটে ফেলতে পারবে। এখানে একটা জিনিস লক্ষ কর, ছেট কাঠিটা বলি ভূমি অসর্কভাবে ব্যবহার কর তোমার হাতে পারে বড়জোর একটু খোচা লাগতে পারে— কিন্তু ধারালো দা অসর্কভাবে ব্যবহার করলে ভুল জায়গায় কোণ লেগে তরাবহ রক্তাগ্রস্তি হয়ে যেতে পারে।

ছেট কাঠি থেকে ধারালো দায়ের ক্ষমতা অনেক বেশি তাই সচেতনভাবে সেটা ব্যবহার করে অনেক বড় কাজ করা যাবে— কিন্তু অসচেতনভাবে সেটা ব্যবহার করলে অনেক বড় বিপদ হয়ে যেতে পারে। এটা সবসময় মনে রাখবে— জীবনের সবকিছুর বেলাতেও এটা সত্যি। সবচেয়ে বেশি সত্যি এটা তথ্য প্রযুক্তির বেলায়— এই প্রযুক্তির ক্ষমতা কত সেটা নিচয়ই ভূমি এখন অনুমান করতে শুরু করেছ, তাই ভূমি নিচয়ই বুঝতে পারছ এটাকে স্কুল করে ব্যবহার করলে অনেক বড় সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।



সবার চোখের আড়ালে থেকে ইন্টারনেট
ব্যবহার করবে না।



অপরিচিত মানুষকে নাম-পরিচয়-ছবি
পাসওয়ার্ড দেবে না।

কাছেই প্রথমেই আমাদের একটা জিনিস খুব ভালো করে শিখে নিতে হবে, আমরা কম্পিউটার, ইন্টারনেট, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করব— কিন্তু সেটি ব্যবহার করব খুব সচেতনভাবে যেন কখনো কোনো সমস্যা না হতে পারে। অনেকের কাছেই কম্পিউটারের মূল ব্যবহার হয়ে দাঢ়িয়েছে ইন্টারনেটের ব্যবহার। এই ইন্টারনেটে পৃথিবীর সব কম্পিউটার মুক্ত আছে তাই কেউ যখন ঘরের কেতুরে বসে কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করে তখন হঠাত করে পুরো পৃথিবীটা যেন তোমার ছেট ঘরের কেতুর হাজির হয়। এই পৃথিবীতে যেরকম অনেক সুন্দর জায়গা রয়েছে— যেখানে তোমাদের যেতে ইচ্ছে করে, ঠিক সেরকম অনেক ভৱংকর

বিশ্বজনক জায়গা আছে— যেখান থেকে তোমার একশ হাত দুরে থাকতে হবে। ইন্টারনেটের বেলাতেও তোমাদের সাথে একই ব্যাপার ঘটে, তোমার চোখের সামনে অনেক চমৎকার খন্ডেবসাইট রয়েছে যেটা ভূমি উপরেও করবে আবার তার পাশাপাশি অনেক বিশ্বজনক খন্ডেবসাইট রয়েছে যেগুলো কোনোভাবেই তোমার দেখা উচিত না।

ଶୁଦ୍ଧ ସେ ଉତ୍ତରେବସାଇଟ ତା ନାହିଁ, ଇନ୍ଟାରନେଟ ସ୍ୟବହାର କରେ ତୁମି ସଖନ ଅନ୍ୟଦେର ସାଥେ ଯୋଗାଯୋଗ କର ତଥନ ହଠାତ୍ କରେ ଶୁଦ୍ଧ ପରିଚିତ ମାନୁସ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ ମାନୁସର ସାଥେଓ ଯୋଗାଯୋଗ ହୁଏ ସେତେ ପାରେ । ନା ବୁଝେ କୋଣୋ ଅପରିଚିତ ମାନୁସର ସାଥେ ସମ୍ପଳ ବିଶ୍ୱାସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ ତୁମି ସଦି ଆବିଷକାର କର ମାନୁସଟି ଆସିଲେ ଏକଟା ଅସଂ ଉତ୍କେଶ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପାଇଁ ହାଲା ଦିରାହେ ? ମାନୁସଟିକେ ତୁମି ସଦି ତୋମାର ନାମ ଠିକାନା, ଫୋନ ନମ୍ବର ଛବି ଦିଯେ ବସେ ଥାକ ଆର ଦେଇ ମାନୁସଟି ସଦି ସେଙ୍ଗୁଲୋ କୋଣୋ ଧାରାପ ଟର୍ମିନେଶ୍ୟ ସ୍ୟବହାର କରେ, ତଥନ ତୁମି କୀ କରିବେ ?

କାଜେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟାରେ ଇନ୍ଟାରନେଟ ସ୍ୟବହାର କରାର ପ୍ରଥମ ନିୟମଟିଇ ହଜେ କଥିଲୋ ଅପରିଚିତ ମାନୁସକେ ନିଜେର ପରିଚିଯ ନାମ ଠିକାନା ଆର ପାସଓର୍ଡ ଦିତେ ହୁଏ ନା ।

ଇନ୍ଟାରନେଟେ ଅପରିଚିତ ମାନୁସଦେର ଯୋଗାଯୋଗ କରାର ଅନେକ ନିୟମ ବିଶ୍ଵାସ ହତେ ପାରେ, ସେହେତୁ କେଟେ ଦେଖିବେ ନା, ତାହିଁ ତାଦେର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନେକ ସମୟ ଅସଂଧତ ହୁଏ ସେତେ ପାରେ, ଶାଲୀନତା ଛାଡ଼ିବେ ସେତେ ପାରେ । ସତିକାର ଜୀବନେ ଆମି ସଦି ଅସଂଧତ ବା ଅଶାଲୀନ ସ୍ୟାପାର ନା ଦେଖି ତାହଲେ ସାଇବାର ଜଗତେ କେବେ ସେଟି ଦେଖିବ ?

ସବାକିଛୁଭେଇ ବସିଲେ ଏକଟା ସ୍ୟାପାର ଆହେ— ତୁମି ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ କରେଇ ତୋମାର ବହନୀ ଛେଲେମେଯେଦେର ଜନ୍ୟେ ଲେଖା ବିହୁଗୁଲୋ ପଡ଼ିବେ ତୋମାର ଭାଲୋ ଲାଗେ, ବଡ଼ଦେର ଜନ୍ୟେ ଲେଖା ବିହୁଗୁଲୋ ତତ ଭାଲୋ ନାହିଁ ଲାଗିବେ ପାରେ । ଶୁଦ୍ଧ ତାଇ ନାହିଁ, ଅନେକ ସମୟ ସେଟା ପଡ଼ିବେ ତାର ବିଷୟକମ୍ତ୍ର କାରିଗେ ତୁମି ରୀତିମତ ଧାକା ଧେତେ ପାର । ସାଇବାର ଜଗତେ ସେଟା ହତେ ପାରେ, ହଠାତ୍ କରେ ତୋମାର ସାମନେ ସଦି ଏମନ କିଛୁ ଚଲେ ଆଦେ ସେଠା ଯୋଟିବେ ତୋମାର ବସିଲେ ଉପଯୋଗୀ ନା, ତୁମି ରୀତିମତେ ଧାକା ଧେତେ ପାର— ତୋମାର ଫନ୍ଟାଇ ବିରିଯେ ସେତେ ପାରେ । କାଜେଇ ସତର୍କ ଧାକା ଭାଲୋ ।

ତୋମରା ଧାରା କମ୍ପ୍ୟୁଟାରେ ଇନ୍ଟାରନେଟ ସ୍ୟବହାର କର ତାରା ନିଚେର ତିଳଟି ନିୟମ ମେଲେ ଚଲ, ଦେଖିବେ କଥିଲୋ କୋଣୋ ସମସ୍ୟା ହବେ ନା ।

- (1) ଇନ୍ଟାରନେଟ କଥିଲୋ ଏକା ଅନ୍ୟଦେର ଚୋଥେ ଆଢ଼ାଲେ ସ୍ୟବହାର କରିବେ ନା, ଏମନ ଜାଗଗାୟ ବସେ ସ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଥାନେ ସବାଇ ତୋମାର କମ୍ପ୍ୟୁଟାରର ସିଫନ ଦେଖିବେ ପାର ।
- (2) ଭୁଲେଓ କୋଣୋ ଅପରିଚିତ ମାନୁସକେ ନିଜେର ନାମ ପରିଚିଯ ଛବି ବା ପାସଓର୍ଡ ଦେବେ ନା ।
- (3) ଇନ୍ଟାରନେଟ ସ୍ୟବହାର କରିବେ ଆନନ୍ଦେର ଜନ୍ୟେ, କାରୋ କ୍ଷତି କରାର ଜନ୍ୟେ ନାଁ— ତୋମାକେ ହସତେ ଦେଖିବେ ନା ଭୁଲୁଣ କଥିଲୋ ଅସଂଧତ ହବେ ନା, ବୁଢ଼ ହବେ ନା, ଅଶାଲୀନ ହବେ ନା ।

ମଲଗତ କାଜ

- (1) କମ୍ପ୍ୟୁଟାର ବା ଇନ୍ଟାରନେଟ ଛାଡ଼ାଓ ତୋମାର ଜୀବନେ ସ୍ୟବହାର କରା ଆର କୀ କୀ ପ୍ରୟୁକ୍ଷି ସତେତନଭାବେ ସ୍ୟବହାର କରା ଉଚିତ ତାର ଏକଟା ଭାଲିକା କର ।
- (2) ଇନ୍ଟାରନେଟ ସ୍ୟବହାର କରାର ତିଳଟି ନିୟମ ଲିଖେ ଏକଟି ସୁନ୍ଦର ପୋସ୍ଟାର ତୈରି କର ।



ଇନ୍ଟାରନେଟେ ଅନ୍ୟର ସାଥେ ସୁଢ଼, ଅସଂଧତ, ଅଶାଲୀନ ହବେ ନା ।

পাঠ ২০-২২ : আসন্তি

২০০৯ সালে চীন দেশে দুঃজনকে ফ্রেঞ্জার করা হয়, সম্ভর্কে তারা স্বামী স্ত্রী। তাদেরকে ফ্রেঞ্জার করা হয়েছে কারণ তারা তাদের ছেলে মেরেদের বিক্রি করে দিয়েছে। সবমিশ্রণে ডিল্লি শিল্প সময়ে তারা তাদের তিনজন ছেলেমেয়েকে বিক্রি করেছে আনুমানিক ৯০০০ ডলারে। তোমরা যারা খবরের কাগজ পড় মাঝে মাঝে আমাদের দেশেও হয়তো এরকম খবর তোমাদের ঢোকে পড়েছে, যেখানে কোনো একজন অসহায় মা, নিজের সন্তানদের মানুষ করার সামর্থ্য নেই বলে কিছু অর্ধের বিনিময়ে অন্য কাউকে তার নিজের সন্তানকে দিয়ে দিচ্ছে। আমরা খবর এরকম খবর পড়ি, তখন আমাদের মন খারাপ হয়। আমরা তখন স্পন্দন দেখি তবিষ্যতে আমাদের দেশটি এমন একটি দেশ হবে যেখানে আর কখনো কোনো অসহায় মা'কে এরকম কিছু করতে হবে না।

চীন দেশের স্বামী স্ত্রীর ঘটনা কিন্তু মোটেও সেরকম কোনো ঘটনা নয়—তারা তাদের বাচাদের বিক্রি করেছে কম্পিউটার গেম খেলার জন্য। তাদের দুঃজনেরই এমএমও (Massively multiplayer online game) নামে এক ধরনের কম্পিউটার গেম খেলার জন্যে আসন্তি জন্মেছে, সেই আসন্তি এত তীব্র যে সেটি খেলার খরচ জোগাড় করার জন্যে তারা তাদের নিজের সন্তানদের বিক্রি করে দিয়েছে।

THE INQUISITR

HOME NEWS ENTERTAINMENT TECHNOLOGY SPORTS HEALTH SCIENCE GAMING LIFESTYLE WORLD

Discover Inquisitr With Your Friends
Explore news, videos, and much more based on what your friends are reading and watching. Publish your own activity and retain full control.

TO GET STARTED, FIRST
f Connect using Facebook

Chinese couple sells their children to pay for online game obsession

Like Send 544 people like this.

Posted: July 25, 2011

নিউজ মিডিয়াতে চীন দেশের এক দম্পত্তির সন্তান বিক্রি করে দেয়ার খবর।

এটি খুবই একটি অস্বাভাবিক ঘটনা এবং যখন এই ঘটনাটি সারা পৃথিবীতে জানাজানি হয় তখন এটা নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল। পৃথিবীর মানুষ তখন আতঙ্কিত হয়ে আবিষ্কার করেছিল যে কম্পিউটার গেমে এমন আসন্তি জন্মে যেতে পারে। এ আসন্তির জন্য সাধারণ কাউজ্ঞান পর্যন্ত উধাও হয়ে যায়। আমাদের সবাইরই এটা মনে রাখা দরকার। কোনো কিছু ভালোগাপ খুবই স্বাভাবিক ঘটনা, আমাদের জীবনে অনেক কিছুই আমাদের ভালো লাগে, আমরা ভালো লাগার কাজটি করার চেষ্টা করি, তাই আমাদের জীবন এত সুন্দর। কিন্তু আসন্তি সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। তার মাঝে ভালো কিছু নেই। কেউ যখন কোনো কিছুতে আসন্তি হয়ে যাব তখন তার কাছে যুক্তি কাজ করে না। সে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে সেই কাজটি করতে থাকে। মাদক হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ— যখন কেউ মাদকে আসন্তি হয়ে যাব তখন সে তার ভয়ংকর আকর্ষণ থেকে বের হতে পারে না। তার নিজের এবং আশপাশে যারা আছে তাদের সবার জীবন সে ধ্বংস করে দেয়।

কম্পিউটার গেমের আসন্নিও ঠিক সে ধরনের হতে পারে। তোমরা যারা কম্পিউটার গেম খেলেছে কিংবা যারা হয়তো ভবিষ্যতে কম্পিউটার গেম খেলবে তাদের এই কথাটা মনে রাখতে হবে— তোমরা যেন বিষয়টা উপভোগ করতে পার কিছু কোনোভাবেই যেন আসন্ন না হয়ে পড়।



ছোট শিশুরা সহজেই কার্টুনে আসন্ন হয়ে যেতে পারে।

কোনো কাজে মন দিয়েছ। কিছু যদি এরকম হয় যে তুমি টেলিভিশন ছেড়ে উঠতে পারছ না কিংবা যখনই টেলিভিশনের সামনে আস তখনই টেলিভিশনে কার্টুন দেখ এবং তোমার জন্যে অন্যেরা টেলিভিশনে অন্য কিছু দেখতে পারে না তখনই তুমি বুবাবে যে তোমার আসন্ন জন্মাতে শুরু করেছে। তোমার তখনই সতর্ক হওয়া দরকার। অনেক বাসাতে বাবা-মায়েরা এই বিষয়টি ভালো করে বুবেন না। তারা ছোট বাচ্চাদের শান্ত রাখার জন্যে কার্টুন চ্যানেল খুলে টেলিভিশনের সামনে বসিয়ে রেখে দেন। ধীরে ধীরে অবস্থা এমন হয়ে যায় যে ছোট বাচ্চাটি কার্টুন ছাড়া আর কিছু বুবাতেই পারে না। তাকে টেলিভিশনের সামনে থেকে সরানো যায় না এবং এটি বাচ্চাটির মানসিক বিকাশে অনেক বড় সমস্যা হতে পারে।

শুধু যে কার্টুন চ্যানেল বা কম্পিউটার গেমে আসন্ন হতে পারে তা নয়, কোনো এক ধরনের ধারারেও আসন্ন হতে পারে। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে দেখা গিয়েছে ব্রিটেনের একটি মেয়ে পিংজা ছাড়া আর কোনো কিছু খেতে পারে না। গত একত্রিশ বছর থেকে সে সকালের নাস্তায়, দুপুরের লাঞ্ছ, রাতের ডিনার বা দুটো খাবারের মাঝখালে কিছু খেলেও সে শুধু পিংজা খায়। সে যেহেতু আর কিছু খায় না, থেতে পারে না। তাই এটাও খুব বড় ধরনের আসন্ন।

কাজেই তোমাদের সবাই খুব সতর্ক থাকতে হবে যেন কোনো কিছুতে তোমাদের আসন্ন জন্যে না যায়। যেহেতু একবার আসন্ন হয়ে গেলে সেখান থেকে বের হওয়া অসম্ভব কঠিন। তাই সবচেয়ে ভালো হচ্ছে কোনো কিছুতেই কোনোভাবে আসন্ন না হওয়া।

দলগত কাজ

কম্পিউটার গেমের আসন্নির ভয়াবহতা নিয়ে একটি নাটক লিখে সবাই মিলে অভিনয় কর।

এক সময় আসক্তি শব্দটা ব্যবহার করা হতো জুয়া খেলা বা মাদক ব্যবহার এরকম বিষয়ের জন্যে। তোমরা শুনে নিচয়ই অবাক হবে যে এখন অভিযন্তা কম্পিউটার ব্যবহারও আসক্তি হিসেবে ধরা শুরু হয়েছে। যারা খুব বেশি ইন্টারনেট ব্যবহার করে তাদের জন্যে IAD বা Internet Addiction Disorder নামে একটা নতুন নাম পর্যন্ত আবিষ্কার করা হয়েছে।

আজকাল অনেকেই কমবেশি কম্পিউটার ব্যবহার করে। কাজেই প্রথমেই বুঝতে হবে কোন ব্যবহারটা হচ্ছে প্রয়োজনে আর কোনটা হচ্ছে আসক্তি। একজন যখন তার মা বা বাবা তাই বোন বৃক্ষ বাস্তবকে সময় না দিয়ে সেই সময়টাও কম্পিউটারের পিছনে দেয় তখন বুঝতে হবে তার কম্পিউটারে আসক্তি জন্মেছে। যখন কম্পিউটারে আসক্তি হবে তখন দেখা যাবে তার কাজকর্মে ক্ষতি হচ্ছে, লেখাপড়ায় সমস্যা হচ্ছে। যখন আসক্তি আরো বেড়ে যাবে তখন দেখা যাবে মানুষটি ঠিকমত না ঘূর্মিয়ে সেই সময়টা কম্পিউটারের পিছনে বসে আছে— তখন তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে শুরু করে। যেহেতু কম্পিউটার নিয়ে সাধারণ মানুষের খুব ভালো ধারণা তাই অনেক সময় বাবা-মায়েরা কম্পিউটারের আসক্তির ব্যাপারটা বুঝতে



আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করব। কম্পিউটার যেন আমাদের ব্যবহার করতে না পারে।
পারেন না। কোনো কিছুর বাড়াবাড়ি ভালো নয়, কম্পিউটার ব্যবহারেরও নয়, এটি সবাইকে বুঝতে হবে।

কম্পিউটার আসক্তির কুফল কী হতে পারে? কিছু কিছু বিষয় খুব স্পষ্ট। কম বয়সী ছেলেমেয়েদের বেড়ে উঠার জন্যে মাঠে ঘাটে ছোটাছুটি করতে হয়, খেলতে হয়। যে সময়টা খেলার মাঠে ছোটাছুটি করে খেলার কথা, সেই সময়টাতে তারা যদি ঘরের কোনায় কম্পিউটারের সামনে মাথা গুজে বসে থাকে তাহলে সেটা তার জন্যে যোটেই ভালো একটি ব্যাপার নয়। যারা সত্যিকারভাবে কম্পিউটারে আসক্ত হয়ে যায়, দেখা যায় তারা কম্পিউটারের বাইরে চিন্তাও করতে পারে না। তারা শুধু যে সেটা নিয়ে সময় কাটায় তা নয়, সেটার পেছনে নিজের কিংবা বাবা-মায়ের টাকাও খরচ করতে শুরু করে।

যে কোনো আসক্তির জন্যে একটা কথা সত্যি, একবার কোনো কিছুতে আসক্ত হয়ে যাওয়ার পর সেটা থেকে বের হয়ে আসা খুব কঠিন। কাজেই তোমাদের বয়সী ছেলেমেয়েদের সবাইই জানতে হবে

কম্পিউটার খুব চমৎকার একটা যন্ত্র, তার ব্যবহার যেন হয় প্রয়োজনে— কখনোই যেন তাতে আসক্তি জন্মে না যায়।

কখনো যদি সত্যি আসক্তি জন্মেই যায় তখন সেখান থেকে তাকে বের করে আনার জন্যে সবাই একটা দায়িত্ব থাকে। সেজন্যে যে মানুষটির কম্পিউটারে আসক্তি জন্মেছে তাকে কম্পিউটারের বাইরের জগৎ থেকেও আনন্দ পাওয়া শিখিয়ে দিতে হবে— সবচেয়ে সুন্দর বিষয় হচ্ছে খেলাধুলা। যার আসক্তি জন্মেছে তাকে সময় ঠিক করে নিতে হবে— দিনে কতক্ষণ সে কম্পিউটার ব্যবহার করবে। যেমন, এক ঘন্টার বেশি নয়। শুধু তাই নয়, অন্য কোনো একটি কাজ করে তাকে কম্পিউটার ব্যবহারের সেই সময়টুকু অর্জন করতে হবে। মনে রাখতে হবে— কম্পিউটার খুব চমৎকার একটা যন্ত্র। আমরা সেটাকে ব্যবহার করব, কিন্তু সেটা যেন কখনো আমাদের ব্যবহার না করে।

দাঙ্গত কাজ

কম্পিউটারে আসক্ত একটি ছেলে বা মেয়ে সারাদিন কীভাবে দিন কাটায়, সেটি নিয়ে একটি কাল্পনিক গল্প লেখ।

আজকাল তথ্য প্রযুক্তির জগতে নতুন এক ধরনের আসক্তি দেখা দিয়েছে সেটার নাম হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। এরকম অনেক ধরনের সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক রয়েছে, যেমন: ফেসবুক, টুইটার, লিংকড-ইন, সুমাজি ইত্যাদি। ফেসবুক ব্যবহার করে সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ। এই মুহূর্তে আমাদের বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করে এবং এর সংখ্যা দিনদিন বাঢ়ছে।

এত বিশাল সংখ্যক মানুষ যে সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তার গুরুত্বটা নিচয়েই খুব সহজে বোঝা যায়। মানুষের ভেতরে কোনো একটা তথ্য ছড়িয়ে দেবার জন্যে এই নেটওয়ার্কগুলোর কোনো তুলনা নেই। পৃথিবীর অনেক দেশে গণতন্ত্র নেই বলে সরকার জোর করে দেশটাকে শাসন করে এবং অনেক সময় এই সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সাধারণ জনগণ সংগঠিত হয় এবং রীতিমত আন্দোলন শুরু করতে পারে। তোমরা শুনে অবাক হবে আজকাল পৃথিবীর অনেক দেশের স্বৈরাশক বা সামরিক শাসককে আন্দোলন করে সরিয়ে দেয়ার পিছনে এই সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে। আমরা যখন অনেক মানুষের কাছে কোনো খবর পাঠাতে চাই তখন মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য মানুষের কাছেই এই সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তথ্যগুলো পাঠিয়ে দেয়া যায়।

সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে আজকাল মানুষজন একে অন্যের সাথে সম্পর্ক বা যোগাযোগ রাখে। কমবয়সীরা তথ্য প্রযুক্তিকে খুব সহজে গ্রহণ করতে পারে বলে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো কমবয়সীদের মাঝে খুবই জনপ্রিয়। সাধারণত একটা নির্দিষ্ট বয়স না হওয়া পর্যন্ত এই নেটওয়ার্কে যোগ দেয়া যায় না কিন্তু তারপরেও অনেক কমবয়সীরাও নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে সামাজিক নেটওয়ার্কে যোগ দিয়ে দেয় এবং সেটা থামানোর খুব সহজ উপায় নেই। তোমরা হয়তো যুক্তি দিতে পার কোনো একটা বিষয় যদি ভালো হয় তাহলে ছেট্টার সেটাতে যোগ দিলে ক্ষতি কী? আমরা তো কমবয়সীদের খবরের কাগজ পড়তে নিমেধ করি না, টেলিভিশন দেখতে বাধা দিই না তাহলে সামাজিক নেটওয়ার্কে যোগ দিতে আপত্তি করব কেন?

এর অবশ্যিক কয়েকটা কারণ আছে, প্রথম কারণ হচ্ছে এই সামাজিক নেটওয়ার্কে একজন আরেকজনকে সামনাসামনি দেখতে পায় না তাই ছোটরা তাদের সাথে সামাজিকভাবে মিশছে তা অনেক সময় বোঝা যায় না। একটা মানুষ যখন শিশু থেকে বড় হয় তখন সবসময়েই সে তার নিজ বয়সীদের সাথে সময় কাটায় এবং সেটাই হচ্ছে সঠিক, তাই যদি কখনো দেখা যায় কমবয়সী ছেলে মেয়েরা প্রাণ্ট বয়স্ক বড় মানুষদের সাথে ঘোঁষসা করছে তখন সেটা কমবয়সী ছেলেমেয়েদের জন্যে ভালো নাও হতে পারে।

শুধু ছোট ছেলেমেয়ে নয়, বড়দের জন্যে যেটা এখন সমস্যা হয়ে দাঢ়িয়েছে সেটা হচ্ছে এই সামাজিক নেটওয়ার্কে আসক্তি। অনেক সময় দেখা গিয়েছে মানুষজন এই সামাজিক নেটওয়ার্কে বসে একজন আরেকজনের সাথে তথ্য বিনিয়ন করছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে পুরো বিষয়টা এত সহজ করে দেয়া হয়েছে যে, কোনো মানুষ সত্যিকার অর্থে কোনো কাজ না করে ফল্টার পর ফল্টা সামাজিক নেটওয়ার্কের পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত কিংবা অপরিচিত মানুষের সাথে কাটিয়ে দিতে পারে। বিষয়টা বড় সমস্যা হয়ে গেছে বলে অনেক জায়গাতে অফিসে বা কর্মক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করে দেয়া হয়েছে। জোর করে কোনো কিছু ব্যবহার করতে না দেয়া এক ধরণের সমাধান হতে পারে কিন্তু সেটা ভালো সমাধান না। ভালো সমাধান হচ্ছে যখন কোনো মানুষ তার নিজের বিচার বিবেচনা বুদ্ধি দিয়ে কোনো কিছু পরিমিতভাবে করে। আসক্ত হয়ে দাগাম ছাড়াভাবে তা করে না।



সামাজিক নেটওয়ার্কের বন্ধু আর সত্যিকারের বন্ধুর মাঝে অনেক পার্থক্য।

সামাজিক নেটওয়ার্ক থেকে মানুষজনের অসামাজিক হয়ে যাবারও এক ধরণের আশংকা থাকে। যারা একে অন্যের সাথে সামাজিক নেটওয়ার্ক করে তারা অনেক সময় নিজেরা একে অন্যকে “বন্ধু” বলে বিবেচনা করে এবং সামাজিক নেটওয়ার্কে একজন আরেকজনের কাছে তথ্য পাঠানোকেই বন্ধুত্ব বলে মনে করে। কিন্তু সত্যিকারের বন্ধুত্ব আরো অনেক গভীর অনেক বেশি আন্তরিক, অনেক বেশি বাস্তব। কাজেই তথ্য প্রযুক্তির বন্ধুত্বকে সত্যিকার বন্ধুত্ব মনে করে কেউ যদি তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে তার জীবনের অনেক বড় কিছু থেকে বাধ্যত হবে।

দলগত কাজ

ক্লাশের দুটি দলে ভাগ হয়ে তোমাদের ক্লাশের ছেলেমেয়েদের সামাজিক নেটওয়ার্কে যোগ দেয়ার পক্ষে এবং বিপক্ষে একটি বিতর্কের আয়োজন কর।



নতুন শিখলাম : এমএমও, আসক্তি, Addiction, Disorder, IAD, সৈরশাসক, ফেসবুক, টুইটার, লিংকড্-ইন, সুমাজি।

পাঠ ২৩ : কপিরাইট

মানুষের জীবনযাপনে দুই ধরনের সম্পদের প্রয়োজন হয়। এর একটি আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি যেটি স্বীকৃত করা যায়, যেমন: বাড়ি, গাড়ি, টাকা-কড়ি, জামা কিংবা খাবার। এগুলো মানুষের জাগতিক, তবে শুধু এসবেই মানুষ তৃপ্ত থাকে না। তাকে তার মানবিক গুণকেও লালন করতে হয়। সে গান শোনে, কবিতা আবৃত্তি করে, সিনেমা দেখে, ছবি আঁকে, ছবি তুলে কিংবা কম্পিউটারে গেম খেলে বা অন্য কোনো কাজ করে। এসব বুদ্ধিভূতিক কাজের মাধ্যমেও সম্পদ সৃষ্টি হয় যাকে আমরা বলতে পারি বুদ্ধিভূতিক সম্পদ। মানুষ স্বভাবতই তার সব ধরনের সম্পদকে আঁকড়ে রাখতে চায়, রক্ষা করতে চায়। বস্তুজগতের সম্পত্তিগুলো এমন যে, কেউ চাইলেই সেটি নিয়ে যেতে পারে না, বা আরেকটা একই রকমভাবে বানাতে পারে না। কোনো লোক ইচ্ছে করলে কি আলাদিনের দৈত্যকে দিয়ে তোমার বাড়িটা তুলে নিয়ে যেতে পারবে? পারবে না। কারণ সেটি একদিকে সম্ভব নয় আবার অন্যদিকে আইনও সেটা করতে দেবে না। অর্থ ধরো তুমি সুন্দর একটি গান লিখে সেটিতে সুর করলে। তারপর তোমার বন্ধুদের শোনালে। তখন তোমার বন্ধুদের একজন ইচ্ছে করলে সেটি অন্যদের কাছে নিজের গান বলে চালিয়ে দিতে পারে। আবার নিজের নামে দাবি না করলেও এমনকি তোমার অনুমতি ছাড়া সেটি সে বিভিন্ন স্থানে গাইতে পারে। তুমি একটা সুন্দর কবিতা লিখলে, সেটিও কেউ একজন তোমার অনুমতি ছাড়া কোথাও ছাপিয়ে দিতে পারে। এরকম যদি হয় তাহলে সেটি সমাজের জন্য সুন্দর হয় না। কারণ এর ফলে যারা সৃজনশীল কাজ করে তারা তাদের কাজের যথাযথ স্বীকৃতি পায় না। এমনকি এর জন্য যদি তাদের কোনো আর্থিক লাভ হওয়ার কথা সেটাও হয় না। আমরা একটি গল্পের বইয়ের উদাহরণ থেকে এই ব্যাপারটি আরো একটু ভালো করে বুঝতে পারব। একজন লেখক তার শ্রম, সময় এবং চিন্তা দিয়ে বইটি লিখেন। এরপর একজন প্রকাশক বইটি প্রকাশ করেন। তিনি বাজার থেকে কাগজ কিনে, বইটি ছাপিয়ে, বাঁধাই করে, বিভিন্ন বিক্রেতার মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌছে দেন। স্বভাবতই এ কাজে তার যে খরচ হয় সেটি ধরে নিয়ে তিনি বইয়ের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করেন। এর মধ্যে একটি অংশ লেখক পান যাকে বলা হয় রয়্যালটি। এখন যদি কেউ লেখকের অজ্ঞানে তার বই বের করে ফেলে তাহলে লেখক তার এই প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। কাজেই এমন একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার, যেটি সৃজনশীল কর্মের যারা স্বীকৃত তাদের এই অধিকার অঙ্গুল বা বজায় রাখে। গৃথিবীর দেশে দেশে তাই সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের কপি বা পুনরুৎপাদন, অবৈধ ব্যবহার ইত্যাদি বল্কের জন্য আইনের বিধান রাখা হয়। যেহেতু এই আইন কপি বা পুনরুৎপাদনের অধিকার সংরক্ষণ নিয়ে তৈরি তাই এটিকে কপিরাইট (Copyright) আইন বা সংক্ষেপে কপিরাইট বলে।

মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পর বই কপি করা বা নকল করাটা সহজ হয়ে গিয়েছে। লেখকদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সর্বপ্রথম মুক্তরাজ্যে ১৬৬২ সালে কপিরাইট আইন (Licensing of the Press Act ১৬৬২) পার্লামেন্টে পাস করে। এই আইনের আওতায় যারা তাদের বইয়ের অনুমোদিত কপি করা বন্ধ করতে চায় তারা তাদের বই রেজিস্ট্রেশন করে একটা লাইসেন্স নিত। বই দিয়ে সূচনা হলেও পরে দেখা যায় সৃজনশীল কর্মের অন্যান্য প্রকাশেরও সংরক্ষণ প্রয়োজন। তখন বিভিন্ন আবিষ্কার, ব্যবসার মার্কিং ইত্যাদিও বুদ্ধিভূতিক সম্পদ বা মেধাবৃত্ত সংরক্ষণের আওতায় চলে আসে। কম্পিউটারের আবিষ্কারের পর দেখা গেল বই, ছবি বা অনুরূপ কর্মের পুনরুৎপাদন খুবই সহজ। আর ইন্টারনেটের আবিষ্কারের পর দেখা গেল তা সারা দুনিয়াতেই ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কাজেই কম্পিউটারের মাধ্যমে পুনরুৎপাদন এবং বিতরণও এখন এই আইনের আওতায় চলে এসেছে। একই সঙ্গে কম্পিউটারের প্রোগ্রামও যেহেতু একটি সৃজনশীল

কর্মকাণ্ডে। তাই এই আইনের আওতায় এর সূষ্টি তার অধিকার সংরক্ষণ করতে পারেন। বর্তমানে যেসব দেশে এই আইন আছে সেসব দেশে সৃজনশীল কাজের কপিরাইট সূষ্টির মৃত্যুর পরাও বলবৎ থাকে। এটি কোনো কোনো দেশে এমনকি ১০০ বছর পর্যন্ত হতে পারে। তবে সাধারণত এটি শেখক, শিল্পী, নাট্যকারের মৃত্যুর পর ৫০ থেকে ৭০ বছর পর্যন্ত হতে পারে। বাঙাদেশের কপিরাইট আইনে (কপিরাইট আইন ২০০০) এর মেয়াদ ৬০ বছর। যখন কোন সৃজনশীল কর্মের কপিরাইট ভঙ্গ করে সেটি পুনরুৎপাদন করা হয় তখন সেটিকে বলা হয় চোরাই (Pirated) কপি। যেহেতু কম্পিউটারের বিষয়গুলো সহজে কপি করা যায় তাই এগুলোর চোরাই কপি পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি। কম্পিউটার ব্যবহার করার সময় আমাদের এই বিষয়টি সবসময় খেয়াল রাখতে হয়। আমরা যখন কাউকে কোনো কিছু কম্পিউটার থেকে কপি করে দেব তখন যেন কপিরাইট আইন ভঙ্গ না করি। শুধু কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা গেমস নয়, আমাদের কম্পিউটারে অনেক সময় অনেক ছবি থাকে, অনেকের গল্প-কবিতাও থাকে। আমরা যখন কাউকে সেটা কপি করে দেব তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের কিছু সেগুলো কপি করে অন্যকে দেওয়ার অধিকার নেই। তবে সৃজনশীল কর্ম ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু স্বাধীনতাও থাকে। বিশেষ করে, একাডেমিক বা পড়ালেখার কাজে সৃজনশীল কাজ কপি করা যায়। পড়ালেখার কাজে আমরা কোনো বইয়ের যে ফটোকপি করি, তা কপিরাইট আইন ভঙ্গ করে না। এরকম ব্যবহারকে বলা হয় ‘ফেয়ার ইউজ’।

কপিরাইটের এই সংরক্ষণবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে একটি ভিন্নধর্মী ধারণাও বর্তমানে বেশ চালু হয়েছে। এর মূল কথা হলো কোনো শেখক, শিল্পী, প্রোগ্রামার বা নাট্যকার ইচ্ছে করলে তার সূষ্টি সৃজনশীল কর্মকে শর্তসাপেক্ষে কপি করার জন্য উন্মুক্ত করে দিতে পারেন। এই দর্শনকে বলা হয় মুক্ত দর্শন বা ওপেন সোর্স ফিলসফি (Open Source philosophy)। যারা এই দর্শনের অনুসারী তারা তাদের সৃজনশীল কর্মকে কয়েকটি লাইসেন্সের মাধ্যমে সবাইকে ব্যবহার করতে দেন। এর মধ্যে কপিরাইটের একেবারে উল্টোটি হলো কপিলেফট (Copyleft)। যার অর্থ সৃজনশীল কর্মের সূষ্টি সবাইকে এই কাজ কপি করার সানন্দ অনুমতি দিয়ে দিচ্ছেন। কপিরাইট আর কপিলেফটের মাঝখানে রয়েছে সৃজনী সাধারণ বা ক্রিয়েটিভ কমন্স (Creative Commons)। সৃজনী সাধারণ লাইসেন্সের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কর্মসূষ্টির কিছু কিছু অধিকার সংরক্ষিত হয়ে থাকে। যেমন, যে কেউ ইচ্ছে করলে শেখকের বই তার শিখিত বা কোনো আইনী অনুমতি ছাড়াই প্রকাশ করতে পারবে। তবে শেখকের নামে প্রকাশ করতে হবে বা সেটি দিয়ে কোনো মুনাফা লাভ করা যাবে না। মুক্ত দর্শনের আওতায় যে কম্পিউটার সফটওয়্যারগুলো প্রকাশিত হয় সেগুলোকে একত্রে মুক্ত সফটওয়্যার বা ওপেন সোর্স সফটওয়্যার (Open Source Software) বলা হয়। এই সফটওয়্যারগুলো সহজে একজন অন্যজনকে কপি করে দিতে পারে, ব্যবহারও করতে পারে। তবে যেহেতু সবাই কপি এবং পরিবর্তন করতে পারে তাই সারাবিশ্বের লোকেরা মিলে এই সফটওয়্যারগুলোকে খুবই শক্তিশালী হিসাবে গড়ে তোলে। এই দর্শনের আর একটি বড় প্রকাশ হল মুক্ত জ্ঞানভান্ডার উইকিপিডিয়া (www.wikipedia.org)। সবাই মিলে ইন্টারনেটে এই মুক্ত জ্ঞানকোষ গড়ে তুলেছে কয়েকটি মুক্ত লাইসেন্সের আওতায়।

দলগত কাজ

মুক্ত দর্শনের পক্ষে এবং বিপক্ষে দুটি দল তৈরি করে শিক্ষকের সহয়তা নিয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন কর।



নতুন শিখলাম : কপিরাইট, কপিলেফট, ক্রিয়েটিভ কমন্স, ওপেন সোর্স সফটওয়্যার, Pirated, ফেয়ার ইউজ, মুক্ত দর্শন।

পাঠ ২৪-২৬ : নেতৃত্ব ও প্রেজারিজম

আমরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় রাস্তার দুই পাশে যে দোকানগুলো আছে সেগুলো বাইরে থেকে দেখি, প্রত্যেকটা দোকানের দরজা ধাক্কা দিয়ে দেখি না দরজাটা খোলা আছে কী না। যদি দরজাটা খোলাও থাকে আমরা অপরিচিত একজন মানুষের ঘরে চুকে যাই না। কেউ যদি চুকেও যায় সে দোকানের ভেতরের সব জিনিসগুলি লঙ্ঘন করে চলে আসে না। আমরা সভ্য মানুষ সে হিসেবে আমাদের একটি নেতৃত্ব দায়িত্ব থাকে। বরং যদি কখনো দেখা যায় কেউ তার দরজা ভুলে খুলে চলে গেছে, তাকে ডেকে এনে বলি দরজাটা বন্ধ করে যেতে।

তথ্য প্রযুক্তি আসার পর হুবহু এরকম একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ইন্টারনেটে আমরা যখন বিভিন্ন ওয়েবসাইট দেখি, সেখানে যে মানুষ বা প্রতিষ্ঠান ওয়েবসাইট তৈরি করেছে তার যে অংশটুকু সে আমাদের দেখাতে চাইছে আমরা সেই অংশটুকু দেখতে পাই। ওয়েবসাইটের নিজস্ব বা গোপন অংশটুকুতে আমাদের ঢোকার কথা নয়, প্রয়োজনও নেই। সেখানে যেতে পারে তাদের নির্দিষ্ট মানুষজন— যারা গোপন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সেখানে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট তথ্য সাজিয়ে রাখে, বা কাজ করে। যাদের সেখানে যাবার অনুমতি নেই তারাও কিন্তু সেখানে ঢোকার চেষ্টা করতে পারে। পাসওয়ার্ড জানা না থাকলেও সেটাকে পাশ কাটিয়ে অনেক সময় কেউ ওয়েবসাইটের ভেতরে চুকে যায়। সেখানে ভেতরে চুকে সে কোনো কিছু স্পর্শ না করে বের হয়ে আসতে পারে— আবার কোনো কিছু পরিবর্তন করে বা নষ্ট করেও চলে আসতে পারে। যেহেতু এই কাজগুলো করা হয় নিজের ঘরে একটা কম্পিউটারের সামনে বসে এবং যেখানে অনুপ্রবেশ হয় যেটা হয়তো লক্ষ মাইল দূরের কোনো জায়গা— অদৃশ্য একটি সাইবার জগৎ, লোকচক্ষুর আড়ালে, তাই সেটা ধরার উপায়ও থাকে না। এই প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে হ্যাকিং এবং আজকাল নিয়মিতভাবে কম্পিউটারের ওয়েবসাইট হ্যাকিং হচ্ছে। কেউ যদি শুধুমাত্র কৌতুহলী হয়ে অন্যের ওয়েবসাইটে চুকে কোনো ক্ষতি না করে বের হয়ে আসে তাকে বলে White hat hacker বা সাদা টুপি হ্যাকার আর যদি কোনো কিছু ক্ষতি করে আসে, নষ্ট করে বসে তখন তাকে বলে Black hat hacker বা কালো টুপি হ্যাকার। তোমরা শুনে অবাক হয়ে যাবে সাইবার ওয়াল্টের এরকম অসংখ্য সাদা টুপি আর কালো টুপি হ্যাকার প্রতিমুহূর্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে ওয়েবসাইটগুলোতে বেআইনীভাবে ঢোকা ততই কঠিন হয়ে যাচ্ছে— নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতি মুহূর্তেই আগের থেকে বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। তারপরও হ্যাকাররা বসে নেই। ১৯৮৩ সালে মাত্র ১৯ বছরের একটা ছেলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বাহিনীর আন্তর্জাতিক যোগাযোগের নিরাপত্তা তেদ করে তাদের ওয়েবসাইট হ্যাক করে চুকে গিয়েছিল।

বুবতেই পারছ হ্যাকিং অন্তৈক কাজ। বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করতে বা বড় কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে সবাই ইচ্ছে করে কিন্তু ওয়েবসাইটের হ্যাক করা সেরকম চ্যালেঞ্জ নয়। অন্তৈক চ্যালেঞ্জ নেবার কোনো কৃতিত্ব নেই। যাদের বুদ্ধিমত্তার চ্যালেঞ্জ নেবার ইচ্ছে করে তাদের জন্যে শত শত সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ আছে, সেগুলোই নিতে পারে।

যখন পিইসি, জেএসসি, এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয় তখন ওয়েবসাইটে সেটা দিয়ে দেয়া হয়। তোমাদের অনেকেই হয়তো লক্ষ করেছ প্রথম যখন সেটা প্রকাশিত হয়, আর সবাই একসাথে যখন সেটা দেখার চেষ্টা করে তখন অনেক সময়ই দেখা যায় ওয়েবসাইটটি কাজ করছে না। কেউ আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সেটা অস্বাভাবিক কিছু না— সবকিছুর একটা ধারণ ক্ষমতা থাকে, কাজেই ধারণ ক্ষমতার বেশি হয়ে গেলে ওয়েবসাইট আর সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। স্বাভাবিক

কারণেই সেটা হতে পারে। আবার অনেক সময় কেউ ইচ্ছে করে সেরকম একটা পরিবেশ তৈরি করে ফেলতে পারে যেখানে একটা কম্পিউটারের একটা প্রোগ্রাম কৃত্রিমভাবে কোনো একটা ওয়েবসাইটে প্রতি সেকেন্ডে শত সহস্রবার প্রবেশ করতে পারে— তখন তার ধাক্কায় ওয়েবসাইটটি অচল হয়ে পড়ে। কাজেই এটাও অনেতিক কাজ, ইচ্ছে করে একটা ওয়েবসাইট অচল করে দেয়ার মাঝে কোনো কৃতিত্ব নেই।

আজকাল অনেক পত্রপত্রিকাও ওয়েবসাইটে দেয়া হয়। অনেক পত্রপত্রিকাতেই একটা ধৰ্ম বা কোনো একটা লেখার পিছনে পাঠকরা নিজেদের মন্তব্য লিখতে পারে। পাঠক ইচ্ছে করলেই অনেক সুচিপ্রিতভাবে একটা খাঁটি মন্তব্য লিখতে পারে— কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায় একজন পাঠক শুধু শুধু যুক্তিহীন, অশালীন একটা কথা লিখে রেখেছে। বিষয়টি নিয়ে কিছু করার নেই—কিন্তু সবাইকে জানতে হবে বিষয়টা অনেতিক।



আজকাল দেশ ও পৃথিবীর প্রায় সব ক্ষেত্রগুলি পত্রিকাই ইন্টারনেটে থাকে। অনেক জায়গায় পাঠকরা সরাসরি মন্তব্য লিখতে পারে।

ইন্টারনেটে যেহেতু মানুষের নিজের মত প্রকাশের বিশাল স্বাধীনতা রয়েছে— যে কেউ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে সেটা প্রকাশ করতে পারে। তাই মাঝে মাঝে সেটাকে অপব্যবহার করা হয়। ই-মেইলে অনেক সময় কাউকে আঘাত দিয়ে কিংবা তুমকি দিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দেয়া হয়। লুকিয়ে করা হয় বলে সেটা নিয়ে অনেক সময় কিছু করাও যায় না। কখনো কখনো দেখা যায় কোনো একজনকে অসম্মান করার জন্যে তার সম্পর্কে মিথ্যা কিংবা অসম্মানজনক কোনো তথ্য ইন্টারনেটে ছাড়িয়ে দেয়া হয়। অসংখ্য মানুষের কাছে তথ্য পাঠানোর যে কাজটি আগে কঠিন ছিল এখন সেটি অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। কাজেই সেই কাজটি ভালোভাবে ব্যবহার না করে যখনই ধারাপ্রভাবে ব্যবহার করা হয় তখনই বুরাতে হবে নেতৃত্বিক রক্ষা করা হয় নি।

দলগত কাজ

হ্যাকিং করে কোনো একটি ওয়েবসাইট নষ্ট করে দিলে সেই ক্ষতিকুল কোথা থেকে শুরু করে কোথায় পর্যন্ত যেতে পারে সেটি বের কর। তোমার বক্তব্যের পেছনে যুক্ত দেওয়ার জন্যে সম্ভাব্য হ্যাকিংয়ের একটা উদাহরণ দাও।

কখনো কখনো ইন্টারনেট বা তথ্য প্রযুক্তিতে শুধু যে অনেতিক কাজ করা হয় তা কিন্তু নয়— সীমান্তিক করে বেআইনি কাজও করার চেষ্টা করা হয়। ওয়েবসাইট হ্যাকিং করা শুধু যে অনেতিক কাজ তা নয়, সেটা একই সাথে বেআইনি কাজ।

ইন্টারনেটে এরকম অনেক ধরনের মানুষ অনেক ধরনের অনেতিক আর বেআইনি কাজ করে ফেলে।

আমাদের সেগুলো জানা থাকা ভালো। যেহেতু পুরো বিষয়টা হয় সাইবার অপত্তি, চোখের আড়ালে তাই প্রতারণার কাজটি হয় সবচেয়ে বেশি। যেমন হয়তো কাঠো সাথে যোগাযোগ করে বলা হল যে সে লটারিতে অনেক টাকা পেয়েছে। টাকাটা নিতে হলে অনুক জায়গায় যোগাযোগ করতে হবে। সরল বিশ্বাসে হয়তো সেই মানুষটি যোগাযোগ করে। তখন তাকে বোঝানো হয় কিছু টাকা দিলে বড় পুরস্কারটা পেয়ে যাবে। অনেক সময় মানুষটি – সেই টাকা দিয়ে প্রতারণার ফাঁদে পড়ে যায়। আবার কেউ হয়তো জানায় যে, তার হাতে অনেক টাকা চলে এসেছে এবং সে টাকাটা নিরাপদে রাখতে চায়– তখন অনেকে গোভীর পড়ে সেই ফাঁদে পা দেয়। কাজেই সবার জানা থাকা ভালো অপরিচিত ই-মেইলের এরকম অবিশ্বাস্য গোভীর আশ্বাস নিঃসন্দেহে প্রতারণা।

ইন্টারনেটের বড় একটি অপরাধ হয় ক্রেডিট কার্ড নিয়ে। তোমরা সবাই নিচয়ই জেনে গেছ আজকাল কাগজের নোট দিয়ে টাকা পয়সার লেনদেন খুব দ্রুত করে আসছে। পৃথিবীর অনেকেই সেটি করে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে। ইন্টারনেটে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে হলে সেই কার্ডটিরও প্রয়োজন হয় না– শুধু নম্বরটি আনলেই চলে।



Dear customer,

We have been waiting for you to contact us for your Confirmed Package that is registered with us for shipping to your residential location. We thought that the sender gave you our contact details and that you would have contacted us by now. We would also let you know that a letter is also attached to your package. However, we cannot quote its content to you via E-mail for privacy reasons. We understand that the content of your package itself is a Bank Draft worth \$500,000.00 USD. In FedEx we do not ship money in CASH or in CHEQUE but in Bank Drafts only. The package is registered with us for mailing by some Lottery Officials, they came to deposit the parcel in our office as an unclaimed Lottery funds.

**অনেক স্বনামধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে প্রতারকরা এ রকম ই-মেইল
পাঠিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারণার চেষ্টা করে।**

গুরুত্ব দেয়া হয়– সেখান থেকে নম্বরটি বের করা কঠিন। কিন্তু প্রতারকরা মানুষকে প্রতারণা করে থোকা দিয়ে নম্বরটি জেনে নেবার চেষ্টা করে এবং মানুষটি বোঝার আগে সেই নম্বরটি ব্যবহার করে বড় অঞ্জের টাকা তুলে নেয়।

আজকাল অপরাধীরাও ইন্টারনেটকে ব্যবহার করা শুরু করেছে। তারা তাদের অবৈধ কাজের তথ্য ইন্টারনেটের ভেতর দিয়ে পাচার করে। সারা পৃথিবীতেই সে জন্যে আইন পাস করা হচ্ছে। যদের প্রচলিত আইনে বিচার করা যায় না তাদেরকে এই বিশেষ আইন দিয়ে বিচার করতে হয়।

পৃথিবীতে অনেক বিভ্রান্ত মানুষ থাকে যারা ভুল বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে। সাম্প্রদায়িক, জঙ্গি এরকম অসংখ্য মানুষ বা দল আছে। তারা তাদের বিশ্বাসকে ইন্টারনেটের ভেতর দিয়ে প্রচার করার চেষ্টা করে– হিস্লা বিদ্যে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এমনও দেখা গেছে যে একটি সংগঠন হতাশ মানুষকে আরো হতাশ করিয়ে দিয়ে আতঙ্গের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

তবে তোমাদের এসব নিম্নে আত্মকিত হবার কোনো কারণ নেই। তোমাদের জানতে হবে তথ্য প্রযুক্তি, ইন্টারনেট কিংবা সাইবার অগৎ একটি অভ্যন্তর শক্তিশালী মাধ্যম। এটাকে ভুলভাবে ব্যবহার করে কিছু মানুষ হয়তো বড় ধরনের অন্যান্য অপরাধ করে ফেলতে পারে কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম। আমরা বলি একটিখানি সতর্ক থাকি তাহলেই এই অপরাধী মানুষের পেতে রাখা কৌন্দে আমরা কখনোই পা দেব না। আমরা শুধুমাত্র সুন্দর আর আমাদের জন্যে অত্যোজনীয় বিষয়গুলো ব্যবহার করতে পারব।

কম্পিউটার ভাইরাসের কথা তোমরা আলেই জেনেছ। অনেকে মজা করার জন্যে হোক বা অপরাধ করার জন্যেই হোক, নানা ধরনের কম্পিউটার ভাইরাস তৈরি করে সেটাকে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়। সেগুলো ইন্টারনেটের ভেতর দিয়ে আমাদের ঘরের ক্ষেত্রে কম্পিউটারে যুক্ত পড়ে। হোটেলটো হঞ্জপা থেকে তঙ্গ করে সেগুলো অনেক বড় বড় সমস্যা ঘটাতে পারে। Mydoom Worm নামে একটা কম্পিউটার ভাইরাস ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে একদিনে আড়াই লক কম্পিউটারকে আক্রান্ত করেছিল। ১৯৯৯ সালে Melissa নামে একটা কম্পিউটার ভাইরাস এত শক্তিশালীভাবে সাইবার অগভকে আক্রমণ করেছিল যে, মাইক্রোসফটের মতো বড় কোম্পানিকে ভাদের ই-মেইল সার্ভারকে বক্স গ্রাহণে হঠেছিল। ভাইরাসের কারণে পৃথিবীতে কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়ে পেতে পারে।



মেলিসা ভাইরাস তৈরি করার অপরাধে তেজিত যিনি
নামে এই মানুষটির দশ বছর জেন হয়েছিল।

দলগত কাজ

কম্পিউটারে বেআইনী কাজ করে বিপদে পড়েছে এর উপর ভিত্তি করে একটা কার্টুন আঁক।

প্রোজেক্ট :

নিচের লেখায় অনেকের লেখা কোনো কিছু ব্যবহার করতে হলে সবসময় সেটি পরিষ্কার করে বলে অনেকের অবদান স্বীকার করতে হয়।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. যার অন্তর্নিহিত মৌল সুর এক সুনির্দিষ্ট শিলাদৰ্শ ও শিলভাস্তুক পটভূমির উপর স্থাপিত। শুরু থেকে শেব পর্যন্ত ক্রমসংক্রান্ত নাট্যবৃত্ত ও ভাস্তুকবোধে আমরা লক্ষ করি তীব্র স্বদেশ ও শিলভাবনায় পরিপন্থিতীল এক অভিযান।
২. ড. আহমেদ আব্দুল ইসলাম, স্বদেশ ও শিলভাস্তুর পটভূমিকায় নাট্যকার সেলিম আল দীন, বিয়েটার স্টোডিঝ, সেলিম আল দীন সংখ্যা, জুন ২০০৮, সংখ্যা-১৫, নাটক ও নাট্যভূষ্ণ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাতার, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬১।
৩. সৈয়দ শামসুল হক, সেলিম আল দীন কর্তৃক রচিত চাকা নাটকের প্রচ্ছদভূমিকা।
৪. ড. আবসার আহমেদ, সেলিম আল দীনের শিলভাস্তু ও ভিস্তুকবোধ, বিয়েটার স্টোডিঝ, আগুন্ত, পৃষ্ঠা-২৬।
৫. বাংলাদেশের ক্ষয় ন্যোটীসমূহের উপকথা, বৃপ্তিকথা, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বর্কে আমার উপসূক্য জাগে... ১৯৮৬ সালে ঢাকা বিয়েটার আয়োজিত 'জাতীয় নাট্যমেলা'য় আমরা এদেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী ন্যোটীসমূহের সঙ্গে সাহস্রতিক যোগাযোগ সাধনের সংক্ষে উচ্চারণ করি।

আমরা যখন লেখাপড়া করি তখন আমরা অনেক নতুন নতুন জিনিস শিখি যা আগে জানতাম না- তার সাথে সাথে আমরা আরো একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখি, সেটা হচ্ছে সত্যিকারের মানুষ হওয়া, খাটি মানুষ হওয়া। খাটি মানুষেরা অন্যায় করে না, অন্যায় সহজে করে না। নিজেরা অন্যায় করে না, অন্যদেরকেও অন্যায় করতে দের না। আমরা সবসময় স্বপ্ন দেখি আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা যখন লেখাপড়া করবে তখন অন্য অনেক নতুন জিনিস শেখাবার সাথে সাথে সত্যিকারের মানুষ হওয়াটাও শিখবে।

তারপরেও আমরা মাঝে মাঝে দেখি ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার সময় দেখাদেখি করে। তোমরা কখনো কখনো দেখে থাকবে বড় কোনো পরীক্ষার সময় কিছু ছাত্রছাত্রী নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ছে, তাদের পরীক্ষার হল থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে- এই ছাত্রছাত্রীরা নির্বৃক্তি করে নিজেদের ভবিষ্যটাকেই নষ্ট করে ফেলছে।

এরকম ব্যাপার পৃথিবীর সব জায়গাতেই দেখা যায়- তথ্য প্রযুক্তির যুগে এই বিষয়গুলো হঠাৎ করে নতুন একটা মাত্রা পেয়েছে। লেখাপড়া করতে গেলেই হোমওয়ার্ক করতে হয়। হোমওয়ার্কগুলো সবসময়েই নিজে করতে হয়। অন্য ক্ষেত্রে হোমওয়ার্ক করে দিলে হয়তো ভালো নম্বর পাওয়া যায় কিন্তু শেখা তো হয় না। হোমওয়ার্ক নালা ধরনের হতে পারে- ছাত্রছাত্রী যতই বড় ক্লাসে যায় ততই তাদেরকে আরো বড় বড় হোমওয়ার্ক করতে হয়। বড় রচনা লিখতে হয়, বড় প্রজেক্ট লিখতে হয়। যারা সত্যিকারের ছাত্র তারা নিজেরা পড়াশোনা করে খাটাখাটুনী করে গবেষণা করে সুন্দর সুন্দর রচনা লিখে। অনেক সময়েই কোনো কোনো শিক্ষার্থী সেই পরিশ্রম করতে রাজি হয় না। যেহেতু ইন্টারনেটে পৃথিবীর প্রায় সব বিষয়েই কিছু না কিছু তথ্য আছে তাই তারা স্থান থেকে হুবহু বিষয়টা নিয়ে নিজের নামে জ্ঞা দিয়ে দেয়। এটি খুব বড় ধরণের অনেকিক কাজ, এটাকে বলে প্রেজারিজম।

তোমরা সম্ভবত শব্দটা আগে শোন নি, সত্যিকথা বলতে কী তোমরা যদি বড়দেরকে জিজেস কর দেখবে তাদের অনেকেই এটা হয়তো আগে শোনেন নি। কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির যুগে এই শব্দটার সাথে পরিচিত হওয়া দরকার, কারণ এটা পৃথিবীতে বড় একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুঝে হোক না বুঝে হোক অনেকেই প্রেজারিজম করছে- এবং তাদের অনেকেই এজন্য খুব বড় বিপদে পড়ে যায়।

আমরা অবশ্যই অন্যের লেখা পড়ে শিখব এবং নিজেরা কিছু লেখার সময় অন্যের লেখার সাহায্য নেওয়াটাও অন্যায় কিছু নয়। কিন্তু অন্যের কাছ থেকে কোন সাহায্য নিলে নিজের লেখায় সেটা খুব পরিচকারভাবে বলে দিতে হয়। কোন অংশটাকে কৃতি নিজে লিখে আর কোন অংশটা অন্যের লেখা থেকে নিয়েছে সেগুলো যদি খুব স্পষ্ট থাকে তাহলেই কোন সমস্যা হয় না।

তথ্য প্রযুক্তির যুগে প্রেজারিজম যেমন বেড়েছে ঠিক সেরকম প্রেজারিজম ধরার কৌশলও অনেক বেড়েছে। তোমরা কী জান কোনো মানুষ যদি ইন্টারনেটের কোনো জায়গা থেকে কোনো কিছু হুবহু টুকে নেয় সেটা কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করে সাথে সাথে শুঁজে বের করা যায়?

অন্যায় করলে সেটা নিজের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে- কিন্তু নিজের জন্যে বিপজ্জনক সে জন্যে নয়, তোমরা কখনোই কোনো অন্যায় করবে না। কারণ তোমরা বাণিদেশের একেবারে খাটি মানুষ হয়ে বড় হবে এবং বড় হয়ে তোমরাই একদিন এই দেশের দায়িত্ব নেবে।



প্রেজারিজমের অভিযোগে হৃত্যুক্তির এই আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পর্ক সাবোদ্ধিক ফরিদ জাকারিয়াকে তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

দলগত কাজ : ক্লাশের সবাই দুটি দলে ভাগ হয়ে প্রেজারিজম আর নিজের তৈরি করা কাজের মধ্যে পার্শ্বক্য নিয়ে
একটি বিতর্কের আয়োজন কর।



নতুন শিখলাম : হ্যাকিং, কালো টুপি হ্যাকার, সাদা টুপি হ্যাকার, ক্রেডিট কার্ড, Mydoom Worm, Melissa, প্রেজারিজম।

নমুনা প্রশ্ন

১. বাড়িতে কম্পিউটার রাখার সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থান কোনটি?

- | | |
|-------------|---------------|
| ক. বসার ঘর | খ. শোওয়ার ঘর |
| গ. খাবার ঘর | ঘ. পড়ার ঘর |

২. সামাজিক নেটওর্কের ক্ষেত্রে-

- i. ব্যক্তির সাথে সরাসরি যোগাযোগ নাও হতে পারে
- ii. আন্তরিকতার অভাব থাকে
- iii. প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৩. কম্পিউটারে আসক্ত একজন ব্যক্তি -

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| ক. অসামাজিক হয়ে যেতে পারে | খ. কম্পিউটারে দক্ষ হতে পারে |
| গ. লেখাপড়ায় ভাল হতে পারে | ঘ. জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নতি করতে পারে |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

রিমুর বয়স পাঁচ। ইদানিং ঘুম থেকে উঠেই সে টেলিভিশনে কার্টুন দেখতে শুরু করে। এ সময় সে বাবা-মাকে বিরক্ত করে না বলে বাবা-মাও বেশ খুশি।

৪. রিমুর ক্ষেত্রে কার্টুন দেখাকে বলা যায় -

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| ক. সময় কাটানো | খ. প্রয়োজন মেটানো |
| গ. কার্টুনের প্রতি আসক্তি | ঘ. আনন্দ উপভোগ করা |

৫. রিমুর প্রতি বাবা-মার আচরণে সে -

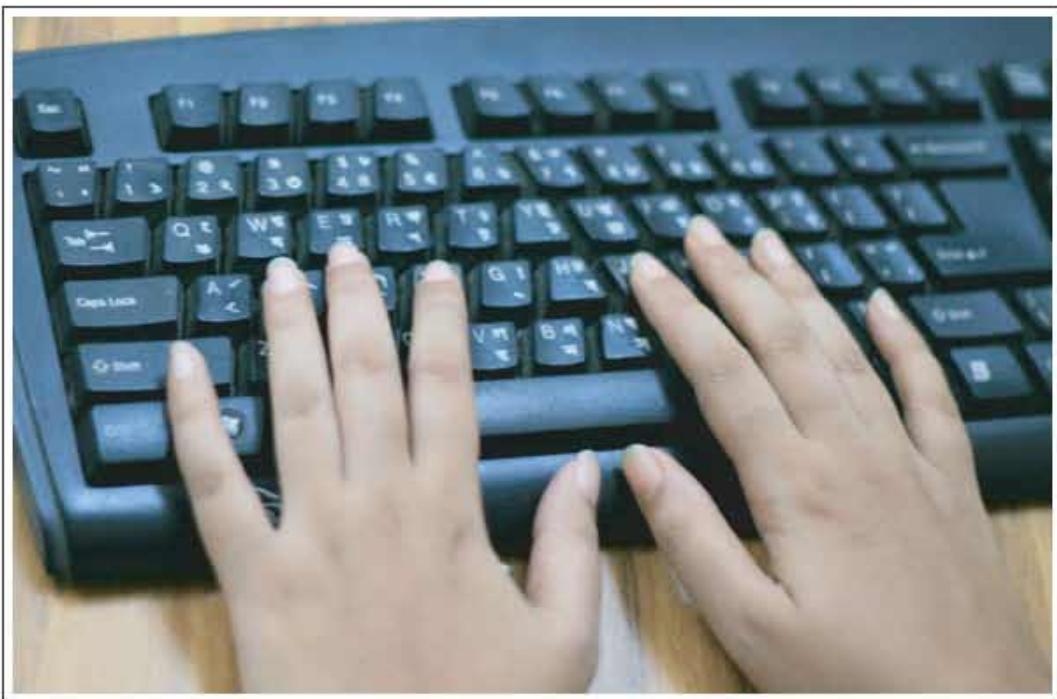
- i. অসামাজিক হয়ে উঠতে পারে
- ii. শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে বেড়ে উঠতে পারে
- iii. স্জনশীল মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

চতুর্থ অধ্যায়

ওয়ার্ড প্রসেসিং



এই অধ্যায় শেষে আমরা :

১. সঠিক পরিভাষা ব্যবহার করে ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহারের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব;
২. বাল্মীকী-বোর্ড ব্যবহার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব;
৩. ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনা ব্যাখ্যা করতে পারব;
৪. ওয়ার্ড বাল্মীকী-ডকুমেন্ট ডেভেলপ করতে পারব;
৫. সুস্থিতাবে ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনা করতে পারব।

পাঠ ২৭ থেকে ৫৪ : ওয়ার্ড প্রসেসিং ও বাংলা কী-বোর্ডের ব্যবহার

তোমরা ইতোমধ্যেই জেনেছ, আমরা এখন লেখালেখি, ছবি আঁকাসহ অনেক কাজই করতে পারি কম্পিউটার ব্যবহার করে। ওয়ার্ড প্রসেসিং ব্যবহার করে তোমরা এর মধ্যেই ইঞ্জিনিয়েট ডকুমেন্ট টাইপ করতে শিখেছ। এখন এ প্রেগিতে আমরা শিখব ওয়ার্ড প্রসেসিং ব্যবহার করে বাংলা ডকুমেন্ট তৈরি করার কলাকৌশল।



মুনীর ইউনিকোড কী-বোর্ড লেআউট

বাংলা কী-বোর্ড : ওয়ার্ড প্রসেসর দিয়ে কোনো কিছু লিখতে গেলে প্রথমেই আমাদের প্রয়োজন একটি কী-বোর্ডের। কী-বোর্ড হলো ওয়ার্ড প্রসেসরের প্রধান ইনপুট ডিভাইস। ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ে বাংলায় লেখালেখি করতে হলে আমাদের বাংলা কী-বোর্ড সমর্কে ধারণা নিতে হবে। ইঞ্জিনিয়েট কী-বোর্ডের উপর ভিত্তি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শহীদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরী ১৯৬৫ সালে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ রাইটারের জন্য একটি বিজ্ঞানসম্মত কী-বোর্ড লে-আউট তৈরি করেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা-বিরোধী আল বদর বাহিনী মুনীর চৌধুরীকে হত্যা করেছিল।

প্রবর্তী সময়ে এ কী-বোর্ড লে-আউটটি কম্পিউটারের জন্য করা হয়। কিন্তু প্রয়োজন হয় এমন একটি সফটওয়্যারের যা কম্পিউটারে বাংলা লিখতে সহায়তা করবে। এ পর্যায়ে ১৯৮৫ সালে কিছু বাংলা ফল্টসহ শহীদ লিপি সফটওয়্যারটি প্রবর্তিত হয়। কিন্তু এটি তেমন একটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে নববই দশকের শেষের দিক পর্যন্ত অনেকগুলো বাংলা লেখার সফটওয়্যার বাজারে আসে। যার মধ্যে বিজয়, প্রশিক্ষণ, পদ্ম, প্রবর্তনা, লেখনী প্রভৃতি প্রথম সারিতে ছিল। সফটওয়্যার উন্নয়নের কারণে এবং বিভিন্ন সফটওয়্যারের সাথে সজ্ঞাতিপূর্ণ হওয়ায় বিজয় সফটওয়্যারটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ সময় বিভিন্ন কী-বোর্ড লে-আউট প্রচলিত হলেও বিজয় কী-বোর্ড লে-আউট সবচেয়ে এগিয়ে থাকে।

৮ +	৯ ১	২ ২	# ৩	৬ ৪	% ৫	৫ ৬	৭ ৭	* ৮	(৯) ০	- -	= =	Back space ←
Tab	ঁ Q উ	য় W য	চ E ড	ফ R প	ঁ ট ট	ছ Y চ	ঁ ঁ জ	এও ই হ	ঁ ০ গ	ঁ P ড	ঁ [।	ঁ] ।	৯ ০
Caps Lock	। A <	ঁ S ঁ	অ D f	। F ।	ভ G ~	খ H ব	থ J ক	ধ K ত	ঁ L দ	ঁ ;	ঁ ;	ঁ ;	Return ।
Shift	ঁ Z ।	ঁ X ও	চঁ C ৱ	ল V ৱ	গ B ন	ষ N স	শ M ম	< ?	> /	?	/	/	Shift
Ctrl		Alt		Space Bar				Alt		Ctrl			

বিজয় কী-বোর্ড লেআউট

গ্রাউন্ড প্রসেসরে বিজয় কী-বোর্ড সচল করতে Ctrl Alt B একসাথে চাপতে হবে। বিজয় কী-বোর্ড যে কোনো দুটি অক্ষরকে সূক্ষ্ম করতে হলে প্রথম অক্ষরটি চেপে ইঁরেজি ঘি (g) চাপতে হবে। তারপর দ্বিতীয় অক্ষরটি চাপতে হবে।

বিশেষ মুক্তাক্ষর :

বর্ণ	কী	বর্ণ	কী	বর্ণ	কী	বর্ণ	কী
ঁ	jgN	ঁ	NgB	ঁ	Igy	ঁ	ugI
ঁ	Igu	ঁ	IgY	ঁ	qgo	ঁ	

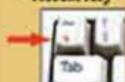
যদিও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ন্যাশনাল কী-বোর্ড নামে একটা বাংলা কী-বোর্ড লে-আউট অনুমোদন করেছে কিন্তু তার ব্যবহার এখনও শুরু হয় নি। পৃথিবীর অন্য সকল ভাষার মতো বাংলাও ইউনিকোড ব্যবহার

ক k	ট T	প p	স s	অ	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
খ kh	ঠ Th	ফ ph,f	হ h	আ	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০	১
গ g	ড D	ব b	ড R	ই	১	২	৩	৪	৫	৬	০	১	২	৩
ঘ gh	ঢ Dh	ঝ bh,v	ঞ Rh	ঃ	৩	৪	৫	০	১	২	৩	৪	৫	৬
ঙ Ng	ঁ N	ঁ m	ঁ y,Y	উ	৪	৫	০	১	২	৩	৪	৫	৬	০
চ c	ত t	ঁ z	ঁ t'	ঁ	৫	০	১	২	৩	৪	৫	০	১	২
ছ ch	ঁ th	ঁ r	ঁ ng	ঁ	০	১	২	৩	৪	৫	০	১	২	৩
অ j	স d	ল l	ঁ :	এ	৩	০	১	২	৩	৪	০	১	২	৩
ঁ jh	ঁ dh	ঁ sh,S	ঁ ^	ঁ	৪	৫	০	১	২	৩	০	১	২	৩
ঁ NG	ঁ n	ঁ Sh	ঁ J	ঁ	৫	০	১	২	৩	৪	০	১	২	৩

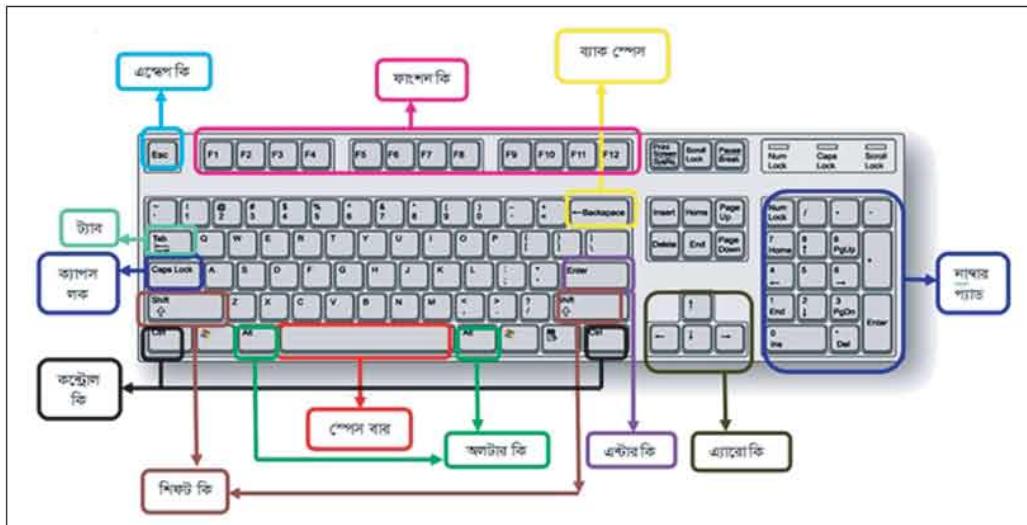
নির্দেশনা:
█ কেস সেমিপ্রিট
█ কেস সেমিপ্রিট মণ্ড

(v)-
(c)-

·
· - Accent Key



করে দেখা যায়। কাজেই একজন যে কী-বোর্ড ব্যবহার করেই বাংলা শিখুক না কেন, সেটি সম্ভব্য করা হবে



কী-বোর্ডের বিশেষ কী সমূহ

আন্তর্জাতিক নিয়মে সে কারণে একটি নির্দিষ্ট কী-বোর্ডের গুরুত্ব কমে এসেছে। এদিকে ২০০০ সালের পর থেকে বাড়তে থাকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা। প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় বাংলায় ভয়ের পেইজ তৈরি করার। ইন্টারনেটের জনপ্রিয়তার কারণে প্রয়োজন হয় এমন একটি সফটওয়্যারের যা ইন্টারনেটের বিভিন্ন মাধ্যমে বাংলা লেখার সুবিধা এনে দিবে। ২০০৭ সালে বিনামূলের ইউনিকোড সফটওয়্যার অন্ব প্রবর্তিত হয়। এটির উচারণগতিক (ফোনেটিক) বাংলা টাইপিং ব্যবস্থা। এটিকে তরুণ সমাজের কাছে বেশ জনপ্রিয় করে তোলে।

উচারণগতিক (ফোনেটিক) বাংলা টাইপিং ব্যবস্থার যদি "ami banglay gan gai" টাইপ করা হয় তবে দেখা হবে "আমি বাংলায় গান গাই"। এ ছাড়া এতে মুক্ত করা হয় মাউস দিয়ে বাংলা লেখার সুবিধা। ফলে কম্পিউটারে বাংলার ব্যবহারে বাদের ভীতি ছিল তারা সহজেই বাংলা ব্যবহার করতে শুরু করে। উল্লেখ্য, অধিকাংশ সফটওয়্যারেই শহীদ মুনীর চৌধুরীর উজ্জ্বল মুনীর অপটিমা কী-বোর্ড লে-আউটটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম কীভাবে চালু করতে হয়? মনে আছে?

প্রথমে আমাদেরকে যে কোনো একটি ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। এরপর বাংলায় টাইপ করার জন্য ওয়ার্ড প্রসেসরকে প্রস্তুত করতে হবে। বাংলায় লেখালেখি করার জন্য প্রথমে আমাদের ওয়ার্ড প্রসেসরে বিজয় সফটওয়্যারে Ctrl Alt B একসাথে চাপতে হবে এবং অর্দেক সফটওয়্যারে F12 কী চাপতে হবে। পরবর্তী কাজ হল ফল্ট নির্বাচন করা। বিজয় সফটওয়্যারে SutonnyMJ এবং অর্দেক সফটওয়্যারে NikoshBAN ফল্ট নির্বাচন করতে হবে। এবার আমাদের কম্পিউটারের ওয়ার্ড প্রসেসর

বাল্লা লেখালেখি করার জন্য প্রস্তুত। কী-বোর্ডের বিভিন্ন কী চেপে দেখ কোথায় কোন অক্ষর আছে। অক্ষরগুলোর অবস্থান জানতে তোমরা উপরে দেখানো কী-বোর্ড লেআউট এর ছবির সাহায্য নিতে পার। এবার শুরু করার পালা লেখালেখি। কী-বোর্ডের বিভিন্ন কী চেপে দেখ কোন অক্ষরটি কোথায় আছে। ধীরে ধীরে তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে অক্ষরগুলোর অবস্থান।

যে কোনো ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ করার সময় তা যেন হারিয়ে না যায় সে জন্য কী করতে হবে মনে আছে তো? ডকুমেন্টটিকে একটি নাম দিয়ে সংরক্ষণ বা সেইভ করতে হবে।

দলগত কাজ

অক্ষরগুলোর অবস্থান সম্পর্কে একটু ধারণা হলে চল আমরা নিচের কাজটি করি :

আমাদের সকলের প্রিয় জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম লাইনটি টাইপ কর।

আমার সোনার বাংলা

আমি তোমায় ভালবাসি

ডকুমেন্ট সম্পাদনা

আশা করি তোমরা সবাই এখন বাল্লায় লেখালেখি করতে পারছ। ভুল-ভাস্তি থাকছে? থাকতেই পারে। কীভাবে আমরা ভুল-ভাস্তিগুলো দূর করব?

যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে একটি ডকুমেন্টের ভুল-ভাস্তিগুলো ঠিক করা হয় সে কাজটিকে বলা হয় সম্পাদনা। সম্পাদনায় সাধারণত যে কাজগুলো করা হয় সেগুলো নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল :

নির্বাচন করা (Select) : সম্পাদনার বিভিন্ন কাজে অনেক সময়ই ডকুমেন্টের কোনো অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা কোনো অংশকে নির্বাচন করতে হয়। নির্বাচন করার জন্য কারসরকে নির্ধারিত জায়গার শুরুতে নিতে হবে। এরপর শিফট কী চেপে ধরে ডান এ্যারো (Shift →) কী চেপে নির্ধারিত কোনো অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা কোনো অংশকে নির্বাচন করতে হয়।



কাট (Cut) : অনেক সময় ডকুমেন্টের কোনো অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা কোনো অংশকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরাতে হয়। এজন্য প্রথমে ঐ অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা অংশকে নির্বাচন করে কাটার জন্য কী-বোর্ডের Ctrl এবং X কী একসাথে চাপতে হয়। (Ctrl X)



কপি (Copy) : অনেক সময় ডকুমেন্টের কোনো অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা কোনো অংশের অনুশীলন করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে হয়। এজন্য প্রথমে ঐ অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা অংশকে নির্বাচন করে কী-বোর্ডের Ctrl এবং C কী একসাথে চাপতে হয়। (Ctrl C)



পেস্ট (Paste) : পেস্ট শব্দের আকরিক অর্থ হল আঠা লাগানো। কাট ও কপি করার পরের কাজ হল নির্বাচিত অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা অংশকে নির্ধারিত স্থানে পেস্ট করা। এজন্য কাট বা কপি কমান্ড ব্যবহার করার পর কারসরকে নির্ধারিত স্থানে নিয়ে Ctrl এবং V কী একসাথে চাপতে হবে। (Ctrl V)

ডিলিট (Delete) বা মুছে ফেলা : ডকুমেন্টের কোনো অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা কোনো অংশকে মুছে ফেলতে হলে কী-বোর্ডের Delete বা Del কী ব্যবহার করা হয়। যা মুছে ফেলতে চাই প্রথমে

তা নির্বাচন করতে হবে। তারপর Delete বা Del বা BACKSPACE কি চাপল নির্বাচিত অংশ মুছ দ্বাবে।

কী-বোর্ডের সাহায্যে ভক্তমেটের বিভিন্ন জায়গার কর্মসূরকে সরাতে হলে নিচের সংক্ষিপ্ত উপায় অনুসরণ করা যেতে পারে:

যা করতে চাই	যে কী চাপতে হবে
লাইনের শুরুতে কর্মসূর নিকে	HOME
লাইনের শেষে কর্মসূর নিকে	END
ভক্তমেটের শুরুতে কর্মসূর নিকে	CTRL HOME
ভক্তমেটের শেষে কর্মসূর নিকে	CTRL END

ডক্যুমেন্ট কর্মসূর করা

ডক্যুমেন্ট তৈরি করা হলো, সম্পাদনা করা হলো। এখন ডক্যুমেন্টকে একটু সাজাতে হবে। বাতে করে ডক্যুমেন্টটি সেখতে সুস্পর হয়। এ কাছটাকে বলে ডক্যুমেন্ট কর্মসূর করা।

আমরা অনেকভাবে ডক্যুমেন্টকে সাজাতে পারি। আমাদের আলোচনা করেকটি মৌলিক বিবরণের উপর সীমাবদ্ধ রাখব। কাজ করতে করতে তোমরা হয়ত আরো অনেক কিছু জানতে পারবে।

অক্ষর বা লেখা আকার হেটি বা বড় করা : ডক্যুমেন্টের যে অংশের অক্ষর বা লেখার আকার পরিবর্তন করতে হবে প্রথমে তা নির্বাচন করতে হবে। তারপর যে কোনো ওয়ার্ড প্রসেসরে টুলবার বা রিভনে কল্টের নামের পাশে যে সংখ্যাটি থাকে তা পরিবর্তন করতে হবে। আকার বড় করতে হলে সংখ্যাটি বাঢ়াতে হবে এবং ছোট করতে হলে সংখ্যাটি কমাতে হবে। কী-বোর্ডের সাহায্যেও কাজটি সহজে করা যায়।

যা করতে চাই	যে কী ব্যবহার করতে হবে
লেখার আকার ১ পর্যন্ত বড় করতে	CTRL]
লেখায় আকার ১ পর্যন্ত ছোট করতে	CTRL [

অক্ষর বা লেখার আকার কেল্ট, ইচালিক বা আভারলাইন করা: ডক্যুমেন্টের যে অংশের অক্ষর বা লেখার আকার পরিবর্তন করতে হবে প্রথমে তা নির্বাচন করতে হবে। তারপর যে কোন ওয়ার্ড প্রসেসরে টুলবার বা রিভনে ফল্টের নামের পাশে B, I, U থাকে তাতে মাউস ক্লিক করতে হবে। কী-বোর্ডের সাহায্যেও কাজটি সহজে করা যায়।

যা করতে চাই	যে কী ব্যবহার করতে হবে
লেখা বোল্ড করতে	CTRL b
লেখা ইচালিক করতে	CTRL i
লেখা আভারলাইন করতে	CTRL u

ডক্যুমেন্টের এলাইনমেন্ট : কোন ডক্যুমেন্টের প্যারাগ্রাফ মার্জিসের কোন দিকে যিশে থাকবে তা এলাইনমেন্টের দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত প্যারাগ্রাফের এলাইনমেন্ট বাষদিকে থাকে। প্যারাগ্রাফের এলাইনমেন্ট চার ধরনের হতে পারে। বাষদিক থেকে, ভানদিক থেকে, মাঝ ব্যাকর অথবা সবদিকে সমান (আসিটিফাইল) প্যারাগ্রাফ এলাইন করা যায়। কোন প্যারাগ্রাফের এলাইনমেন্ট পরিবর্তন করতে হলে প্রথমে তা নির্বাচন করতে হয়। তারপর এই আইকলগুলিকে মাউস ক্লিকের মাধ্যমে এলাইনমেন্ট করা হয়।

वी-वोर्ड पर्सनल

बा करते चाहे	वे की वारदात करते हो
बाय दिके एलाइन	CTRL i
डान दिके एलाइन	CTRL r
माथाले एलाइन	CTRL o
आंतिकाईत एलाइन	CTRL j

ए हाता करमाटिहोर आतो आनेक करते आहे। वेळ, लाईने वारदात निर्धारण (लाईन सेस), टेकिं करा, झुलेट व नाम्पर, सेखाव र शिवर्टन इत्यादि। अर्ड ऑसेसिं सफ्टवेयर वारदात कराते कराते तोयला ए विसर्गाला आवश्यक बराते गावते।

मूर्ख

वी मजा। आमरा एधन अर्ड ऑसेस वारदात करते वालार उभ्येट तैरी कराते पावि। वेळ व्हा व्हादि एटा आमरा कांगाले हापाते पावि। तज शिरे लेऊ घाक वीतावे वेळ उभ्येट छपानो वाय वा मूर्ख करा वार।

कांगाले वाय कांगाले

- विप्रिकात्रे वाय वारदातावे नस्तु एकटि फ्रिट्र
- विटाजे व्हा व्हादि नावकारी नाविताजाव
- उपर्युक्त वाय कांगाले

सब ठिक आहे, ताहले शिकवेच अमुवाति शिरे (Print) आहिक्से याउस त्रिक करा (ए काळाति वी-वोर्डे वायव्ये CTRL p देणे कराते पाव). अरपर + (एटोव) वी ठापले जरु हवे अमुवाते कराव।

उभ्येट वाक्यापना

अर्ड ऑसेस वालार उभ्येट तैरी करा कठ सहज। एर पाऊव काळ वी? उभ्येटाचि एमलतावे सज्जावतावे वाक्यावा करावा याते एटि वाहिये वा वार एव तावितके एरोजासेस समर नाही युजे पात्रा वार। ए काळातिके सज्जावे उभ्येट वाक्यापना वाले।

साधारणतावे वे वेळो उभ्येट सज्जावे काळाले लेटि वाई उभ्येट वेळात्रा साजिष्ठ (Save) हो। विल सेखावे आसेकेर काळेव यावे तोयाव करा उभ्येटाचि विले घाकवे। अरोजासेस समर उभ्येटाचि पात्रा कठिस हव्ये वावे। अज्ञा वे काळाला कराते हवे आ शित वर्णना करा हातो :

- क. वाई उभ्येट वेळात्रा युजे तार याव्ये एकटि नफून वेळात्रा घुलाते हवे।
- ख. आर्थिकात्रे वेळात्राची नाय निटि वेळात्रा देखा घाकवे। एटिके निटेर यातो कठे नामवरण कराते हवे। (निटेर नाय अद्या तारिख अनुवाती वेळात्रात्रे नामवरण कराते पाव.)
- ग. तोयाव तैरी करा उभ्येटाचि सज्जावत अन्य विप्रिकात्रे किंवदन्तीके निर्देश विले वे ताळावे वाल आसावे सेखावे तोयाव वेळात्राची याउसेस भावल त्रिक कराव वायत्यमे युजे ताळावे सज्जावत करा।
- घ. उभ्येट सज्जावतेर समर काळेव धरल अनुवाती उभ्येटेर नामवरण करा। एते उभ्येटाचि सज्जावे युजे वेळे कराते पावावे।

वाय

उभ्येट वाक्यापनाव वारोजासेसा सम्पर्के एकटि एकिवेळ उपर्युक्त कठे वेशीके उपर्याप्तन करा।



मूर्ख शिखाव : वी-वोर्ड सेक्षिप्त, उभ्येट वाक्यापन, काट, रपि, देण, वी-वोर्ड पर्सनल, विल वा त्रिक।

নমুনা প্রশ্ন

১. কম্পিউটারে সেখালেছির কাজ করার সক্ষিপ্তরায় কোম্পটি ?

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| ক. প্রাক্তিক সফটওয়্যার | খ. সিস্টেম সফটওয়্যার |
| গ. ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার | ঘ. স্লোডশিট সফটওয়্যার |

২. উচ্চালগতিভিত্তিক বালো সফটওয়্যার কোম্পটি ?

- | | |
|------------|-------------|
| ক. বিজ্ঞান | খ. প্রবর্তন |
| গ. লেখনী | ঘ. অ্য |

৩. ‘এন্টার’ (Enter) কোম্প কাজে ব্যবহার করা হয় ?

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ক. নির্ধারিত অঙ্গ মূহে ফেলতে | খ. কার্সরকে এক শাইন নিচে নামাতে |
| গ. কার্সরের বায দিকের অঙ্গ মূহতে | ঘ. মেনু বা ভাবলাল বজ বাতিল করতে |

৪. কোনো কিছু কপি করতে কোথায় ক্লিক করতে হবে ?

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ক.  | খ.  | গ.  | ঘ.  |
|--|--|--|--|

নিচের অনুচ্ছেদটি পদ্ধতি ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রানুর জন্ম আমেরিকার। সে বালোর কথা কলতে পারলেও শিখতে পাওয়া না। সে ঠিক করতে ইদে দাদুকে বালোর চমৎকার একটি কার্ড পাঠিয়ে চমকে দেবে।

৫. রানু কার্ড বানাতে কোন সফটওয়্যারটি ব্যবহার করবে ?

- | | | | |
|----------|----------|--------------|--------|
| ক. বিজ্ঞ | খ. লেখনী | গ. প্রশিক্ষণ | ঘ. অ্য |
|----------|----------|--------------|--------|

৬. রানু কার্ডটি সুন্দর ও সহজে তৈরি করতে-

- কিছু শব্দ কপি করতে পাওয়া
- অবি সংযুক্ত করতে পাওয়া
- এভিটিং করে বানান শুরু করতে পাওয়া

কোম্পটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষায় ইন্টারনেটের ব্যবহার



এই অধ্যায় শেষে আমরা :

১. শিক্ষাক্ষেত্রে ইন্টারনেটের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
২. শিক্ষাক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারব;
৩. উয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে শিক্ষা সংক্রিতি (পাঠ্য বিষয়ের) তথ্য অনুসন্ধান করতে পারব।

পাঠ ৫৫ : শিক্ষায় ইন্টারনেট

ষট্টা ১ : মিতুল তার বাল্লা বইটি হারিয়ে ফেলেছে— তার সেটি মোটেও হারানোর ইচ্ছে ছিল না— কিন্তু সেটি সত্যি হারিয়ে গেছে। স্কুল শাইংগের থেকে তার প্রিয় গজের বইগুলো আনার সময় হাতে অনেকগুলো বই হয়ে গিয়েছিল তখন, কোনো এক ফাঁকে বাল্লা বইটা হাত গলে পড়ে গিয়েছে, সে টেরও পায়নি। বাসায় এসে তার ভারী মন খারাপ— সুন্দর বাল্লা বইটা তার ধূব প্রিয় বই ছিল। শুধু তাই নয় কয়েকদিন পর পরীক্ষা, সে বই ছাড়া কেমন করে পড়বে?

এই বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করল তার বড় ভাই— সে জানে NCTB-National Curriculum and Textbook Board এর ওয়েবসাইটে সব পাঠ্যপুস্তক রেখে দেয়া আছে, যে কেউ সেখান থেকে বই ডাউনলোড করে নিতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রিন্টের স্থিত করে সেটাকে বাধিয়ে নিলে সেটা পুরোপুরি সত্যিকারের বই হয়ে যাব। তাই কয়েক ষষ্ঠার মাধ্যে মিতুল তার প্রিয় বাল্লা বইটি পেয়ে গেল।



NCTB এর ওয়েবসাইট থেকে যে কোনো পাঠ্যবই ডাউনলোড করা যাব।

ষট্টা ২ : আকাশ তার বিজ্ঞান বইয়ে পড়েছে পুটো নাকি আর গ্রহ নয়, শুনে সে বেশ অবাক হল। সেই ছেটকেলো থেকে সে শুনে এসেছে পুটো সৌরজগতের একটা গ্রহ— হঠাত করে সেটাকে গ্রহের তালিকা থেকে কেন সরিয়ে দেয়া হল কে জানে? সে তার বাসায় বড় ভাইকে, বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করল, কেউ ঠিক করে বলতে পারল না। স্কুলে স্যারকে জিজ্ঞেস করেও সে ঠিক উভ্ররটি জানতে পারল না— ঠিক তখন তার ইন্টারনেটের কথা মনে পড়ল। সে ইন্টারনেটে পুটো গ্রহ নিয়ে একটু খোজাখুজি করতেই উভ্ররটি জেনে গেল— ভাগিস তার ইন্টারনেটের কথা মনে পড়েছিল।

ষট্টা ৩ : প্রিয়ার্কা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করছে, কিন্তু হঠাত সে একটা জ্ঞানগায় আটকে গিয়েছে, একটা বিশেষ ফাংশন সে কিছুতেই ঠিক করে ব্যবহার করতে পারছে না। তাকে একটা বড় হোমওয়ার্ক জমা দিতে হবে— এই বিশেষ ফাংশনটি কেমন করে ব্যবহার করা হয়, না জানলে সে তার হোমওয়ার্কটি জমা দিতে পারবে না। ইন্টারনেটে সে এটা সম্পর্কে অনেক ঝুঁজেছে কিন্তু কোনো জাত হয় নি।

প্রিয়াৎকা অবশ্য হতাশ হল না, কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ ফোরামে সে এই প্রশ্নটা করে রাখল। এক ঘন্টার ভেতরে সে আবিষ্কার করল পাঁচজন প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে রেখেছে— একজনের উত্তরটা হুবহু তার প্রশ্নের উত্তর। প্রিয়াৎকার আনন্দ দেখে কে— এবাবে নতুন উৎসাহ নিয়ে তার কাজ শুরু করে দেয়।

ঘটনা ৪ : রাতন ইংরেজি পরীক্ষা দেবে— সে বেশ অনেকদিন থেকে ইংরেজি পড়ে আসছে কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছে না তার পড়াশোনা যথেষ্ট হয়েছে নাকি আরো দরকার। কী করবে সেটা নিয়ে তার বন্ধুর সাথে কথা বলছিল। বন্ধু বলল, “তুই অন লাইনে একবার পরীক্ষা দিয়ে দেখিস না কেন কেমন শিখেছিস!” রাতন জিজেস করল, “অনলাইনে পরীক্ষা দেয়া যায়?” বন্ধু বলল, “অবশ্যই!”

রাতন ইন্টারনেটে চুকে অনলাইন পরীক্ষার একটা ওয়েবসাইটে চুকে দেখল সত্যি সেখানে পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে— খুব উৎসাহ নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে সে আবিষ্কার করল তার প্রস্তুতি বেশ ভালো। অনলাইন পরীক্ষায় বাড়তি সুবিধেটাও সে আবিষ্কার করল— যে প্রশ্নগুলোর ভুল উত্তর দিয়েছে সেগুলোর শুন্দি উত্তর কী হবে সেটাও সে জেনে নিল।

ঘটনা ৫ : শুল্কা ইউনিভার্সিটিতে ফাইবার অপটিক্স পড়ায়। তার যেহেতু বয়স কম তাই তার অভিজ্ঞতাও কম— সবসময় মনে মনে ভাবে আমার যদি কোনো অভিজ্ঞ শিক্ষকের সাথে পরিচয় থাকত তাহলে তার কাছ থেকে শিখে নিতে পারতাম কেমন করে এই কোর্সটা আরো ভালো করে পড়ানো যায়।

একদিন ইন্টারনেটে একটা খুব বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে খোঁজাখুঁজি করতে করতে সে আবিষ্কার করল তার বিষয় ফাইবার অপটিক্সের পুরো কোর্সের লেকচার নোট সেখানে রয়েছে— একজন অনেক বড় প্রফেসর কোর্সটি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়েছেন।

শুল্কা সাথে সাথে কোর্সগুলো ডাউনলোড করে তার নিজের লেকচারটা নতুন করে সাজিয়ে নিল, পরদিন সে ক্লাস নিতে গেল অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে।

ঘটনা ৬ : রাজীব পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পাশ করেছে কিন্তু তার খুব দুঃখ তার বিশ্ববিদ্যালয়ে এন্ট্রোফিজিঙ্কের উপর কোনো কোর্স ছিল না— তার খুব শখ এই বিষয়টা পড়ার। হঠাতে করে খবর পেল খুব বড় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বড় প্রফেসর এন্ট্রোফিজিঙ্কের উপর অন লাইনে একটা কোর্স দিচ্ছেন। তার ছাত্র হয়ে সে অনলাইনে পুরো কোর্সটি নিতে পারবে— হোমওয়ার্ক জমা দিতে পারবে, এমনকী পরীক্ষাও দিতে পারবে।

রাজীবের আনন্দ দেখে কে— তখন তখনই সেই কোর্সটিতে রেজিস্ট্রেশন করে মনের আনন্দে এন্ট্রোফিজিঙ্ক পড়তে শুরু করে।

উপরের খটি ঘটনার প্রত্যেকটি সত্যি ! শিক্ষায় সত্যি ইন্টারনেটের ব্যবহার করা যায় কিনা সেটা নিয়ে কারো মনে এখনো সন্দেহ আছে?

দশগত কাজ

বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীর যদি একটি করে ল্যাপটপ থাকতো তখন শিক্ষার ব্যাপারে আর কী কী করা যেতে পারে সেটি নিয়ে সবাই মিলে একটি রচনা লিখ।

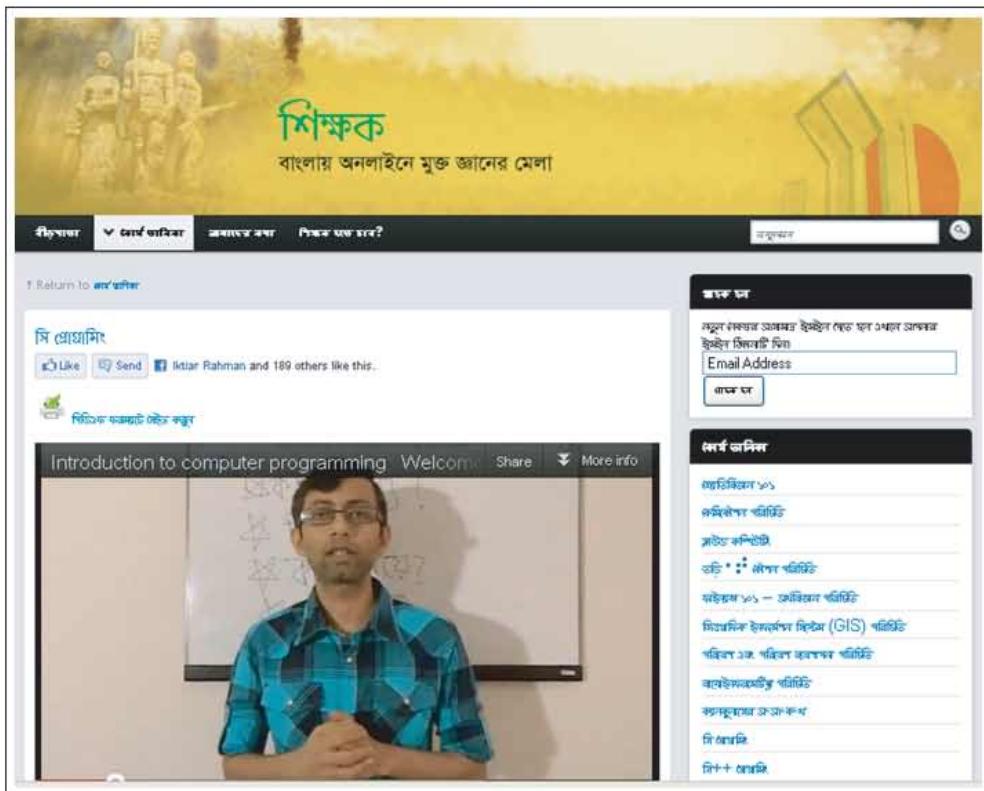


নতুন শিখলাম : এন্ট্রোফিজিঙ্ক, ফাইবার অপটিক্স, প্লটো।

পাঠ ৫৬ : শিক্ষার ইন্টারনেট

তোমরা যারা আগের পাঠটি মন দিয়ে পড়েছ তারা নিচয়ই বুঝতে পেরেছ শিক্ষার বেসর বিষয় সবচেয়ে সাহায্য করতে পারে তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ইন্টারনেট। ইন্টারনেট শুধু যে সরাসরি শিক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করে তা নয়— স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ঘেন ঠিকমত কাজ করতে পারে সেখানেও পরোক্ষভাবে শিক্ষার কাজে সাহায্য করে।

যেমন তোমরা সবাই জ্ঞান পরীক্ষার ফলাফলগুলো আজকাল তোমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে মুদ্রুরের মধ্যে



শিক্ষক ডেট কম ওয়েবসাইটে অনেক শিক্ষকেরা নানা বিষয়ে কোর্স পড়িয়ে থাকেন।

জানতে পার। কিছুদিন আগেও যেটি ছিল অনেক কঠিন। গ্রামে বা প্রত্যন্ত এলাকায় যারা ছিল পরীক্ষার ফলাফল জ্ঞানার জন্যে তাদের অনেক পথ পাঢ়ি দিয়ে শহরে আসতে হতো— আজকাল মোবাইল টেলিফোনের একটি মেসেজ বা ইন্টারনেটে ক্লিকেই পরীক্ষার ফলাফল জ্ঞেনে যাওয়া যায়।

পরীক্ষার ফলাফল জ্ঞানার ব্যাপারে ইন্টারনেট যেরকম অনেক বড় ভূমিকা রাখে— স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারেও ইন্টারনেট অনেক ভূমিকা রাখতে পারে। তোমরা মোবাইল টেলিফোন দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি রেজিস্ট্রেশনের কথা শুনেছ— ঠিক সেরকম ইন্টারনেট ব্যবহার করেও শক্ত শক্ত

হেল্পেমেয়ের ভর্তি পরীক্ষার জন্যে রেজিস্ট্রেশন করে দেয়া হয়। আমাদের দেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় চার লক্ষ শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষা দেয়— তোমরা কি জান এই চার লক্ষ পরীক্ষার্থী সবাই ভর্তির জন্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করে?

The screenshot shows the homepage of the National University of Bangladesh. The main banner reads "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়" and "National University". Below the banner, there are two input forms: "SSC Information" and "HSC Information". Each form has fields for "SSC Roll", "SSC Board" (set to "Dhaka"), and "SSC Year" (set to "2009" or "2011"). There is also a "Submit" button at the bottom of each form.

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনকারী প্রায় চার লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অঞ্চল করা হয়েছিল।

একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার আগে সবাই সেই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটু তথ্য জানতে চায়। আগে সেই তথ্য জানার জন্যে একজন মানুষকে অনেক দূর থেকে সেখানে আসতে হতো— এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে পৃষ্ঠীর যে কোনো প্রান্তের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য একজন ঘরে বসে জেনে নিতে পারে।

প্রযুক্তির কারণে ইতোমধ্যে আমরা অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধে ব্যবহার করছি— কিছুদিনের ভেতরে আমাদের দেশেই আমরা আরো নানা ধরনের নতুন নতুন সুযোগ পেতে যাচ্ছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভার্চুয়াল ক্লাসরুম তৈরি হতে যাচ্ছে যেটি সারা দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত হবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক যখন পড়াবেন তখন সেটি শুধুমাত্র তার ক্লাসরুমে আসা অঙ্গ কয়জন ছাত্রছাত্রী তার সামনে বসে সেটি শুনবে না— ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে বসে হয়তো সারা দেশের অনেক ছাত্রছাত্রী সেটা শুনবে।

মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অনেক দূর থেকে হয়তো একটা জাতিক অপারেশন নিজের চোখে দেখতে পারবে। দূর পাহাড়ের উপর বসানো একটা টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে একজন শিক্ষার্থী সৌরজগতের কোনো গ্রহ বা দূর গ্যালাক্সির কোনো নক্ষত্রে পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। অনেক আধুনিক একটা ল্যাবরেটরির কোনো একটা এক্সপ্রেসিমেন্ট একটা ছাত্র তার ঘরে বসে করে ফেলতে পারবে। স্কুল লাইব্রেরিতে যে বইটি নেই মূলতের মধ্যে সেই বইটিও একজন শিক্ষার্থী পড়ার জন্যে নিয়ে আসতে পারবে।

সবকিছু দেখে শুনে মনে হয় যখন ইন্টারনেট ছিল না তখন মানুষ কেমন করে শেখাপড়া করত?

দলগত কাজ

আজ থেকে একশ বছর পরে শিক্ষার ব্যাপারে তথ্য প্রযুক্তি কী ভূমিকা রাখতে পারে সেটি কল্পনা করে একটি দেয়াল পত্রিকা বের কর।



নতুন শিখানাম : ভার্চুয়াল ক্লাসরুম, টেলিস্কোপ, গ্যালাক্সি।

পাঠ ৫৭-৭০ : ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুসন্ধান

ইন্টারনেটে শিক্ষা বিষয়ক তথ্য

ইন্টারনেট তথ্যের এক বিশাল ভাভার। দুনিয়ার এমন কোনো বিষয় নেই যা সম্পর্কে ইন্টারনেটে কোনো তথ্য নেই! শিক্ষা, কৌড়া, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রায় সব বিষয়েই ইন্টারনেটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানান তথ্য। শিক্ষা তথা শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার ধরন এবং শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য ইন্টারনেটে খুঁজলে পাওয়া যায়।

ইন্টারনেটে এ সকল তথ্য সাধারণত কয়েকভাবে থাকতে পারে। একটি হলো শিখিত তথ্য। অর্ধাং বিষয়টি সম্পর্কে লিখিত তথ্য। এই ধরণের তথ্যেরও রকমফের থাকে। কোনোটি হয় সরাসরি তথ্য। যেমন নিউটনের গতির সূত্রাবলী। আবার অনেকক্ষেত্রে থাকে এ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং উদাহরণ। আবার ইন্টারনেটে ইদানীং অনেক বিষয়বস্তু ভিডিও আকারে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি কোনো একটি বিষয় ব্যাখ্যা করেন, সেটি ক্যামেরায় ধারণ করা হয় এবং তারপর সেটি ইউটিউবে (www.youtube.com)-এর মতো কোনো ভিডিও শেয়ারিং সাইটে আপলোড করা হয়। সেখান থেকে এই ভিডিওটি সবাই দেখতে পারে। আবার অনেক সাইটে রয়েছে শিক্ষা সংক্ষিপ্ত বিভিন্ন এনিমেশন বা কার্টুন চিত্র। এখানে পাঠ্যসূচির বিভিন্ন বিষয় কার্টুন বা এনিমেশনের মাধ্যমে বোঝানো হয়ে থাকে। ইন্টারনেটের এ সকল সাইটের কোনো কোনোটিতে রয়েছে প্রশ্ন করার সুযোগ, কোনটিতে আছে কুইজের ব্যবস্থা। আবার অনেক সাইটে রয়েছে পরীক্ষারও ব্যবস্থা।

বর্তমানে ইন্টারনেটে অনেক কোর্সও চালু হয়েছে। এই সকল সাইটে কোনো সুনির্দিষ্ট কোর্সে নিবন্ধন করে ক্লাস করা যায় এবং কোর্স শেষে পরীক্ষা দেওয়া যায়। ইংরেজি ভাষাতে চালু এরকম অনেক সাইট রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি হল – <https://www.coursera.org/>, [alison.com/](https://www.alison.com/) ইত্যাদি।

বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনসিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) তাদের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন কোর্স অফার করে থাকে। <http://ocw.mit.edu/index.htm> এই সাইটে গিয়ে



এই সাইটে ক্লাসের যে কোনো বই খুঁজে বের করে কম্পিউটারে ডাউনলোড করে নেয়া যায়।

পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে কোর্স রেজিস্ট্রেশন করে সম্পত্তি করা যায়।

কেবল ইংরেজিতে নয়, বাংলা ভাষাতেও এখন ইন্টারনেট শিক্ষা কার্যক্রম বিকশিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে স্কুল পর্যায়ের সব পাঠ্যপুস্তক এখন ই-বুক আকারে পাওয়া যায়। www.ebook.gov.bd সাইট থেকে তৃতীয় তোমার বই-এর ই-বুক সংক্রান্ত নামিয়ে নিতে পারো।

বাংলা ভাষাতেও এখন শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্স চালু হচ্ছে। এরকম একটি সাইট হল <http://www.shikkhok.com/> এখানে গণিত, পরিবেশবিজ্ঞান, কম্পিউটার কৌশল ইত্যাদির বিভিন্ন কোর্স করার সুযোগ আছে।

অন্যান্য যে কোনো বিষয়ের ঘটো ইন্টারনেটে শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য জানার সহজ উপায় হলো কোন একটি সার্চ ইঞ্জিনে এ সম্পর্কিত তথ্য তালাশ করা। তথ্য খোঁজার জন্য সঠিকভাবে অনুসন্ধানটি লিখতে হয়।

এখানে সার্চ ইঞ্জিন গুগলে নিউটনের গতি সূত্র সংক্রান্ত তথ্য খোঁজার একটি উদাহরণ দেখানো হল। দেখা যাচ্ছে প্রায় ২০ লক্ষাধিক ওয়েবসাইট বা ভিডিওতে এ সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে। সেখান থেকে তৃতীয় তথ্য বেছে নিতে পারো।

সব সার্চ ইঞ্জিনেই সঠিকভাবে লিখতে পারলে যে কোনো তথ্য সম্পর্কে অসংখ্য তথ্যের লিঙ্ক পাওয়া যায়। এজন্য ইন্টারনেট থেকে তথ্য বের করার কাজে সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহারে দক্ষ হতে হয়। এই দক্ষতা অর্জন সহজ হয় যদি তৃতীয় তথ্য নির্যামিত তা ব্যবহার কর।

ইন্টারনেটে শিক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্যের লিংক সঠিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে বের করা যায়। সার্চ ইঞ্জিনে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতে তথ্য অনুসন্ধান করা যায়।

ইন্টারনেটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অজস্র শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য। সেখানে থেকে বাছাই করা কয়েকটি সাইটের বর্ণনা এখানে দেওয়া হল।

১। <http://www.ebook.gov.bd/> এটি বাংলাদেশের ই-বুকের সমাহার। এখানে রয়েছে তোমাদের বিভিন্ন শ্রেণির সকল পাঠ্যপুস্তকের ই-বুক সংক্রণ। ই-বুক হলো মুদ্রিত বইয়ের ডিজিটাল সংক্রণ। এই বইগুলো কম্পিউটারের পর্দায় পড়া যায়, পাতা উলটানো যায়, যে কোনো পাতায় চলে যাওয়া যায়। এই সাইটে গিয়ে তুমি তোমার ক্লাসের যে কোনো বই খুঁজে বের করতে পারবে। শুধু তোমার ক্লাশের নয়,

দলগত কাজ

এবার গুগল বা ইয়াহু বা তোমার প্রিয় কোন সার্চ ইঞ্জিনে নিচের শব্দাবলী দিয়ে সার্চ করে সেটির ফলাফলগুলো দেখ:

১. বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা
২. Origin of Matter
৩. William Shakespeare
৪. কাজী নজরুল ইসলাম
৫. পদার্থের তিন অবস্থা

তোমার ছোট ভাইবোনের বা তোমার আপু-ভাইয়াদের বইও তুমি এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবে তোমার কম্পিউটারে।

২। <http://www.moedu.gov.bd> এটি বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট। এতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত সকল নীতিনির্ধারণী বিষয় সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে। শিক্ষানীতি, স্কুলশীল পরীক্ষা পদ্ধতি, বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা শুরু বা এর ফলাফল ঘোষণার তারিখ ইত্যাদি এই সাইট থেকে জানা যায়।

৩। উইকিপিডিয়া (<http://en.wikipedia.org>, <http://bn.wikipedia.org>) ইন্টারনেটের সবচেয়ে বড় মুক্ত বিশ্বকোষ হল উইকিপিডিয়া। এটি সারা বিশ্বের মানুষ স্বেচ্ছাশৰ্মের ভিত্তিতে তৈরি করেছেন এবং ক্রমাগত সম্মদ্ধ করে চলেছেন। প্রায় দুইশ'রও বেশি ভাষায় এটি চালু রয়েছে তবে আমাদের জন্য এর ইংরেজি ও বাংলা বিশ্বকোষটি খুবই দরকারি। ইংরেজি ভাষার উইকিপিডিয়াতে ৪০ লক্ষেরও বেশি নিবন্ধ রয়েছে যার অনেকগুলো সরাসরি শিক্ষা সংক্রান্ত। প্রত্যেক উইকিপিডিয়াতে অনুসন্ধান করার একটি বাত্র রয়েছে। সেখানে তোমার কাঞ্চিত শব্দ বা শব্দাবলী লিখলে তুমি এই সংক্রান্ত নিবন্ধ বা নিবন্ধাবলী দেখতে পাবে। বাংলা ভাষায় উইকিপিডিয়া এখনো ততটা সম্মদ্ধ নয়। এতে প্রায় ২৩ হাজারের বেশি নিবন্ধ আছে এবং সেখান থেকে তোমার কাঞ্চিত তথ্য পেতেও পারো।

৪। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিক্ষা সাইট হলো <http://www.khanacademy.org/>। খান

The screenshot shows the Khan Academy Bangla website. At the top, there's a banner for 'SINGAPORE HOTEL DEALS' with a 'SAVE UP TO 75%' offer. Below the banner, the site header includes the 'KhanAcademy বাংলা' logo, a search bar, and links for 'Home', 'About Us', and 'Contact Us'. The main navigation menu includes 'Biology', 'Chemistry', 'Physics', and 'Organic Chemistry'. Under 'Biology', there are several sub-links such as 'Introduction to Evolution and Natural Selection', 'Intelligent Design and Evolution', 'Mitosis', 'Meiosis', and 'Variation in a Species'. On the right side, there's a 'Find us on Facebook' box with a link to 'KhanAcademy Bangla'.

বাংলা ভাষায় খান একাডেমির ভিডিও থেকে পছন্দমতো ভিডিও বাছাই করে ডাউনলোড করা যায়। একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা, বাল্মীদেশী বৎসোজুত শিক্ষাবিদ সালমান খান ২০০৬ সালে সাইটটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাইটে তিনি প্রায় ৩ হাজার ৪০০টি ছোট ছোট ভিডিওর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে গণিত, ইতিহাস, স্বাস্থ্যসেবা, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, অর্থনীতি, মহাকাশ বিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রভৃতি। এই ছোট ভিডিওগুলোতে সালমান খান তার নিজের মতো করে বিষয়গুলোকে সহজভাবে তুলে ধরেছেন। তার ভিডিওগুলো এরই মধ্যে ১৮ কোটিরও বেশি বার ডাউনলোড হয়েছে। এখান থেকে তুমি তোমার দরকারি ভিডিওটি ডাউনলোড করে নিতে পারো।

৫। **বাংলা ভাষায় খান একাডেমির ভিডিও:** (<http://khanacademy.org/intl/bn>) সালমান খানের সব ভিডিও ইংরেজি ভাষাতে। তবে, আনন্দের বিষয় হলো এই ভিডিওগুলো বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাতে অনুদিত হয়েছে যার মধ্যে বাংলা ভাষাও রয়েছে। বিজ্ঞানের পাঠ্যগুলোর বাংলা অনুবাদ তুমি এই ঠিকানায় পাবে - এখানকার ভিডিওগুলো জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান এবং জৈববিজ্ঞান এই চারভাগে ভাগ করা আছে। প্রত্যেক শিখকের জন্মতে তাঁরিকা রয়েছে যা থেকে পছন্দমতো ভিডিও বাছাই করা যায়। আর গণিতের ভিডিওগুলো পাওয়া যাবে এই ঠিকানায় <http://www.youtube.com/user/KhanAcademyBangla> এখানে ১২৫৮টি ভিডিও রয়েছে। তুমি তোমার পছন্দ মতো বীজগণিত, পাটিগণিত, পরিসংখ্যান, তিকোণগমিতি ইত্যাদির ভিডিও থেকে তোমার দরকারি ভিডিওটি ডাউনলোড করে শেখার কাজে শাগাতে পার।

৬। <http://www.bbcjanala.com/> এটি একটি ইংরেজি ভাষা শেখার সাইট। ইন্টারনেটে ইংরেজি ভাষা শেখার অজন্ম সাইট রয়েছে। তবে, এই সাইটটি আমাদের দেশের উপযোগী উদাহরণ এবং ব্যাখ্যার কারণে দেশে বেশি জনপ্রিয়। এই সাইটে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বেশকিছু চমৎকার কোর্স রয়েছে। ইন্টারনেটে বিনামূল্যে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে যে কেউ খুব সহজেই এই কোর্সগুলোতে অংশ নিতে পারে। কোর্স শেষে কোর্স রিপোর্ট বা কোর্স সমাপনী প্রিন্ট করে নেওয়া যায়। তোমার ইংরেজির দক্ষতা বাড়ানোর জন্য তুমি এই কোর্সে রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পার।

৭। <http://mathforum.org/dr.math/> Dr Math একটি জনপ্রিয় গণিত বিষয়ক সাইট। এই সাইটে স্কুল পর্যায়ের গণিতের বিভিন্ন বিষয় সহজ করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথেষ্ট উদাহরণ এবং বিভিন্নভাবে বীজগণিত, জ্যামিতি, ক্যালকুলাসের নানান বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এই সাইটে কোনো বিষয় পাওয়া না গেলে তা জানার জন্য Dr Math কে প্রশ্ন করা যায়।

৮। <http://www.matholympiad.org.bd/forum> এটি একটি গণিত বিষয়ক প্রশ্নোত্তর, আলোচনার সাইট। বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের শিক্ষক ও স্বেচ্ছাসেবকগণ এটি পরিচালনা করেন। বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা নিয়ে এই ফোরামটিতে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া এখানে বিভিন্ন সময় প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়।

৯। <http://www.learningscience.org/> হাতে কলমে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানা যায়।

১০। ঐতিহাসিক মৌলিক গ্রন্থ সমূহ: আজকের জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির মূলে রয়েছে বিভিন্ন বিজ্ঞান ও শিক্ষাবিদদের বিশাল অবদান। বিভিন্ন বিজ্ঞানী এবং সমাজ সংস্কারকগণ তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাদের সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের লিখিত বইয়ে। ইন্টারনেটে এরূপ মৌলিক গ্রন্থগুলোর ডিজিটাল সংস্করণ পাওয়া যায়। এরকম কয়েকটি গ্রন্থের লিংক নিচে দেওয়া হল:

ইউক্লিডের এলিমেন্টস	http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/bookI/bookI.html
নিউটনের প্রিসিপিয়া ম্যাথেমেটিকা	http://www.scribd.com/doc/19058378/English_Translation-Version-Philosophi-Naturalis-Principia_Mathematica
ডারউইনের দি অরিজিন অব স্পেসিস	http://www.talkorigins.org/faqs/origin.html

এইরূপ প্রায় সকল বিখ্যাত গ্রন্থের ডিজিটাল সংস্করণ এখন ইন্টারনেট থেকে বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যায়। সঠিকভাবে সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে তুমি সেটা বের করে নিতে পার।

নমুনা প্রশ্ন

১. কোন প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট হতে বাংলাদেশের স্কুল ও মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক ডাউনলোড করা যায়?

- ক. ঢাকা শিক্ষা বোর্ড
- খ. মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
- গ. কারিগরী শিক্ষা বোর্ড
- ঘ. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

২. ওয়েব সাইটে স্কুল ও মাদ্রাসার যে পাঠ্যপুস্তকগুলো পাওয়া যায় সেগুলোকে কী বলে?

- ক. ই-বুক
- খ. ইন্টারনেট বুক
- গ. এনসিটিবি বুক
- ঘ. ডিজিটাল বুক

৩. ইন্টারনেটের সাহায্যে -

- i. পাঠ্যবিষয়ে সহায়তা পাওয়া যায়
- ii. ভর্তি কার্যক্রম সম্পর্ক করা যায়
- iii. অনলাইনে ক্লাস করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উভয় দাও:

গণিত ও ইংরেজিতে অনি প্রায়ই খারাপ ফলাফল করে। খেতে হয় মা-বাবার বকুনি। প্রথাগতভাবে গণিত শিখতে তার ভালো লাগে না। আনন্দের সাথে সে গণিত শিখতে চায়। অনির ইচ্ছা সে অন্যদের মত গণিত শিখে গণিত অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিবে।

৪. অনি তার সমস্যা সমাধানে সাহায্য পেতে পারে -

- i. ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে
- ii. মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে
- iii. কম্পিউটার ব্যবহার করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

৫. অনির জন্য গণিত শেখার সবচেয়ে সুবিধাজনক ওয়েবসাইট কোনটি?

- ক. www.matholympiad.org.bd
- খ. www.khanacademy.org
- গ. www.mathforum.org/dr.math/
- ঘ. www.khanacademy.org/intl.bn/

সমাপ্ত



বুপকল-২০২১ বাস্তবায়নে তথ্যপ্রযুক্তির কোনো বিকল্প নেই
—মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টেল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য